প্রথম সংস্করণ—পৌষ, ১৩৫৩

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,

মুদ্রাকর—শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানসী প্রেস

৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স।

দুই টাকা



'রাজপথে'র রূপদানকারী
রঙমহলের শিল্পীবৃন্দ

প্রবীণ কথা-শিল্পী পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের "রাজপথ" সর্ব্বজনসমাদৃত উপন্যাস। বাংলা কথা-সাহিত্যে "রাজপথ" বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। রঙ্‌মহলের সত্ত্বাধিকারী ও খ্যাতনামা অভিনেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই বিশিষ্ট উপন্যাসটীর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করার জন্যে আমার কাছে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর অনুরোধে আমি শ্রদ্ধেয় উপেনদা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। উপেনদা সানন্দে আমায় নাট্যরূপদানের আদেশ দেন।

সুবৃহৎ উপন্যাসের ঘটনাবলী যথাযথ বজায় রেখেই আমি নাট্যরূপদানের চেষ্টা করেছি। জমি এবং বাড়ী দুই-ই তৈরী ছিল, আমি কেবল কলি দিয়েছি মাত্র। কাজেকাজেই এর সমস্ত কৃতিত্ব এবং প্রশংসা শ্রদ্ধেয় উপেনদার—আমার নয়। উপেনদা তাঁর "রাজপথ" গৃহ-সাজানর ভার আমার উপর দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন্।

বৎসরাধিককাল "রাজপথ" নাটকাকারে রূপান্তরিত হয়ে রঙ্‌মহল কর্ত্তৃপক্ষের কাছেই পড়ে ছিল, অনিবার্য্যকারণে মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু যখন তা সম্ভব হল, তখন দুর্য্যোগ ও অন্তর্দ্বন্দ্বে রাজপথকে দুর্গম করে তুলেছে। দর্শক-অভাবে প্রমোদাগারের দরজাগুলি একে একে বন্ধ হয়েছে। এহেন সময় রঙ্‌মহলের কর্ত্তৃপক্ষ সাহসের সঙ্গে "রাজপথকে" মঞ্চস্থ করা স্থির করলেন। তাঁদের কাছে আমার কোন ওজরআপত্তি বা যুক্তি টিক্‌ল না। দুরুকম্পিত বুকে মহ্‌লা সুরু হল। খ্যাতনামা নট ও প্রয়োগ-শিল্পী শ্রীযুক্ত প্রভাত সিংহ প্রস্তুতির ভার স্কন্ধে নিয়ে দিবারাত্র প্রাণপাত পরিশ্রম করতে লাগলেন। জনশূন্য, যানশূন্য রাজপথের মাঝে 'রাজপথ' মঞ্চস্থ হল। কিন্তু সে সময় 'রাজপথে'র সাফল্য সম্ভাবনা মোটেই ছিল না।

কেবলমাত্র গভীর দুর্যোগের মাঝেও রঙ্‌মহলের শিল্পীদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অটুট্‌ মনোবল অচিরে রাজপথচারিদের শ্রদ্ধা ও স্নেহলাভে সমর্থ হল। রঙ্‌মহলের শ্রীদানকারী শিল্পীদের এই সুযোগে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে বক্তব্য, কবি-বন্ধু শ্রীযুক্ত দিলীপ দাশগুপ্ত নাটকের গানগুলি রচনা করে এবং কবি ও কথাশিল্পী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রুফ্‌গুলি সংশোধন করে দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। প্রীতিমুগ্ধচিত্তে তাঁদের সে ঋণ আমি স্বীকার করছি। ইতি—

কলিকাতা
বড়দিন, ১৯৪৬

বিনীত
দেবনারায়ণ গুপ্ত

নট ও প্রয়োগশিল্পী

শ্রীযুক্ত প্রভাত সিংহ

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

প্রভাতদা,

বিপদ-সঙ্কুল রাজপথের সকল বাধা তুচ্ছ করে, অল্প-সময়ের মধ্যে 'রাজপথের' রূপদানের জন্যে আপনি অকাতরে যে পরিশ্রম করেছেন, তা বিস্ময়-বিমুগ্ধচিত্তে লক্ষ্য করেছি। সেদিনের সেই স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে, সশ্রদ্ধচিত্তে 'রাজপথে'র নাট্যরূপ আপনার হাতে তুলে দিলুম। ইতি—

স্নেহমুগ্ধ

দেবনারায়ণ

পরিচয়

—পুরুষ—

প্রমদাচরণ ঘোষ—রিটায়ার্ড ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্

সজনীকান্ত মিত্র—ঐ শ্যালক, যশোর কোর্টের পেশ্‌কার

বিমান বিহারী—ঐ জামাতার ভাই, সুরমার দেবর

সুরেশ্বর—উচ্চশিক্ষিত যুবক, দেশ-সেবক

অবনীশ—সুরেশ্বরের সহকর্ম্মী বন্ধু

কানাই—ঐ ভৃত্য ও

বয় প্রভৃতি

—স্ত্রী—

তারাসুন্দরী—সুরেশ্বরের মাতা

মাধবী—ঐ ভগ্নি

জয়ন্তী—প্রমদাচরণের স্ত্রী

সুরমা—ঐ জ্যেষ্ঠা কন্যা

সুমিত্রা—ঐ মধ্যমা কন্যা

বিমলা—ঐ কনিষ্ঠা কন্যা

সংগঠনকারীগণ ঃ

কাহিনী—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

নাট্যরূপ—দেবনারায়ণ গুপ্ত

প্রযোজনা—শরৎ চট্টোপাধ্যায়

প্রস্তুতি—প্রভাত সিংহ

ব্যবস্থাপনা—সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিনয় চট্টোপাধ্যায়

গীতিকার—দিলীপ দাশগুপ্ত

শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়—যন্ত্রীসঙ্ঘ
„ পূর্ণচন্দ্র দাস „
„ কানাই দাস
„ বৃন্দাবন দে „
„ কালীপদ সরকার „
„ ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী „
„ কমল গোস্বামী „
„ তিনকড়ি দাস „
„ বংশীধর রায়
„ সুধীর দাস „

শ্রীনৃপেন রায়— সজ্জাকর
„ সুবোধ মুখোপাধ্যায় „
„ অমূল্য দাস „
„ কালীপদ দাস „

সুর ও আবহ—অনিল বাগচী

মঞ্চ ও দৃশ্য—মণীন্দ্র নাথ দাস

নৃত্য পরিকল্পনা—পিটার গোমেস্

মঞ্চাধ্যক্ষ—বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

স্মারক—কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ মণিমোহন চট্টোপাধ্যায়
„ নির্ম্মলকুমার ভট্টাচার্য্য

শ্রীকেশবচন্দ্র ঘোষ মঞ্চমায়াকর
„ ভূষণ সামন্ত „
„ কানাই দাস „
„ বাদল দাস „
„ নবকুমার দাস „
„ চূণীলাল চক্রবর্ত্তী „
„ সাধন দাস „
„ গৌরীরাম দাস „

শ্রীনগেন দে—আলোক সম্পাতকারী
„ মন্মথ ঘোষ „
„ শ্যামাপদ দাস „
„ তারক দাঁ „
„ ক্ষুদিরাম দাস „

মাইক্রোফোন ঃ ওয়েভ্ এক্সচেঞ্জ

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ

প্রমদাচরণ—শরৎ চট্টোপাধ্যায়
স্বরেশ্বর—মিহির ভট্টাচার্য্য
বিমান—বেচু সিংহ
সজনীকান্ত—বিজয় দাস
অবনীশ—সাধন লাহিড়ী
কানাই—বিপিন বস্থ

তারাস্থন্দরী—রাণীবালা
মাধবী—রাজলক্ষ্মী (ছোট)
জয়ন্তী—বেলারাণী
স্বরমা—উমা মুখার্জ্জি
বিমলা—রমা ব্যানার্জ্জি
স্থমিত্রা—বন্দনা দেবী

বয়—ধীরেন সেন

রাজপথ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[সুরেশ্বরের বাসা বাড়ী। নীচে তলার একটি বারাণ্ডায় এককোণে মাধবী সুরেশ্বরের ক্ষত পরিষ্কার করিয়া দিতেছিল। মাধবীর সম্মুখে গাম্লায় গরম জল, টিন্চার আইডিন্, তুলা, ব্যাণ্ডেজের কাপড়, কাঁচি ইত্যাদি রহিয়াছে। বারাণ্ডার একপাশে একটী অর্দ্ধভগ্ন চেয়ার। যবনিকা উত্তোলিত হইলে তারাসুন্দরী প্রবেশ করিলেন। মাধবী তারাসুন্দরীকে দেখিয়া বলিল :]

মাধবী। [সুরেশ্বরের হাতটি গরম জল হইতে তুলিয়া] দেখ মা, তোমার শান্ত ছেলেটির কাণ্ড দেখ,—

তারা। [ক্ষত লক্ষ্য করিয়া] ইস্! অনেকখানি কেটে গেছে যে!

মাধবী। আর কাল রাত্রে এসে বল্লেন—সামান্য একটু ছড়ে গেছে—এর নাম যদি ছড়ে যাওয়া হয় মা, তাহলে কেটে যাওয়া যে কাকে বলে তা ত জানিনে।

তারা। এমনি করেই দেখছি তুই পথের মাঝে কোনদিন জীবনটাকে দিয়ে আস্‌বি।

মাধবী। যেখানে সাহায্য করবার কোন লোকজন নেই—সেখানে কি কেউ অমন করে একা এগিয়ে যায়?

সুরেশ্বর। না। সেখানে দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়—আর হিতোপদেশের গল্প শোনাতে হয়। না হয়, বাড়ী ফিরে এসে, তারপরদিন খবরের কাগজে report বার করতে হয়—

তারা। কিন্তু শক্তি আর ক্ষমতার বাইরে গিয়ে নিজেকে অনর্থক বিপদে ফেলাও যে অন্যায় সুরেশ। তুই ছাড়া আমাকে আর মাধবীকেও দেখবার যে আর কেউ নেই—পথে পা দিলে একথা ভুলে যাস্ কেন বাবা?

সুরেশ্বর। সে কথা সত্যি মা! কিন্তু কালকে যে অবস্থায় আমি তাদের দেখলাম তাতে গুণ্ডাটার সামনে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর যে কোন উপায় ছিল না মা! তখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে—বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধ্যে তিনটী মেয়ে আর একটীমাত্র পুরুষ মানুষ! পুরুষ মানুষটী হাকিম হলেও—শক্তি আর সাহস তখন তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

মাধবী। খুব সাহসী হাকিম ত! একটা লোকের সামনে যে এগিয়ে যেতে পারে না—দলকে দল ডাকাতদের সে বিচার করে কি করে?

সুরেশ্বর। পুলিশ-পাহারায় নিজেকে আবদ্ধ রেখে বিচার করে মাধবী—

মাধবী। আমার মনে হয়, সে বিচার করার হাকিম নয়—জমিমাপার হাকিম।

সুরেশ্বর। (হাসিয়া) না রে না! সে বিচারক হাকিম—জমিমাপা হাকিম নয়—

তারা। তা, ওদের বাড়ী থেকে কাল ত পেট ভরে খেয়ে এলি, কিন্তু ওরা কেমন লোক তা ত কিছু বল্‌লিনে?

সুরেশ্বর। লোক? বেশ লোক মা! খুব বড় মানুষ, সৌখীন, সভ্য-ভব্য, কায়দা-দুরস্ত!

তারা। আর সেই মেয়েটী কেমন? যার গলা থেকে গুণ্ডাটা হার খুলে নিচ্ছিল?

সুরেশ্বর। কি কেমন, তা খুলে না বল্লে কেমন করে বলব মা?

তারা। এই দেখতে শুনতে কেমন তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

সুরেশ্বর। দেখতে বেশ ভালই, কিন্তু শুন্‌তে সব সময়ে খুব ভাল নয় মা, মেয়েদের কি বল্‌তে হয় তা ঠিক বুঝ্‌তে পারছিনে মা, ছেলে হলে বলতাম—ফাজিল! তা ফাজিল হলেও—অমার্জ্জিত নয়—ভদ্র।

তারা। আর গিন্নি কেমন মানুষ রে?

সুরেশ্বর। বেশ মানুষ মা! অল্প সময়ের মধ্যে মানুষ চেনার ক্ষমতা আছে বলে গর্ব্ব করছিনে, তবুও যে গিন্নিটীকে অল্প সময়ের মধ্যেই চিন্‌তে পেরেছি, তা অসঙ্কোচে বল্‌তে পারি। বেশ সাদা সিধে, নিজের মনের ইচ্ছাটুকু একটুও ঢেকেঢুকে বা আটকে রাখবার কোনো প্রবৃত্তি নেই। পাছে তুমি ভুল করে ভাব যে দেশের দশজনের মত তিনিও একজন, তাই প্রতি কথায় তিনি নিজের অবস্থাটীকে তোমায় বুঝিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত।

তারা। (হাসিয়া) তা হলে ত তারা বেশ লোক রে!

[বাহিরে কড়া নাড়ার আওয়াজ হইল]

বোধহয় অবনী ঠাকুর পো এসেছেন। যা ত মাধবী, দোরটা খুলে দিয়ে আয় ত—

[মাধবী দরজা খুলিয়া দিবার জন্য উঠিল। সহসা বিমান বাহির হইতে ডাকিল]

নেপথ্যে বিমান। সুরেশ্বরবাবু আছেন?

[মাধবী যাইতে যাইতে থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল]

মাধবী। না মা, অবনীকাকা নন—

তারা। না, অবনীঠাকুরপো নন ত!

সুরেশ্বর। যেই হোন দরজাটা ত খুলে দিতে হবে?

নেপথ্যে বিমান। সুরেশ্বরবাবু কি বাড়ী আছেন?

সুরেশ্বর। আজ্ঞে হাঁ আছি। দরজা খুলে দিচ্ছি— [মাধবীর প্রতি] যারে মাধবী, ভদ্রলোক বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—

মাধবী। শেষে যদি পুলিশের লোক হয়?

সুরেশ্বর। নারে না। পুলিশের লোক নয়—সে সব হলে শেষ রাত্রে কড়া নাড়ত, তুই যা—

[মাধবী চলিয়া গেল]

জান মা, এই কাটাটুকুর চিকিৎসার জন্যে তারা ডাক্তার ডেকেছিল। কিন্তু চিকিৎসার দরকার হয়নি! এমন কি একটা injection'ও দিলে না—

তারা। সে কি রে! চিকিৎসার দরকার হয়নি কি বল্‌ছিস্?

সুরেশ্বর। আমি ত জানি, মাধবীর চিকিৎসায়, এ ঘা তিনদিনে সেরে যাবে।

[মাধবীর পুনঃ প্রবেশ]

কি রে মাধবী ?

মাধবী। এক ভদ্রলোক তোমায় দেখতে এসেছেন—তুমি কেমন আছ, জানতে চান।

সুরেশ্বর। কিন্তু ছুরী খেয়েছি ত কাল রাত্রে। কেউ জানেও না। খবর নিতে আবার কে এলো ?

মাধবী। কি যেন নাম বল্লেন—বিমানবিহারী বোস—

সুরেশ্বর। ও হয়েছে, হয়েছে। যার কথা এতক্ষণ হচ্ছিল! বোটানিক্যাল্ গার্ডেনের সেই হাকিম ভদ্রলোক। মা তুমি কি বল ? এইখানেই না হয় বিমানবাবুকে ডেকে আনা যাক্ ?

তারা। তা বেশ ত, এইখানেই ডাক। যা মাধবী, তাঁকে ডেকে নিয়ে আয়—

[সুরেশ্বরের অনুরোধে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাধবী বিমানকে ডাকিতে গেল]

তারা। এইখানেই ত ডেকে আনতে বল্লাম কিন্তু বসাব কোথায় ?

সুরেশ্বর। হাকিমদের এগিয়ে দেওয়ার মত আসন ত আমাদের বাড়ী নেই মা, সুতরাং ঐ ভাঙা চেয়ারখানাই এগিয়ে দিতে হয়—

তারা। কত ভাল ভাল কোচ সোফাই না ছিল বাবা, কিন্তু আজ অতিথি এলে বসতে বলি, এমন একখানা আসনও আমাদের নেই—

সুরেশ্বর। সেদিন যারা আসত, তারা কোচ সোফায় বসবারই লোক আসত মা—তাই সেদিন কোচ সোফার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আজ যারা আসে তারা মাটীকে মা বলে স্বীকার করে

নিয়েছে—তাই তারা মাটী আঁকড়েই বসতে চায়। বিমানবাবু যদি ঐ ভাঙা চেয়ারটায় বসতে না পারেন—প্রয়োজনীয় কথা সেরে চলে যাবেন—

[অদূরে বিমানকে মাধবীর সহিত আসিতে দেখিয়া]

আসুন, বিমানবাবু, আসুন—

[বিমান ও মাধবীর প্রবেশ]

বসুন, এই চেয়ারটীতে বসুন।

[চেয়ারটী দেখাইয়া দিল]

বিমান। বসবার জন্যে ব্যস্ত নই। কেমন আছেন আগে তাই বলুন—

সুরেশ্বর। ভালই আছি।

বিমান। [তারাসুন্দরীকে দেখিয়া] বোধকরি, ইনি আপনার মা ?

সুরেশ্বর। আজ্ঞে হাঁ। ঠিকই অনুমান করেছেন। আমার মা—

[তারাসুন্দরী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন। বিমান বলিল]

বিমান। মা, [তারাসুন্দরী ফিরিলেন] কাল থেকে সুরেশ্বরবাবুর সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক হয়েছে, তাতে ত আমাকে দেখে আপনার সরে যাবার কথা নয়—

[বিমান তারাসুন্দরীকে প্রণাম করিল]

তারা। এস, বাবা এস—

বিমান। [মাধবীকে দেখাইয়া] আর ইনি ?

সুরেশ্বর। আমার ছোট বোন মাধবী।

বিমান। ও! কাল রাত্রে কেমন ছিলেন ?

সুরেশ্বর। ভাল।

বিমান। রক্ত একেবারে বন্ধ হয়েছে ত ?

সুরেশ্বর। হাঁ।

বিমান। খুব ব্যথা হয়েছে বোধহয়—

সুরেশ্বর। দেশ যখন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে নানারকম দুঃখ কষ্ট পাচ্ছে বিমানবাবু, তখন একজন নগণ্য দেশবাসীর সামান্য একটু ক্ষত নিয়ে এতটা ব্যস্ত হওয়ার কারণ নেই।

বিমান। যাক্, এ নিয়ে পরে তর্ক করা চল্‌বে—আপাততঃ ঘা-টা ধুয়ে নিন। আমি ধুয়ে বেঁধে দেব ?

সুরেশ্বর। না। মাধবীই বেঁধে দিচ্ছে—[মাধবী ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে লাগিল]

বিমান। আজ্‌কের দিনটা অন্ততঃ একজন ডাক্তার দিয়ে ঘা-টা ধুইয়ে নিলে ভাল হোত—

সুরেশ্বর। এ রকম ছোটখাট ব্যাপারে মাধবীই আমাদের ডাক্তারী করে। বাবা ডাক্তার ছিলেন, মাধবী তাঁর কাছ থেকে অনেক বিদ্যে শিখে নিয়েছে। মাধবী শুধু কি এ্যালোপ্যাথি ? ও আবার একটা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। কালরাত্রে দুবার আমাকে ওষুধ খাইয়েছে। কি ওষুধ রে মাধবী ? পডোফাইলম্ না ডালকামারা ?

বিমান। [হাসিয়া] আপনার ভগ্নি বলেই সব রকম শিক্ষা সম্ভব হয়েছে—

তারা। কিন্তু যাই বল বাপু, মাধবীর হোমিওপ্যাথিক ওষুধে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

সুরেশ্বর। তা পাওয়া যায়। তবে মাঝে মাঝে সামান্য সর্দ্দি থেকে দাঁড়ায় নিউমোনিয়ায়—আর পেটের অসুখ দাঁড়ায় কলেরায়—

[মাধবী ব্যতীত সকলে হাসিয়া উঠিল]

আচ্ছা বিমানবাবু, হোমিওপ্যাথিক ওষুধে আপনার আস্থা আছে ?

বিমান। [ইতঃস্ততঃ করিয়া] তা সময় সময় উপকার পাওয়া যায় বৈ কি !

সুরেশ্বর। বিজ্ঞাপনের দৈব ওষুধের মত ? হাজার করা একটা ? কি বলেন ?

বিমান। না না। সে কি কথা ! হোমিওপ্যাথিককে অতটা অবহেলা করা—

তারা। তুমি ওর কথা শোন কেন বাবা ? হোমিওপ্যাথি ছাড়া ও অন্য কোন ওষুধ খায় না। শুধু মাধবীকে রাগাবার জন্যে ঐ সব বল্‌ছে—

[ইতিমধ্যে মাধবীর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া বিমান বলিল]

বিমান। বাঃ ! বেশ ব্যাণ্ডেজ করেছেন ত ? এখন বুঝতে পারছি সুরেশ্বর বাবু, এ কাজের জন্যে ডাক্তার ডাকবার দরকার ছিল না। কোন ডাক্তারেই এর বেশী কিছু করতে পারত না—

সুরেশ্বর। তবে আর কি মাধবী, এত বড় সার্টিফিকেট যখন পেলি, তখন বিমানবাবুকে কিছু খাবার আর এক গ্লাস ঠাণ্ডাজল খাইয়ে দে—

[মাধবী গমনোদ্যত]

বিমান। [বাধা দিয়া] না না, খাবারের কোন দরকার নেই—আমি খেয়ে বেরিয়েছি কোর্টে যাব বলে। অনর্থক হাঙ্গামা করবেন না।

তারা। হাঙ্গামা আর কি বাবা? আজ প্রথম আমাদের বাড়ীতে এলে, একটু মিষ্টি-মুখ করবে বই কি! মাধবী ঘরে খাবার তৈরী করে রেখেছে, তাই একটু মুখে দাও বাবা।

বিমান। মিষ্টি-মুখ করা যদি সম্পর্ক পাতানর একটা বিধি হয় মা, তাহলে নিশ্চয়ই মিষ্টি-মুখ করব। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব হবে না। এই একটু আগে খেয়েছি; কোর্ট থেকে ফেরার পথে নিশ্চয়ই মিষ্টি-মুখ করে যাব। সুরেশ্বর বাবুর জন্যে কাল সারারাত উদ্বেগে কেটেছে বলেই—কোর্টে যাবার পথে একবার খবরটা নিয়ে গেলাম। ও বেলার জন্যে খাবার প্রস্তুত রাখবেন, আমি নিশ্চয়ই আসব। ছেলেবেলাতেই যে হতভাগ্য মা হারিয়েছে, মা পাওয়ার অনুষ্ঠানে সে বিন্দুমাত্র খুঁৎ রাখতে রাজী নয়। আচ্ছা, তাহলে এখন আসি মা— আসি সুরেশ্বর বাবু, ও বেলায় আবার দেখা হবে—

[প্রস্থান]

সুরেশ্বর। কি মাধবী! ম্যাজিষ্ট্রেটের সার্টিফিকেট্‌টা কাগজ পেন্‌সিল এনে লিখে সই করে নিতে পার্‌লি নে? সময় বিশেষে কাজে লাগ্‌ত—

মাধবী। তোমার সঙ্গেও ত বেশ বন্ধুত্ব হয়েছে, তুমিই বা একটা Charector Certificate লিখে নিলে না কেন? পুলিশ-হ্যাঙ্গামা থেকে বেঁচে যেতে।

তারা। কিন্তু যাই বল্ সুরেশ, ছেলেটির কথাবার্ত্তা বেশ সাদাসিধে। কোন চাল্‌চলনও নেই—

সুরেশ্বর। সদ্য-কলেজ প্রত্যাগত কাঁচা ম্যাজিষ্ট্রেট্ কিনা মা, মনটা এখনো কাঁচা আছে। কিন্তু বিমানকে দেখে সমস্যাটা যে আবার ঘোরালো হয়ে উঠ্‌লো মা!

তারা। কিসের সমস্যা রে?

সুরেশ্বর। সুমিত্রার জন্মদিন উপলক্ষ্যে ওরা আমায় পরশুদিন নেমতন্ন করেছে—

মাধবী। বাঃ! বেশ নামটী ত? সুমিত্রা কে দাদা?

সুরেশ্বর। প্রমদাচরণবাবুর মেজমেয়ে। অর্থাৎ কালকে গুণ্ডায় যার গলা থেকে হার খুলে নিতে গিয়েছিল। কাল আসবার সময় সে আমায় তার জন্মদিনে নেমতন্ন করেছে। যাব বলে কথাও দিয়েছি। কিন্তু শুধু হাতে ত যাওয়া যায় না?

মাধবী। না গেলে হয় না দাদা?

সুরেশ্বর। তা আর হবে না কেন? যাওয়া না যাওয়া সেত আমার হাতে। তবে না গেলে একটু অভদ্রতা হয়। কিন্তু ওখানে নেমতন্নয় যাওয়া তোর কি আপত্তি আছে মাধবী?

মাধবী। না না। আপত্তি আর কি? তবে আমি ভাবছিলুম, কি, ওরা বড়লোক। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিছু দেবার মত আমাদের সাধ্য নেই। যে জিনিষই দাও না কেন দাদা, ওদের কাছে তা প্রশংসা পাবে বলে ত মনে হয় না।

স্বরেশ্বর। কিছু ভাবিস্‌নে মাধবী, তুই যে মিহি স্থতো কেটেছিস্—সেই স্থতোয় তিন চারখানা নাম লেখা রুমাল করে দে—ম্যাঞ্চেষ্টারের জাহাজ কবে কলকাতার বন্দরে আসবে—সেই দিকে যারা হাঁ করে চেয়ে থাকে, তাদের কাছে তোর হাতে কাটা মিহি স্থতো পৌছে দেওয়াই দরকার।

[মাধবীর প্রস্থান]

তারা। সেদিন মাধবী যে মিহি স্থতো কেটেছে তা ম্যাঞ্চেষ্টারের স্থতোর চেয়ে অবিশ্যি কোন অংশে মোটা নয়—কিন্তু সামান্য রুমাল দেওয়া কি ভাল হবে স্বরেশ ?

স্বরেশ্বর। রুমাল দেওয়াই আমার পক্ষে ভাল মা! আইরিশ লিলেনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হলে, দেশী স্থতোর রুমালেরই দরকার।

[মাধবী এক বাণ্ডিল স্থতা আনিয়া স্বরেশ্বরের হাতে দিল।]

মাধবী। এই দেখ দাদা! এতে চলবে কি ?

স্বরেশ্বর। [স্থতা হাতে করিয়া দেখিয়া] বাঃ! মাধবী বাঃ! দুশো বছর আগে, মাধবী বোধহয় ঢাকায় স্থতো কাটত মা! এতো মিহি স্থতো আবার কবে কাট্‌লি রে ?

মাধবী। এ স্থতো ব্যবহারের জন্যে ত কাটিনি দাদা, কত মিহি স্থতো কাটা যায় তাই দেখবার জন্যে কেটেছি। এতে তোমার তিনখানা রুমাল অনায়াসেই হবে—

স্বরেশ্বর। তিনখানা কি বল্‌ছিল মাধবী, বেশী হবে। এ স্থতো কাট্‌তে তোর যেমন কষ্ট হয়েছে মাধবী, পুণ্যও তেমনি হবে। বাংলা

দেশের একটা কঠিন পরিবারের সঙ্গে প্রথম এই দিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করব ঠিক করেছি।

তারা। তোর যুদ্ধে জয় হবে সুরেশ।

সুরেশ্বর। তোমার আশীর্ব্বাদ! দেখি, কি হয়—

[সুরেশ্বর তারাসুন্দরীকে প্রণাম করিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীটস্থ প্রমদাচরণ ঘোষের বাটীর একটি হলঘর। হলঘরটি নানারূপ দামী দামী আসবাবে সুসজ্জিত। আজ সুমিত্রার জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিশেষ করিয়া নানারকম পত্রপুষ্পে ঘরটী সুশোভিত করা হইয়াছে। ঘরের মধ্যে কয়েকটী ছোট ছোট গোলাকার টেবিল, টেবিলের উপর ফুলদানীতে ফুল দিয়া সাজান হইয়াছে। ঘরের এককোণে একটি টেবিল অর্গ্যান। ঘরের একপাশে জয়ন্তী ও তাঁহার ভ্রাতা সজনীকান্ত মিত্র একটী কোচে বসিয়া আছেন। তাঁহাদের সম্মুখের অপর একটী কোচে প্রমদাচরণ বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতছিলেন।]

সজনী। আহা! আজ সুমিত্রার জন্মদিন একথা যদি আমার জানা থাকত, তাহলে সঙ্গে করে আরও কিছু ছানাবড়া নিয়ে আসতাম—

প্রমদা। তুমি তোমার যশোরের ছানাবড়ার সুখ্যাতি করছ, কিন্তু এখানকার লোকেরা খেয়ে কি বলে তা দেখ?

সজনী। এখানকার লোকেরা কি খেতে জানে? না মুখের তার আছে? তা যদি থাকত তাহলে আর স্পঞ্জ রসগোল্লার সুখ্যাতি করত না—ওটা কি আবার একটা খাবার! দাঁতে কচ্‌কচ্ করে—

প্রমদা। বেশ তো! তুমি তোমাদের যশোর থেকে ফরমাস্ দিয়ে পাঁচ সের ছানাবড়া আনাও, আর আমরাও পাঁচ সের রসগোল্লার ফরমাস্ দিই। দেখি, কোন্‌খাবার খেয়ে লোকে বেশী সুখ্যাতি করে?

সজনী। যতই বলুন না কেন ঘোষ মশাই, সজনী মিত্তিরকে ঠকাতে পারছেন না। [জয়ন্তীর প্রতি] বুঝ্‌লে দিদি, এ শুধু ফন্দী করে আরও কিছু ছানাবড়া আনাবার মতলব।

জয়ন্তী। [হাসিয়া] যা বলেছিস্ ভাই—

সজনী। তা যাক্—Party বসবে কখন? ৭টা ত বাজ্‌তে চল্‌ল—

প্রমদা। Party আর কি? বাইরের লোকজন ত কাউকে বলা হয় নি, এই বাড়ীরই লোকজন নিয়ে একটু সামান্য অনুষ্ঠান করা—

সজনী। ও! তা দিদি যে বল্‌ছিলে আরও কার আসবার কথা ছিল?

জয়ন্তী। বাইরের লোকজনদের মধ্যে মাত্র সুরেশ্বরকে বলা হয়েছে—সেদিন যে ছোক্‌রা বোটানিক্যাল গার্ডেনে—

সজনী। হ্যাঁ হ্যাঁ। শুন্‌ছিলুম বটে, মেয়েরা বলাবলি করছিল—

জয়ন্তী। অন্যবারে অবশ্য এই উপলক্ষ্যে আত্মীয়-স্বজন অনেককেই বলা

হয়—এবার আর সে হ্যাঙ্গামা করলাম না—কি জানি, আমাদের বাড়ীতে একজন নন্‌কোঅপারেটারে নেমতন্ন! কথাটা যদি পাঁচ কান হয়, তাই—

সজনী। বেশ করেছ দিদি, বেশ করেছ! হাজার হোক ঘোষ ম'শয় একজন Rtd. Dy. magistrate—

প্রমদা। আচ্ছা, তাহলে তোমরা ভাইবোনে গল্প কর। আমি একটু ও ঘরে যাই—

সজনী। কেন? ও ঘরে আবার যাবেন কেন?

জয়ন্তী। গীতাপাঠের সময় হয়েছে—

সজনী। ঘোষ ম'শয় আজকাল গীতা পড়ছেন নাকি?

প্রমদা। পড়ছি বলতে পারি নে। তবে পড়বার চেষ্টা করছি—কি করি, চব্বিশ ঘণ্টা অতি আধুনিকতার নাটবল্টু এঁটে সময় আর কাটে না— [প্রস্থান]

[সহসা বিমানের প্রবেশ। তাহার হাতে একটী সুদৃশ্য বাক্স।]

জয়ন্তী। এই যে বিমান! এস বাবা, বস—

বিমান। আর সব কৈ? সুরেশ্বর বাবু আসেননি নাকি?

জয়ন্তী। না।

সজনী। তুমি রাইটার্স বিল্ডিংস্‌-এ না আলীপুরে?

বিমান। না, আমি আলীপুরেই আছি—

জয়ন্তী। তুমি বোধহয় শোননি—বিমান সম্প্রতি পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে—

সজনী। তাই নাকি? বেশ বাবা, বেশ।

[বিমলার প্রবেশ]

বিমলা। এই যে, বিমানদা এসেছেন? মেজদি এইমাত্র আপনার কথা জিজ্ঞাসা করছিলো। সোজা কোর্ট থেকে বোধহয়?

বিমান। না। একেবারে সোজা নয়।

বিমলা। বসুন।—মেজদিকে ডেকে নিয়ে আসি—

[প্রস্থানোদ্যত]

বিমান। না না, ডাকতে হবে না তিনি আপনিই আসবেন—

[সুমিত্রার প্রবেশ]

সুমিত্রা। [বিমানের প্রতি] কখন এলেন?

বিমান। এইমাত্র।

সুমিত্রা। দেরী হল যে?

জয়ন্তী। দেরী ত হবেই, ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরী! এদিকে যেমন দায়িত্ব অপর দিকে তেমনি কাজও বেশী—

সজনী। বেশী বলে বেশী! জানি ত ম্যাজিষ্ট্রেট্‌দের কাজ, একএকদিনে ডজন ডজন কেস্‌ decide করতে হয়—

জয়ন্তী। তোমরা বস। আমি ততক্ষণ দেখি, বয়টা ডিস্‌টিস্‌গুলো সাজাল কি না? [সজনীর প্রতি] তুমি যাবে নাকি?

সজনী। তা চল। ততক্ষণ না হয় ঘোষ মশাই-এর কাছে একটু গীতার ব্যাখ্যাই শুনে আসি—

[সজনী ও জয়ন্তী প্রস্থানোদ্যত, জয়ন্তী ফিরিয়া]

জয়ন্তী। বিমলা, তুমি ততক্ষণ সুরমাকে ডেকে আন। ডিস্‌গুলো সাজান হলেই সকলে একসঙ্গে বসা যাবে।

বিমলা। কিন্তু সুরেশ্বরবাবু যে এখনো এলেন না!

জয়ন্তী। সে হয়ত এতক্ষণ স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করতে বেরিয়েছে—কখন আসবে তার কি কিছু ঠিক আছে? তুমি যাও সুরমাকে ডাক—[বিমলার প্রস্থান] তোমরা বস বিমান, আমরা এখুনি আসছি—

[সজনী ও জয়ন্তীর প্রস্থান]

বিমান। সুমিত্রা!

সুমিত্রা। কি?

বিমান। আজকের এই অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তোলার জন্যে তোমার সেরকম উৎসাহ দেখছি নে কেন?

সুমিত্রা। কি উৎসাহ দেখাব?

বিমান। সেটা কি আমাকে বলে দিতে হবে সুমিত্রা? এমনিতর জন্মদিন-উৎসবের সন্ধ্যাকে তুমি সঙ্গীতে মুখর করে তুলতে—হাস্যে-লাস্যে এই ঘরখানি ভরে থাক্‌ত। কোথাও এতটুকু ফাঁক থাকত না। কিন্তু আজ যেন মনে হচ্ছে—সব ম্রিয়মান! সব ফাঁকা!

সুমিত্রা। ফাঁক আছে বলেই—ফাঁকা! খুঁৎ আছে বলেই—খুঁৎখুঁতে মন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে—

বিমান। কোথায় ফাঁক আছে সুমিত্রা?

সুমিত্রা। মনে। তাই ত অনুষ্ঠানে সবদিক থেকেই খুঁৎ হয়েছে। একটা অভিজাত সম্প্রদায়ের মাঝে এসে দাঁড়াল—দাঁড়কাক! কিন্তু দু'টো ময়ূরপুচ্ছ কুড়িয়েও যদি সে পরে আস্‌ত—

বিমান। ও! তুমি সুরেশ্বরবাবুর কথা বল্‌ছ?

সুমিত্রা। হাঁ।

বিমান। তার আর কি হবে? সেদিন তাঁর উপকারে সত্যিই আমরা অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম—তাই, তুমি তাঁকে নেমতন্ন করেছিলে—

সুমিত্রা। নেমতন্ন করার লোভ আমার ত্যাগ করাই উচিৎ ছিল—সূচনায় সমাপ্তির রেখা টেনে দেওয়াই ছিল ভাল! তাহলে হয়ত আজকের এই অনুষ্ঠান সবদিক থেকে সার্থক হয়ে উঠ্‌ত!

বিমান। যাক্‌। ও নিয়ে আজকের দিনে আর তুমি মন খারাপ কর না। তুমি গান গাও—তোমার গানেই অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে উঠ্‌বে—

[সুমিত্রা গান গাহিতে লাগিল। বিমান মুগ্ধ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিল।]

আমি ক্ষনিকের ফুল নহি গো!
রোদন মাখানো ফাগুন অনিনি—
মধুমাস জড়ানো এ গানে,
আমি মরমের কথা কহিগো!
পাখীর কূজনে রচা ভুবনে—
দুজনার বাণী ভাসে গগনে;
নভকোণে যদি ওঠে কাল মেঘ,
আমি অভিমান তারো সহি গো!

হাতে হাত দিয়ে নয়নের কথাখানি
তারে জানি সুন্দর! জানি!
আমি ফুল পরাব গো বেদনা-ভুলি
অন্তর-দ্বার আজি রাখিব খুলি
পথিক তোমার আসার লগনে
আমি বাসর জাগিয়া রহি গো!

বিমান। [গীতান্তে] সুমিত্রা তুমি কি বুঝতে পার?

সুমিত্রা। কি?

বিমান। কি অধীর হৃদয়ে আমি মাঘ মাসের অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছি?

সুমিত্রা। [মাথা নত করিয়া] তা জানি।

বিমান। কোনোদিনই তোমায় কিছু বলিনি, শুধু আশায় আশায় আছি। কিন্তু আজ যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছি—মনটাকে আর কিছুতেই স্থির রাখতে পারছি না—

সুমিত্রা। কেন?

বিমান। তা জানি না।

[সুরমা ও বিমলার প্রবেশ]

সুরমা। এই যে ঠাকুরপো! কখন এলে?

বিমান। তা বেশ খানিকক্ষণ ত বটেই, মধ্যে সুমিত্রার একটা গানও হয়ে গেছে—

বিমলা। শুধু গান কেন? কথাবার্ত্তাও হয়ে গেছে!

সুরমা। গানটা আজ একাই উপভোগ করলে ঠাকুরপো ?

বিমান। আজ একটা বিশেষ অনুষ্ঠানে, বিশেষ কিছু করা চাই ত ?

সুরমা। হাঁ, তাত চাই ; কিন্তু সেই বিশিষ্ট ভদ্রলোকটি কোথায় ?

[প্রমদাচরণের প্রবেশ। তাঁহার হাতে একখানি গীতা]

প্রমদা। কৈ ? সুরেশ্বর এখনো আসেন নি ?

সুরমা। না বাবা। সেই কথাই আমরা এতক্ষণ বলাবলি করছিলাম।

সুমিত্রা। বাবা !

প্রমদা। কি মা ?

সুমিত্রা। এবার ত আমায় জন্মদিনে কিছু দিলে না বাবা ?

প্রমদা। ও ! তা বটে। কিন্তু কথা কি জান মা ? এবার অনুষ্ঠানেও আড়ম্বর নেই, মনেও উৎসাহ নেই ! তাই ওটা খেয়াল হয়নি।

সুমিত্রা। কিন্তু তা বল্লে শুন্‌ব না বাবা ! আজ আমায় একটা জিনিষ দিতেই হবে।

প্রমদা। কি জিনিষ মা ?

সুমিত্রা। সকলের সাম্‌নে সে কথা বলব না। তাহলে তার প্রতি আর কোন আকর্ষণই থাকবে না। তোমাকে আড়ালে চুপি চুপি বলব !

প্রমদা। বেশ। তা তুমি আমার কানে কানেই না হয় বল ? নইলে এর পর বেশী রাত্রি হলে দোকানপাট যে সব বন্ধ হয়ে যাবে মা ?

[সুমিত্রা প্রমদাচরণের কানে কানে কি যেন বলিল। সুমিত্রার কথা শুনিয়া প্রমদাচরণ সহাস্যে বলিলেন

ও! এই কথা! তা এতক্ষণ বলনি কেন মা? বেশ তো! আমি এক্ষুনি সরকারকে ডেকে বলে দিচ্ছি—

[প্রমদাচরণ ঘরের বাহির হইতে যাইবেন এমন সময় সুরেশ্বর কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রমদাচরণকে প্রণাম করিল। সঙ্গে সঙ্গে অপর দিক দিয়া সজনীকান্ত ও জয়ন্তী প্রবেশ করিলেন। সুরেশ্বরের হাতে একটী লাল ফিতা বাঁধা বাক্স।]

প্রমদা। এস, বাবা এস। তোমার কথাই আমরা বলাবলি করছিলাম।

সুরেশ্বর। এই যে বিমানবাবু নমস্কার!

বিমান। নমস্কার!

সজনী। ইনি কে দিদি?

জয়ন্তী। যিনি বোটানিক্যাল গার্ডেনে—

সজনী। ও! বুঝেছি, বুঝেছি। তোমাদের সেই বীরেশ্বর সুরেশ্বর ত?

প্রমদা। সত্যিই ও বীরেশ্বর! সজনী, সত্যিই ও বীর! আচ্ছা, তাহলে তোমরা সব আমোদ-আহ্লাদ গল্প-গুজব কর। আমি এখুনি আসছি—

জয়ন্তী। আবার কোথায় চল্লে? আমার সব প্রস্তুত, এবার ত আর অন্য কোন প্রোগ্রাম নেই।

প্রমদা। ঘরের লোকের সঙ্গে ঘরোয়া গল্পের জন্যে কি আর প্রোগ্রাম তৈরী করতে হয়? ততক্ষণ একটু গল্প-গুজব হোক, খাওয়া দাওয়া সেত আছে-ই।

[প্রমদাচরণ বাহির হইয়া গেলেন।]

সুমিত্রা। সুরেশ্বরবাবু, ইনি আমার ছোট মামা, পরশু এসেছেন।

[সজনীর প্রতি] আর এঁর পরিচয় ত তুমি আগেই পেয়েছ মামাবাবু ?

সজনী। [সুমিত্রার প্রতি] হুঁ। [পরে মুখ ফিরাইয়া সুরেশ্বরকে বলিলেন] তোমার সব কথা শুনেছি। সেদিনকার ব্যাপারটা একটু ছোট করে লিখে দিও ত হে! আমাদের দেশের কাগজে ছাপিয়ে দেবো। সম্পাদক আমাকে খুব খাতির করে। বুঝ্‌লে কিনা, আমি বল্লে নিশ্চয়ই ছাপাবে।

সুরেশ্বর। [মৃদু হাসিয়া] এ সামান্য ব্যাপার খবরের কাগজে বার করে কি হবে ?

সজনী। কি হবে কি ? তোমার নাম হবে হে! তোমার নাম হবে। এই লাইন যখন ধরেছ—তখন নামটা বেরুনো চাই ত ?

সুরমা [হাসিয়া] তাহলেই সুরেশ্বরবাবু লিখে দিয়েছেন! তুমি সুরেশ্বরবাবুকে চেন না মামাবাবু, তাই ও কথা বল্‌ছ। সুরেশ্বরবাবু নামটাকেই বেশী অপছন্দ করেন।

সুরেশ্বর। নাম অপছন্দ করি অত বড় দম্ভ অবশ্য করতে পারিনে, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে নাম নিতে অন্ততঃ কেউ পছন্দ করে না।

সজনী। [হাসিয়া] সবাই করে হে! সবাই করে। ওটা কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দেওয়ার মত কথা হোল!

[জয়ন্তী হাসিলেন]

সুমিত্রা। আপনার হাতে ওটা কিসের বাক্স সুরেশ্বরবাবু ?

স্বরেশ্বর। [বাক্সটী স্বমিত্রার হাতে দিয়া] এটা আপনার জন্মদিন উপলক্ষে আপনাকে উপহার—যদিও এটা নিতান্ত সামান্য জিনিষ !

স্বমিত্রা। ও ! তাই নাকি ? ধন্যবাদ ! [স্বমিত্রা বাক্সের লাল ফিতাটী খুলিয়া দেখিল বাক্সের ঢাকায় কি লেখা রহিয়াছে। লেখাটী পড়িয়া] গত ২১শে আশ্বিন, স্বমিত্রার জন্মদিন উপলক্ষে ২২শে আশ্বিনের অনুষ্ঠান-দিবসে উপহার ! আপনার লেখাটায় ভুল হয়েছে স্বরেশ্বরবাবু ! গত ২১শে আশ্বিন কি ? আজই ত আমার জন্মদিন।

জয়ন্তী। তাতে আর কি হয়েছে ? একটা দিন না হয় ভুলই হয়েছে।

স্বরেশ্বর। আজ্ঞে না, একটুও ভুল হয়নি। ২১শে আশ্বিন, গত কালই হয়ে গেছে—আজ ২২শে আশ্বিন। জন্মদিনের উৎসবটা গতকালই হওয়া উচিৎ ছিল।

বিমান। আপনি কি বাংলা হিসেব ধরে বল্‌ছেন ?

স্বরেশ্বর। আপনি কোন্ হিসেব ধরছেন ? আমার ত মনে হয়, আপনারা ইংরেজী হিসাব ধরেই এই ভুলটা করেছেন।

বিমান। আপনি কি করে জানলেন যে, বাংলা হিসেবে জন্মদিন গত কাল হয় ?

স্বরেশ্বর। আজ্ঞে, বাংলা তারিখ মিলিয়ে দেখে।

সজনী। ওরে বাস্‌রে ! তুমি যে দেখ্‌ছি একটি বিকট নন্‌কোঅপারেটার !

স্বরেশ্বর। কিন্তু এর সঙ্গে ত নন্‌কোঅপারেশনের কোন সম্পর্ক নেই। তাহলে ত ৩১শে চৈত্র চড়ক পূজা করাও নন্‌কোঅপারেশন, আর বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মী পূজা করাও তাই—

সুমিত্রা। [এতক্ষন রুমালগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া] সে যাই হোক, রুমালগুলি কিন্তু চমৎকার হয়েছে! দেখ মা, কি সুন্দর নাম লেখা!

জয়ন্তী। [তাচ্ছিল্যের সহিত একবার দেখিয়া সুমিত্রাকে ফেরত দিয়া] বেশ! রেখে দাও—

সজনী। দেখি সুমিত্রা কি রকম রুমাল? [সুমিত্রা রুমালের বাক্সটী সজনীকে দিল। সজনী রুমালগুলি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া] এ আর এমন কি! বড়বাজারে বিস্তর দোকান আছে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সূক্ষ্ম ছুঁচ্ দিয়ে নাম লিখে দেয়, ফুল তুলে দেয়। কিন্তু আসলে এগুলো জাপানী মাল!

বিমান। জাপানী রুমাল? সুরেশ্বরবাবু—

সুরেশ্বর। না। খাঁটী স্বদেশী।

সজনী। স্বদেশী বলে তুমি কিনে থাকতে পার—কিন্তু আসলে ওটা জাপানী মাল! আমরা কাপড় ও একবার হাতে করলেই বুঝতে পারি। জাপানী ত জাপানী, আজকাল খাস বিলিতী জিনিষও স্বদেশী মার্কায় বিকোচ্ছে—

সুরেশ্বর। তা হয় ত বিকোচ্ছে, কিন্তু এ রুমালগুলি খাঁটি স্বদেশী। এর তূলো আমাদের দেশের জমিতে হয়েছে—এর সূতো আমার বোন মাধবী নিজের হাতে কেটেছে—আর রুমাল-গুলো বোনা হয়েছে মাণিকতলা ষ্ট্রীটে, আমার নিজের তাঁতে।

সুমিত্রা। এমন মিহি সূতো আপনার বোন কেটেছেন ?

সুরমা দেখি সুমিত্রা ? [সুমিত্রা একখানি রুমাল সুরমাকে দিল]

বিমলা। দেখি মেজদি ? আমায় একটা দেনা ভাই—

[সুমিত্রা বিমলার হাতেও একখানি রুমাল দিল]

বিমান। সুমিত্রা তোমার হাতের রুমালখানা একবার দাও ত দেখি ?

[সুমিত্রা বিমানকে রুমালখানি দিল। ভাল করিয়া দেখিয়া]

সত্যিই চমৎকার !

সজনী আরে ও কি চমৎকার দেখছো বিমান ? আমরা ঢাকা শান্তিপুরে ওর চেয়েও সূক্ষ্ম সূতো দেখেছি—

বিমান। তা হয়ত দেখে থাকতে পারেন। Victoria memorialএ অবশ্য আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে কেউ এ সূতো কাটতে পারে বলে ত মনে হয় না—

সজনী। আমার কিন্তু বাপু উপহার হিসেবে এ জিনিষটা মোটেই পছন্দ হয়নি।

সুমিত্রা। আমি কিন্তু রুমালেই খুব খুসী হয়েছি মামাবাবু।

জয়ন্তি। কিন্তু রুমালই সৌন্দর্য্যের সব নয় সুমিত্রা ! কি জামা কাপড় পরেছ ? আজকের দিনে ও জামাকাপড়ে তোমায় একটুও মানাচ্ছে না ! যাও, জামাকাপড়টা বদলে এসো গে যাও—

সুমিত্রা। কেন মা ? আমার ত এই জামাকাপড়টাই বেশ ভাল লাগ্‌ছে।

জয়ন্তী। তুমি ভাল লাগছে বল্লেই হবে ? যাও, আষাঢ় মাসে নর্ম্মাণের

বাড়ী থেকে তোমার যে ইংলিশ ক্রেপের শাড়ী আর ব্লাউস এসেছিল, সেইটে পরে এস। এ কাপড়টায় তোমায় একটুও মানাচ্ছে না! জান সুরেশ, মেয়েটা এমন নিসেধো যে কোন ভাল জিনিষ পরতে চায় না! দেখ না, অত সুন্দর ইংলিশ্ মভ্ ক্রেপের সুটটা! কিন্তু হয়ে পর্য্যন্ত বোধহয় দু'দিনও পরেনি। অথচ খরচ কত পড়েছিল জান সুরেশ্বর? (সুরেশ্বর নিরুত্তর) পাঁচ শ' কুড়ি টাকা পনেরো আনা!

[প্রমদাচরণের প্রবেশ]

সুমিত্রা। বাবা, দেখ দেখ, কি সুন্দর রুমাল সুরেশ্বর বাবু আমায় উপহার দিয়েছেন! [সুমিত্রা রুমালগুলি প্রমদাচরণের হাতে দিল]

সুরমা। আর ও রুমালের সুতো কেটেছেন কে জান বাবা? ওঁর বোন—

প্রমদা। (আশ্চর্য্য হইয়া) সে কি! এ যে বিলিতী সুতোর মত—

সুমিত্রা। সত্যিই। মামাবাবু জাপানী বলে ভুল করেছিলেন—

প্রমদা। ভুল হওয়াই স্বাভাবিক! আজকের দিনে এর চেয়ে বড় উপহার আর কিছু হতে পারে না সুমিত্রা! এর মধ্যে অকৃত্রিম আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে! [রুমালগুলি সুমিত্রার হাতে ফিরাইয়া দিয়া সুমিত্রাকে ঈষৎ চাপা সুরে বলিলেন] তোমার জিনিষ ও ঘরে আমার টেবিলের ওপর রেখে এসেছি মা!

[প্রমদাচরণের কথা শুনা মাত্র সুমিত্রা চলিয়া যাইতেছিল তাহা দেখিয়া জয়ন্তী বলিলেন]

জয়ন্তী। আবার কোথায় চল্‌লে সুমিত্রা?

সুমিত্রা। তুমি যে জামা কাপড়টা বদ্‌লে আসতে বল্লে মা ?

জয়ন্তী। ও! যাও—

সুমিত্রা। আপনারা ততক্ষণ বিমলার নাচ দেখুন সুরেশ্বর বাবু, আমি এখুনি আস্‌ছি—(প্রস্থানোদ্যত)

বিমান। সুমিত্রা!

সুমিত্রা। (ফিরিয়া) আবার পেছনে ডাকলেন! নাঃ! জামা কাপড়টা আর বদলান হয় না দেখ্‌ছি—

বিমান। তোমার জন্মদিন উপলক্ষে আমার উপহারটা নিয়ে যাবে না ?

সুমিত্রা। ও! নিশ্চয়ই নেব! দিন্ কি এনেছেন—

[সুমিত্রা বিমানের দিকে হাত বাড়াইল]

বিমান। টি-পয়ের ওপর রয়েছে খুলে দেখ—

[সুমিত্রা টি-পয়ের উপর হইতে বাক্সটি লইয়া খুলিল এবং তাহার মধ্য হইতে একটী এসেন্সের শিশি বাহির করিয়া শুঁকিল।]

সুমিত্রা। চমৎকার গন্ধ ত! আচ্ছা থাক্ আমি আস্‌ছি—(এসেন্সের শিশিটি যথাস্থানে রাখিয়া প্রস্থান)

সজনী। দাও দাও, আমরা দেখি, (সুরমা সজনীর হাতে এসেন্সের শিশি দিল—শিশিগুলি দেখিয়া) তাই ত বলি, এ কি করে হোল! এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এত দেশী জিনিষ হতে পারে না! এ যে দেখ্‌ছি সমুদ্রপারের জিনিষ! খাস মেড্ ইন্ ইংলণ্ড! আর দামটাও ত বড় কম নয় – পয়ষট্টি টাকা পনের আনা!

জয়ন্তী। উনি যখন যা দেন, দামী জিনিষই দেন। (বিমানের প্রতি) কিন্তু এতটা হাত-খোলা হওয়া ভাল নয় বিমান!

[সুরমা বাক্স হইতে এসেন্সের শিশি বাহির করিয়া সুরেশ্বরের দেওয়া রুমালে তাহা ছিটাইয়া দিল।]

সজনী। সুরেশ্বরের দেওয়া রুমালে সেণ্ট্ ঢালছিস্ নাকি সুরমা?

সুরমা। হ্যাঁ।

সজনী। দেশী রুমালে বিলিতী এসেন্স্! বলিস্ কি রে!

প্রমদা। এতে আশ্চর্য্য হচ্ছ কেন সজনী? এত একটা শুভ লক্ষণ! আমাদের ভারতবর্ষের বিশেষত্বের সঙ্গে, যেদিন বিলাতের সার-পদার্থ মিলিত হবে, সেদিন বাস্তবিকই শুভদিন হবে।

জয়ন্তী। কিন্তু সে শুভদিনের এখনও অনেক দেরী আছে।

প্রমদা। তা ত থাকবেই। তুমি আমি যদি গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ভাসিয়ে চলি—

জয়ন্তী। গড্ডলিকা স্রোতে গা ভাসিয়ে চলেছে তারা, যারা হুজুগে মেতে উঠেছে!

সুরমা। যাক্। ও কথা বাদ দাও মা! আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্যে বিমলা একটা নতুন নাচ compose করেছে—ও নিজে। সেটা আজ আমাদের দেখাবে বলেছে—

প্রমদা। তাই নাকি? নাচত মা তোমার নতুন নাচ্টা! আজ যা

হচ্ছে—সবই পুরোনো, সবই বাসি। দেখি, তোমার মধ্যে যদি কিছু নতুনত্বের আভাস পাই—

[বিমলা নাচিতে আরম্ভ করিল। সকলে মুগ্ধ হইয়া সে নাচ দেখিতে লাগিল। নাচ তখনও শেষ হয় নাই এমন সময় সুমিত্রা খদ্দরের জামা কাপড় পরিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। জয়ন্তী তাহা দেখিয়া চোখ কপালে তুলিলেন! সুরমা ও বিমলা বিস্মিত হইল! প্রমদাচরণ একটু হাসিলেন মাত্র।]

জয়ন্তী। একি! এই কি তোমার মভ্ ক্রেপের সাড়ী?

সুমিত্রা। না এটা দেশী সাড়ী।

জয়ন্তী। দেশী না খদ্দর?

সুমিত্রা। খদ্দর!

সজনী। বলি, এও কি তোমার তাঁতে বোনা নাকি হে সুরেশ্বর?

সুমিত্রা। না না। এ ওঁর তাঁতে বোনা হবে কেন? এ বাবা আজ আমাকে উপহার দিয়েছেন।

জয়ন্তী। তিনি তোমাকে উপহার দিয়েছেন? কখন তিনি আনলেন? আর কখনই বা তোমাকে উপহার দিলেন, শুনি?

প্রমদা। সত্যিই ও কাপড় আমিই ওকে উপহার দিয়েছি।

জয়ন্তী। ও!

সজনী। তোমার তিল যে ক্রমশঃ তাল হয়ে দাঁড়াল হে সুরেশ্বর!

সুরেশ্বর। তাহলে পরমাশ্চর্য্য বল্‌তে হবে!

সজনী। একটি দেশালাইয়ের কাঠি জ্বালিয়েছ, তা থেকে যে ক্রমশঃ লঙ্কা কাণ্ড হয়ে দাঁড়াচ্ছে!

সুরেশ্বর। শুধু দেশলাইয়ের কাঠি থেকে ত লঙ্কাকাণ্ড হয় না! কাঠিটি এমন জায়গায় পড়া চাই, যে যেখানে জ্বলে ওঠবার উপযোগী মশ্‌লা আছে।

জয়ন্তী। আমার কথাটাকে এর চেয়ে ভাল করে অমান্য করবার আর কোনও উপায় বুঝি খুঁজে পেলে না সুমিত্রা?

সুমিত্রা। তা যদি বল মা, তাহলে এখুনি তোমার আদেশ পালন করে আস্‌ছি—

[প্রস্থানোদ্যত। প্রমদাচরণ কোচ হইতে উঠিয়া সুমিত্রার হাত ধরিয়া বলিলেন]

প্রমদা। না মা, না। ও কাপড় তোমাকে ছেড়ে আসতে হবে না। আজকে তোমার শুভজন্মদিনে ও আমার আশীর্ব্বাদ! তোমার মধ্যে নবজীবনের সূচনার যে ইঙ্গিত আমি পেয়েছি মা—এ তারই দক্ষিণা!

তৃতীয় দৃশ্য

প্রমদাচরণের বাটী। সুমিত্রার কক্ষ। সামান্য আসবাব দ্বারা কক্ষটি সাজানো।

[সুরেশ্বরকে সঙ্গে লইয়া সুরমা প্রবেশ করিল]

সুরমা। আসুন, এই ঘরে বসুন। সুমিত্রা এখুনি আস্‌ছে। আমি মনে করেছিলুম, আপনি হয়ত আর আমাদের বাড়ীতে আসবেন না।

সুরেশ্বর। কেন? আসব না কেন?

সুরমা। আমরা আশঙ্কা করেছিলুম, সেদিন মামাবাবুর কথায় হয়ত আপনি বিরক্ত হয়েছেন। তাই—

সুরেশ্বর। না না। সজনী বাবুর কথায় আমি একটুও বিরক্ত হয়নি।

সুরমা। আপনি মাথা ঠাণ্ডা মানুষ; আপনার পক্ষে বিরক্ত হলেও তা ঢেকে নিয়ে বলাই স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যি বল্‌ছি আপনাকে; মামাবাবু একটু মুখরা হলেও ওঁর মনটা কিন্তু খুব সাদা!

সুরেশ্বর। তা সেদিন তাঁর সঙ্গে আলাপ করেই বুঝতে পেরেছি। আপনি বিশ্বাস করিবেন কিনা জানি না, আমি কিন্তু সজনীবাবুর ওপর সেদিন একটুও বিরক্ত হইনি। বরং তাঁর সরল কথাবার্ত্তা অন্তরের সঙ্গে উপভোগ করেছি।

সুরমা। আপনারা বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের সন্ন্যাসীর দল। আপনাদের দেখ্‌লে যেমন পুণ্য হয়, তেমনি কেউ আপনাদের আঘাত করলেও দুঃখ হয়। সেদিন আপনি সুমিত্রাকে যে উপহার দিয়েছিলেন, তাতে অনেকে বিরুদ্ধ মত পোষন করলেও— সুমিত্রা আর আমি কিন্তু খুব খুশী হয়েছি।

সুরেশ্বর। আমাদের মত দীন দরিদ্র লোকদের পক্ষে কিছু হাত তুলে দেওয়াও যেমন মুস্কিল, তেমনি নেমতন্ন করলে তা উপেক্ষা করাও মুস্কিল! আমাদের দেশের গরীবেরা ত্রিশঙ্কুর অবস্থা প্রাপ্ত! কাজেই অবস্থার জন্যে অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া যেমন অন্যায়, তেমনি অদৃষ্টের পরিহাসকে উপেক্ষা করতে না পারাও অন্যায়, আমাদের সব কিছু সয়ে থাকা ছাড়া আর উপায় নেই!

সুরমা। আপনাদের এই সহনশক্তিই ত সাধনার মূল-মন্ত্র! তাইত আপনারা সবরকম অবস্থাতেই নিজেকে মানিয়ে চল্‌তে পারেন। যাক্ আপনি বসুন, আমি এখুনি সুমিত্রাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[সুরমা চলিয়া গেল ও কিছুক্ষণের মধ্যে সুমিত্রা প্রবেশ করিল]

সুমিত্রা। এই যে! আপনি!

[হাত তুলিয়া নমস্কার করিল]

কতক্ষণ এলেন?

সুরেশ্বর। [সহাস্যে] একটু আগে। এই দুপুর বেলায় অসময়ে এসে বিরক্ত করলাম না ত?

সুমিত্রা। না না, বিরক্ত কিসের?

সুরেশ্বর। কিন্তু মনে রাখবেন। আজ আর আমি অভ্যাগত নই, আজ আমি পুরোদস্তুর ব্যবসাদার, বিক্রি করতে এসেছি।

সুমিত্রা। তাই নাকি? দেখি, কি বিক্রি করতে এসেছেন।

[টি-পয়ের উপর একটি খবরের কাগজ মোড়া বৃহৎ প্যাকেট দেখিয়া সুমিত্রা বলিল]

এই বুঝি? খুলে দেখব?

সুরেশ্বর। দেখবেন, সেই আশাতেই ত এনেছি।

[সুমিত্রা প্যাকেটটা খুলিয়া সাড়ীগুলি দেখিল ও সবিস্ময়ে বলিল]

সুমিত্রা। বাঃ! চমৎকার শাড়ীত! একি আপনার তাঁতে বোনা?

সুরেশ্বর। হাঁ। আমাদেরই তাঁতে বোনা।

সুমিত্রা। (সহসা কাপড়ের এক কোনে দাম লেখা দেখিয়া) এই কি দাম ?

সুরেশ্বর। হ্যাঁ।

সুমিত্রা। একখানা কাপড়ের, না জোড়ার ?

সুরেশ্বর। জোড়ার।

সুমিত্রা। জোড়ার ? খুব সস্তা ত ! একখানা কাপড়ের এই দাম হলেও আমি সস্তা মনে করতাম। কিন্তু এত সস্তা হলেও আমার নেওয়ার পক্ষে অসুবিধে আছে।

সুরেশ্বর। তাহলে বিনামূল্যে নিলে যদি অসুবিধে না হয়, তাই নিন্।

সুমিত্রা। তাতে আপনার লাভ কি হবে ?

সুরেশ্বর। লাভ কি সংসারে একই রকম আছে ? টাকা আনা পয়সার লাভটা লাভ বটে, কিন্তু সেইটেই বোধহয় সবচেয়ে মোটামুটি লাভ নয়।—মনে রাখবেন, মানুষের হিসেবের খাতা শুধু কাগজে দিয়েই তৈরী হয় না।

সুমিত্রা। কিন্তু সেরকম হিসেবের খাতা ত আমারও থাকতে পারে ?

সুরেশ্বর। তা যদি থাকে তা হলে ত কোন গোলই নেই ! অনুগ্রহ করে কাপড় জোড়া গ্রহণ করে, দয়ার হিসাবে না হয় কিছু খরচই লিখে দিন।

সুমিত্রা। (হাসিয়া) কথায় আপনার সঙ্গে ত পারবার যো নেই !

সুরেশ্বর। তা যদি না থাকে, তাহলে কাপড় জোড়া রেখে যাই ?

সুমিত্রা। না।

সুরেশ্বর। কেন ? আত্মমর্য্যাদায় বাধবে !

সুমিত্রা। বাধতে পারে। বাধা কি অন্যায় ?

স্বরেশ্বর। না। অন্যায় নয়, যদি না আত্মমর্য্যাদার চেয়েও বড় জিনিষ কিছু মনের মধ্যে প্রবল থাকে। দেখ্‌ছি, আপনাকে ভারি বিব্রত করে তুলেছি। কিন্তু দেশ কি রকম বিব্রত সেটা মনে করে আশা করি, আমার আজকের এ উৎপীড়নটুকু ক্ষমা করবেন।

স্বমিত্রা। ক্ষমা আপনিই আমাকে করবেন স্বরেশ্বর বাবু, কারণ আপনার এই সামান্য অনুরোধটুকু রাখতে পারলাম না। কিন্তু কেন পারলাম না, তা শুন্‌বেন কি?

স্বরেশ্বর। যদি আপত্তি না থাকে ত বলুন—

স্বমিত্রা। আপনার এ কাপড়খানা কিন্‌তে হলে দামটা আমাকেই দিতে হয়, কারণ মার কাছে চাইলে মা বিরক্ত হবেন, আর বাবার কাছে চাইলে বাবা বিপন্ন হবেন, এ তো আপনি জানেন? আমার ত আর নিজের আলাদা পয়সা নেই—

স্বরেশ্বর। চেষ্টা কর্‌লে আপনি নিজের পয়সায় দাম দিতে পারেন—

স্বমিত্রা। আমি নিজের পয়সায় দাম দিতে পারি? কি করে?

স্বরেশ্বর। নিজে উপার্জ্জন করে। আমরা চরকা বিক্রী করি, ভাড়া দিই, এমন কি ধার দিই, দান করি। আপনি একটা চরকা নিয়ে স্থতো কেটে অনায়াসে তাই থেকে কাপড়ের দামটা শোধ করতে পারেন। আমার বোন মাধবী বোধহয় পনের দিন চরকা কেটে এরকম একজোড়া কাপড়ের দাম তুলে দিতে পারে।

স্বমিত্রা। আপনার বোন হয় ত পারেন, কিন্তু আমি পারিনে।

সুরেশ্বর। তা যেন পারেন না, কিন্তু আপনার আলাদা পয়সা থাকলে আপনি কি করতেন ? কিন্‌তেন ?

সুমিত্রা। তা জেনে আপনার কি হবে ?

সুরেশ্বর। আর কিছু হোক আর না হোক—একটা কৌতূহল নিবৃত্ত হবে।

সুমিত্রা। আমাকে আপনাদের দলে টান্‌তে পেরেছেন কিনা এই কৌতুহল ত ? আচ্ছা সুরেশ্বর বাবু, আমাকে দলে টান্‌তে পারলেই কি আপনাদের স্বরাজলাভ হবে ?

সুরেশ্বর। সবটা হবে না, তা ঠিক। কিন্তু আপনি যতটুকু আট্‌কে রেখেছেন ততটুকু হবে।

সুমিত্রা। তা হলে ততটুকু বাদ দিয়েই আপনি চেষ্টা করুন। স্বদেশী প্রচার করাই যদি আপনার ব্রত হয়, তাহলে এ বাড়ীর আশা আপনার ত্যাগ করাই ভাল। এ বাড়ীতে আপনি কিছু করতে পারবেন না।

সুরেশ্বর। আশায় আশায় আমরা এগিয়ে চলেছি। বাইরের আকার যদি সব সময়েই ভেতরের অবস্থার পরিচয় হোতো—তাহলে বারুদের ভেতর থেকে কখন ও অগ্নিবর্ষণ হোত না। স্বদেশী-প্রচার যদি আমার ব্রত হয়, তাহলে জানবেন, আপনাদের বাড়ীতে আমার সে ব্রত ভঙ্গ হবে না। একদিন তা উদ্‌যাপন হবেই। আচ্ছা, আজ তা হলে আসি—

[সুরেশ্বর কাপড়ের প্যাকেটটী পুনরায় হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সহসা জয়ন্তী ঝড়ের ন্যায় সুরেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হাতে একখানি খাম।]

জয়ন্তী। স্বদেশী প্রচার যে তোমার ব্রত নয়, তা আমরা জানতে পেরেছি সুরেশ্বর। কিন্তু আমাদের পেছনে তুমি কেন এমন করে লেগেছ বল ত?

সুরেশ্বর। আমি ত এসব কথার মানে কিছুই বুঝতে পারছিনে।

জয়ন্তী। আচ্ছা, মানে তোমাকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি; কিন্তু এইটেই কি তোমার উচিত হচ্ছে? এই সময় নেই, অসময় নেই, যখন তখন এসে আমার মেয়েকে এমন করে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা কেন কর বল ত? সে ত আর ছেলেমানুষ নয়—আজ বাদে কাল তার বিয়ে হবে—

সুরেশ্বর। যখন তখন ত কোনদিনই আসি না। বেশীর ভাগ সময়ে আপনারা যখন দয়া করে ডেকেছেন তখন এসেছি; কিন্তু তা ছাড়াও আপনার যে অভিযোগ তার কোন উত্তর আমি দিতে চাই না।

জয়ন্তী। আচ্ছা, তা না চাও নাই চাইলে, কিন্তু এরও কি কোন উত্তর দেওয়া দরকার মনে কর না? এই নাও, এটা পড়ে দেখ—

[জয়ন্তী সুরেশ্বরের হাতে একখানি খাম দিলেন। সুরেশ্বর খাম হইতে পত্র বাহির করিয়া পড়িল এবং পড়ার পর যথারীতি পত্রটী ভাঁজ করিয়া খামের মধ্যে পুরিয়া জয়ন্তীর হাতে ফেরৎ দিল।]

সুরেশ্বর। আপনি তাহলে এসব বিশ্বাসই করেছেন?

জয়ন্তী। হাঁ। করেছি।

সুরেশ্বর। (সুমিত্রার প্রতি) আপনিও কি একথা বিশ্বাস করেন?

সুমিত্রা। আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না। কি কথা বলুন ত?

সুরেশ্বর। এই চিঠির কথা, অর্থাৎ, আমি একজন গোয়েন্দা 'স্পাই'; আমার এই খদ্দরের পোষাক ছদ্মবেশ। আর আমার স্বদেশ-প্রেম লোককে ফাঁদে ফেলবার জন্যে কপট অভিনয়?

সুমিত্রা। না। আমি এর এক বর্ণও বিশ্বাস করিনে। আর আপনি গোয়েন্দা হয়ে কপট অভিনয় করলেও—আমার প্রাণে যেটুকু স্বদেশভক্তি জাগিয়েছেন—তা খাঁটি জিনিষ। তার জন্যে আপনাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয়ন্তী। (ক্রুদ্ধ হইয়া) মিছিমিছি বাচালতা কর না সুমিত্রা!

সুমিত্রা। আপনি আমাকে একদিন অপমান থেকে রক্ষা করেছিলেন সুরেশ্বর বাবু, সে কথা আমি একটুও ভুলিনি। কিন্তু তার চেয়েও বেশী অপমানের হাত থেকে আজ আপনাকে আমি রক্ষা করতে পারলাম না—ক্ষমা করবেন। এর'পর এ বাড়ীতে যে আর আপনি আসবেন না, তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু দয়া করে একটা ভাল চরকা আমায় পাঠিয়ে দেবেন। আমি আপনার উপদেশ মত কাপড়ের দাম শোধ করব। কাপড়টা আমাকে দিয়ে যান্—

[সুরেশ্বরের হাত হইতে কাপড়ের প্যাকেটটী সুমিত্রা টানিয়া লইল]

সুরেশ্বর। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন সুমিত্রা! তুমি যেমন করে আজ আমার মান রাখ্‌লে, এর বেশী আর কি করে রাখা যায় তা জানিনে। সেদিন তোমার খদ্দর-পরা অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখে যে আশা জেগেছিল, তা যে এত শীঘ্র এমন করে সফল হবে তা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ভুলো না সুমিত্রা, আমাদের

দেশের আজ বড় দুরবস্থা! তুমি শুধু তোমার জননীরই কন্যা নও, তুমি দেশমাতারও কন্যা। (জয়ন্তীর প্রতি) দেখুন, সত্যই আমি গোয়েন্দা নই। কিন্তু গোয়েন্দার চেয়েও আমি ভীষণ প্রাণী—আমি একজন দীন দরিদ্র দেশ-সেবক! আপনি আমার ওপর বিরক্ত হয়েছেন, তা জানি। কিন্তু তবুও দয়া করে আপনি আমার একটা প্রণাম নিন্, কারণ আপনি সুমিত্রার মা!

[সুরেশ্বর জয়ন্তীকে প্রণাম করিয়া ঝড়ের ন্যায় কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল]

জয়ন্তী। যাক্—ভালোই হোল। কিন্তু এ নিয়ে ব্যাপারটাকে আর বাড়িয়ে তুলো না সুমিত্রা! সুরেশ্বরকে নিয়ে ক্রমশঃ একটু অসুবিধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল—তা ও যখন সহজেই গেল—

সুমিত্রা। একে কি সহজে যাওয়া বলে মা? এর চেয়ে দারোয়ান দিয়ে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিলেই কি বেশী হোত?

জয়ন্তী। নিজের মান, নিজের কাছে—

সুমিত্রা। কিন্তু নিজের প্রাণ বিপন্ন করে, যিনি তোমার মেয়ের মান রেখেছিলেন—

জয়ন্তী। কবে কোন্ যুগে কি করেছিল না-করেছিল বলে চিরদিনই সে হাতে মাথা কাটবে নাকি? তুমি জানো, সুরেশ্বরের সঙ্গে তোমার এই মেলামেশার জন্যে বিমান এ বাড়িতে আসা কমিয়ে দিয়েছে?

সুমিত্রা। ও! তাই বুঝি তোমরা সুরেশ্বর বাবুর এ বাড়ীতে আসা বন্ধ করবার জন্যে এই সব মিথ্যা অপবাদের ষড়যন্ত্র করেছ?

জয়ন্তী। এ বিষয়ে বিমানকে তুমি কোনো কথা বোলো না! এ চিঠির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই!

সুমিত্রা। কেমন করে তুমি জান্‌লে যে তাঁর সম্পর্ক নেই?

জয়ন্তী। এ কোন্ এক হরেন্দ্রনাথ সেন লিখেছে—একেবারে অন্য হাতের লেখা। চিঠিখানা নিয়ে তুমি নিজেই দেখ না—

[জয়ন্তী পত্রখানি সুমিত্রার দিকে বাড়াইয়া ধরিলেন, সুমিত্রা তাহা হাত দিয়া সরাইয়া দিল।]

সুমিত্রা। চিঠি আমি দেখতে চাইনে, কিন্তু এ চিঠি যে বিমানবাবু লেখান নি; তা তুমি কি করে জান্‌লে?

জয়ন্তী। যে রকম করেই হোক আমি তা জানি।

সুমিত্রা। তাহলে কে এই চিঠি লিখেছে—তাও বোধহয় তুমি জান?

জয়ন্তী। (সুমিত্রার হাত দু'টী চাপিয়া ধরিয়া) লক্ষ্মীটি সুমিত্রা, এ কথা নিয়ে আর মিছিমিছি গোল করিস নে! আমি তোর মা, আমার কথা বিশ্বাস কর্—যা হয়েছে, ভালই হয়েছে—তুই ছেলে-মানুষ, তাই সব কথা বুঝতে পারছিস্ নে—

সুমিত্রা। (অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে) সত্যিই বুঝতে পারছিনে—

[সুমিত্রা কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া গেল। জয়ন্তী একাকী কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিরক্তিতে তাঁহার চোখমুখ ভরিয়া উঠিল। প্রমদাচরণ গীতা হস্তে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন।]

প্রমদা। সুমিত্রা, অমন করে চলে গেল যে?

জয়ন্তী। কেন গেল, তা কি করে জানব?

প্রমদা। কিন্তু শুধু শুধু ত আর কেউ কাঁদে না। একটা কিছু কারণ থাকা চাই ত?

জয়ন্তী। প্রথম দিনই আমি তোমাদের বলেছিলাম, একটা নন্‌কো-অপারেটরকে অত করে মাথায় তুলো না! তখন আমার কথা শুনলে না! এখন মেয়েটিকে সাম্‌লানো দায়!

প্রমদা। কেন? কি হোল আবার?

জয়ন্তী। কি হোল? ঐ দেখ—

[টি-পয়ের উপর খদ্দরের যে শাড়ীগুলি ছিল তাহা দেখাইয়া]

প্রমদা। ও! খদ্দর! তা কি হয়েছে?

জয়ন্তী। কি হয়েছে মানে? সেদিন তুমি সখ করে মেয়েকে খদ্দর পরিয়েছিলে; তাই দেখে সুরেশ্বর এগুলো গছিয়ে দিয়ে গেলো!

প্রমদা। ও! তা তোমার যদি অপছন্দ হয়, তাহলে না হয় ফেরৎ দিলেই হবে। এর জন্যে সুমিত্রাকে বকাবকি করতে গেলে কেন?

জয়ন্তী। ও গুলো নেওয়া না নেওয়ার জন্যে সুমিত্রা কি আমার মতামতের অপেক্ষা করেছে নাকি? আমারই সাম্‌নে সুরেশ্বরের হাত থেকে কাপড়গুলো কেড়ে নিলে। শুধু তাই নয়, চরকা কাটার জন্যে সুরেশ্বরের কাছে চরকা চাইলে—

প্রমদা। তাতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল, তা ত বুঝলাম না!

জয়ন্তী। তবে এই বাড়ীতে বসেই সুমিত্রা চরকা কাটবে? খদ্দর পরবে? তুমি না সরকারের পেন্‌সন্ খাও?

প্রমদা। পেন্‌সন্ খাই সত্যি। কিন্তু সেটা ত্রিশ বৎসরের হাড়ভাঙা

খাটুনীর বিনিময়ে—অমনি নয়। আজ এ সংসারে স্থমিত্রা যা করবে, তা আমাদের কাছে নূতন হলেও—সত্যসত্যিই তা চিরন্তন! একদিন হাকিম প্রমদাচরণের কলমের খোঁচায় যেসব খদ্দরওয়ালারা শাস্তি ভোগ করেছিল, হয়ত তাদেরই সম্মিলিত দীর্ঘশ্বাসের ফলে স্থমিত্রার এই পরিবর্ত্তন! তাই আত্মজার মধ্য দিয়ে আমার আত্মা তার পূর্ব্ব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্থরু করেছে! বুঝেছ জয়ন্তী, এ হচ্ছে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত!—প্রায়শ্চিত্ত!

চতুর্থ দৃশ্য

[স্থরেশ্বরের বাটী। একটী ঘরের মধ্যে মাধবী চরকায় সূতা কাটিতেছিল এবং গান গাহিতেছিল। গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সহসা পিছন হইতে স্থরেশ্বর আসিয়া মাধবীর বেণী ধরিয়া সজোরে নাড়া দিল।]

চরকার তালে সোনার দেশের স্বপন বুনিয়া যাই—
সেই স্বপনের ছোঁয়া লেগে চোখে এক হোক্ ভাই ভাই!
বাংলার বুকে জড়ানো রয়েছে—আত্মার পরিচয়;
সেই পরিচয়ে দূর হোক্ আজ রক্তের অপচয়।
হারানো দিনের মিলন সূত্র চরকার স্থরে পাই—
এক হোক, এক হোক, এক্ হোক ভাই ভাই।
এই চরকার মর্ম্ম-বাণীতে হোক নবজাগরণ
মিলিত কণ্ঠে উঠুক ধ্বনিয়া বন্দেমাতরম্!

মাধবী। (চম্‌কাইয়া) ওমা ! বুঝেছি, এ নিশ্চয়ই দাদা—

সুরেশ্বর। তাই ত ! দাদা বুঝতে পারলে এমন করে চম্‌কে উঠ্‌তিস্ কিনা ?

মাধবী। দাদা বুঝতে পারলেও লোকে চম্‌কে ওঠে! বোঝা আর চম্‌কানোর মধ্যে বিবেচনার সময় থাকে না। তা তোমায় যে এত খুসী দেখছি দাদা ? অপমানকে নীরবে সহ্য করে কার্য্যোদ্ধারই কি সব ? দেবতাকে দানব বল্লে যে পাপ হয়, তোমাকে 'স্পাই' বল্লেও সেই পাপ হয়। তোমার এ অপমানের কথা শুনে সত্যিই খুব দুঃখু পেয়েছি দাদা! কিন্তু এ দুঃখু কবে যাবে জান ?

সুরেশ্বর। কবে ?

মাধবী। (ক্রুদ্ধ হইয়া) যেদিন তুমি সুমিত্রাকে এ বাড়ীতে নিয়ে আস্‌বে, সেইদিন।

সুরেশ্বর। আমি সুমিত্রাকে এ বাড়ীতে নিয়ে আসব ? কিন্তু কেমন করে আনব মাধবী ?

মাধবী। (অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া) কেন ? বিয়ে করে—

সুরেশ্বর। (হাসিয়া) বিয়ে করে ! তোর মত আর একটী পাগলও যদি ভূ-ভারতে থাকে মাধবী ! বিয়ে করার যে প্রথা আজকাল চলিত আছে, সে প্রথায় ত সুমিত্রার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া সম্ভব নয় ! তবে যদি আগেকার রাক্ষুসে প্রথায় গভীর রাত্রে প্রমদাবাবুর বাড়ী গিয়ে বেশ মল্ল-যুদ্ধ করে সুমিত্রা-হরণ করি, ত সে আলাদা কথা। কিন্তু তা ত হবে না। জানিস্ ত আমাদের মন্ত্র হচ্ছে—অনুৎপীড়ক অসহযোগ।

মাধবী। তা হোক্, সময় বিশেষে নীতিরও পরিবর্ত্তন দরকার দাদা!

সুরেশ্বর। নীতি-পরিবর্ত্তনের ত বিশেষ দরকার দেখছিনে মাধবী। এখন দরকার কি তা জানিস্? এখন দরকার সুমিত্রাকে একটা চরকা পাঠিয়ে দেওয়া।

মাধবী। সুমিত্রাকে এখন আবার চরকা পাঠানর কি দরকার পড়্‌ল দাদা?

সুরেশ্বর। সুমিত্রা চরকা কেটে কাপড়ের দাম শোধ করবে বলেছে।

মাধবী। তার জন্যে চরকা কি আমাদেরই পাঠাতে হবে?

সুরেশ্বর। তা হবে বৈ কি! তারা হাকিম মানুষ, চরকা পাবে কোথায়?

মাধবী। তা চরকার ত অভাব নেই—দাও না একটা পাঠিয়ে?

সুরেশ্বর। ঐ পাঠানই ত শক্ত ভাই! নইলে চরকার জন্যে ত আর ভাবছি নে।

মাধবী। কানাইকে দিয়ে চিঠি লিখে একটা পাঠিয়ে দাও না?

সুরেশ্বর। তাহলেই হয়েছে! গিন্নির চোখে যদি পড়ে ত' কানাই যাবে পুলিশে, আর চরকা যাবে উনুনে! গিন্নিকে টপ্‌কে একেবারে সুমিত্রার হাতে পৌঁছে দিতে হবে। একবার সুমিত্রার হাতে পৌঁছুলে তখন নিশ্চিন্ত। সুমিত্রাকে গিন্নি সহজে পেরে উঠ্‌বেন না! সে গিন্নির চেয়েও শক্ত!

মাধবী। তা হলে আর একটা কাজ করলে ত হয় দাদা?

সুরেশ্বর। কি?

মাধবী। তুমি যদি অনুমতি দাও, আমি নিজে গিয়ে চরকা দিয়ে আসতে পারি। আমি যেন চরকা বিক্রী করে বেড়াই সেই

পরিচয়ে গিয়ে সুমিত্রাকে একটা চরকা দিয়ে আসব। তারা বড়লোক, দাম যদি দেয়, নেবো। আর দাম যদি দিতে না পারে, তখন অগত্যা তোমার পরিচয় দিয়ে বিনামূল্যেই না হয় সুমিত্রাকে চরকাটা দিয়ে আস্‌ব—

সুরেশ্বর। বলিস্ কি রে, মাধবী ? তুই নিজে সেই অপরিচিত বাড়ীতে গিয়ে চরকা দিয়ে আসতে পারবি ?

মাধবী। কেন পারব না দাদা ? তোমাদের স্বরাজ-লাভের চেষ্টায় এটুকু আর পারব না ?

সুরেশ্বর। কিন্তু আমার বোন বলে শেষে যদি তোকেও অপমান করে ? তোকেও যদি স্পাই বলে ?

মাধবী। সুমিত্রার মার কাছে তোমার বোন বলে পরিচয় দেবো কেন ? একখানা ভাড়া গাড়ীতে দু'তিনটে চরকা নিয়ে কানাইয়ের সঙ্গে সুমিত্রাদের বাড়ী যাব। প্রথমে এমনি গিয়ে সুমিত্রার সঙ্গে দেখা করব, তারপর চরকার কথা বলে তাকে রাজী করিয়ে একটা চরকা গাড়ী থেকে আনিয়ে নেবো।

সুরেশ্বর। যেমন অবলীলাক্রমে বলে গেলি, ব্যাপারটা ঠিক তেমন সহজ নয়—

মাধবী। কিন্তু খুব শক্ত বলেও ত আমার মনে হচ্ছে না দাদা ! একজন ভদ্রলোকের বাড়ী গিয়ে একটী মেয়েকে একটী চরকা দিয়ে আসা, এই ত কাজ—তুমি কানাইকে বল একখানা গাড়ী ডাকৃতে। আমি মাকে বলে আসি—

সুরেশ্বর। সে কি রে ! তুই কি এখুনি যাবি ?

মাধবী। হ্যাঁ। শুভ কাজ, একি আর ফেলে রাখা যায়? তাছাড়া এটুকু করতে পারলেও তোমার অপমানের খানিকটা শোধ নিতে পারা যাবে! তুমি কানাইকে গাড়ী ডাক্‌তে বল—শীগ্‌গীর—শীগ্‌গীর্—আমি আর একটুও দেরী করতে পারব না। [দ্রুত প্রস্থান]

সুরেশ্বর। কানাই! কানাই—

(কানাই-এর প্রবেশ)

একটা গাড়ী ডেকে নিয়ে আয় ত।

[কানাই-এর প্রস্থান]

(তারাসুন্দরীর প্রবেশ)

তারা। তুই ওকে না যেতে দিলেই ভাল করতিস্ বাবা!

সুরেশ্বর। ও কি আমার মতামতের অপেক্ষা করলে মা, না অমত করবার সুযোগ দিলে!

তারা। আমার কাছে গিয়ে ত হাতেপায়ে ধরাধরি! বলে, তুমি এ কাজে অমত কর না মা! তোমার দু'টী পায়ে পড়ি—কি আর করব, বাধ্য হয়েই বলতে হোল, যাও—

সুরেশ্বর। তা বেশ করেছ মা! ও ঠিক কার্য্যোদ্ধার করে আসবে।

তারা। তা ত আসবে। কিন্তু ভয় ত সেজন্যে নয় বাবা! ভয় হচ্ছে—ও না সেখানে গিয়ে যা তা কথা বলে আসে—

[এমন সময় মাধবী ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একটী চরকা।]

সুরেশ্বর। ফেরীওয়ালীর হাতে একটা চরকা! এতো ঠিক হোল না বোন্! ফেরীওয়ালীর হাতে মাত্র একটা জিনিষ্ দেখ্‌লে, লোকে

মনে করবে, চোরাই মাল ! ফেরীই যখন করতে যাচ্ছিস্—তখন দস্তুরমত ফেরীওয়ালী সাজ—

মাধবী। সে আর তোমায় শিখিয়ে দিতে হবে না। ওঘরে আরো দু'-তিনটে চরকা রেখে এসেছি।

[কানাই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল]

কানাই। গাড়ী এনেছি—

মাধবী। আমিও প্রস্তুত। তুই এক কাজ কর কানাই—ও-ঘরে দুটো চরকা আর সাজ-সরঞ্জাম আলাদা করা আছে, গাড়ীতে তুলে দে।

[কানাই-এর প্রস্থান]

দুটো আর এই একটা, তিনটে চরকায় ফেরীওয়ালী মানাবে না দাদা ?

সুরেশ্বর। তা মানাবে। তবে ফেরীওয়ালীর মত দরদস্তুর করতে পারিস্ তবে ত ?

তারা। ও যা মেয়ে, তা খুব পারবে সুরেশ ! এখন ঝগড়াঝাঁটি করে না এলেই বাঁচি !

সুরেশ্বর। আরে ! আমার হাতের চরকাটাও নিয়ে চলেছিস্ যে ? তা' নেয় যদি, এইটেই না হয় দিয়ে আসিস্।

মাধবী। হ্যাঁ দাদা, সুমিত্রার হাতে তোমার চরকা ভালই চল্‌বে—

সুরেশ্বর। (হাসিয়া) তোমার মাথা হবে। একি বিপিন বোসের মোটারকার ? যে তুই চড়লেই অম্‌নি বোঁ-বোঁ-করে চলবে ?

[কানাই-এর প্রবেশ]

যা কানাই, তুইও দিদিমণির সঙ্গে যা—

মাধবী। না থাক, একটু দাঁড়িয়ে যাই—

সুরেশ্বর। কেন রে ?

মাধবী। যা ছাই-পাঁস নাম করলে ?

[মাধবী সুরেশ্বর ও তারাসুন্দরীকে প্রণাম করিল। ধীরে ধীরে কানাই ও মাধবী চলিয়া গেল। সুরেশ্বর ও তারাসুন্দরী অপলক দৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া রহিলেন।]

সুরেশ্বর। মা !

তারা। কি বাবা ?

সুরেশ্বর। মাধবীকে পাঠিয়ে হয়ত ভুলই করলাম মা !

তারা। না সুরেশ, কিছুই ভুল করনি। বরং তাকে না পাঠালেই আমাদের ভুল হোত।

সুরেশ্বর। মাধবী আমার ভায়ের অভাব মিটিয়েছে মা! তাই ত তুমি ওর বিয়ের কথা যখন বল, তখন ভাবি, ওকে পর করে দেব কেমন করে? আমাদের সংসারের মত এমন সংসারই বা বাংলা দেশে কটা আছে যে সে সংসারে গিয়ে ও মানিয়ে চল্‌বে ? তাই এক এক সময় মনে হয় মা, জীবনে যত ভুল করেছি, তার মধ্যে হয়ত প্রধান ভুল করেছি, মাধবীকে এইভাবে মানুষ ক'রে।

[ব্যস্তভাবে বিমান প্রবেশ করিল]

বিমান। বাইরে থেকে সাড়াশব্দ না দিয়েই একেবারে সরাসরি ভিতরে প্রবেশ করলাম। কিছু অন্যায় করিনি ত মা ?

তারা। সেকি বাবা! মায়ের কাছে ছেলে আসবে, এর আবার সাড়াশব্দ কি ?

সুরেশ্বর। না মা, অত সহজে ছাড়া হবে না। হাকিমকে Tresspass chargeএ ফেলতে হবে।

তারা। (হাসিয়া) কিন্তু এই অসময়ে, খবর কি বাবা ?

বিমান। সুমিত্রার হুকুম তামিল করতে এসেছি মা।

সুরেশ্বর। সেকি ! হাকিমেও হুকুম তামিল করে নাকি ?

বিমান। হাকিমে সব রকম কুকার্য্যই করে।

সুরেশ্বর। তা উপস্থিত কি কুকার্য্য করতে এসেছ, শুনি ?

বিমান। তুমি সুমিত্রাকে ক্ষেপিয়ে এসেছ, এখন তার জন্যে তোমার কাছ থেকে একটি চরকা কাঁধে করে বহন করে নিয়ে যেতে হবে।

সুরেশ্বর। কাঁধে করে রাজপথ দিয়ে ডেপুটী চরকা নিয়ে গেলে ডেপুটীগিরি টেঁকবে ?

বিমান। তুমি আর সুমিত্রা যে রকম পেছনে লেগেছ, তাতে ডেপুটীগিরি টেঁকে কিনা সন্দেহ ! তা যাক্, আমায় এখন এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়ান মা !

তারা। এই যে বাবা, আমি এখুনি এনে দিচ্ছি—

[তারাসুন্দরীর প্রস্থান।]

সুরেশ্বর। কেন ? গলা শুকিয়ে গেছে নাকি ?

বিমান। (মাথা চুলকাইয়া) বিপদে পড়্‌লে মানুষে এর চেয়েও গুরুতর কাজ করে। তোমাদের পাল্লায় যখন পড়েছি, তখন জল ছেড়ে, ঘোল না খেতে হয় ! যাক্—এখন একটা ভাল চরকা, মায় সরঞ্জাম সুমিত্রার জন্য দাও—আমি নিয়ে যাই।

চরকা জিনিষটা যে এত সুলভ, চাইলেই পাওয়া যায় তা জানতাম না।

সুরেশ্বর। তা চাওয়ার মত চাইতে জান্‌লে, অভিষ্টবস্তু আপনিই দ্বারের কাছে এসে হাজির হয়।

বিমান। অভীষ্টবস্তু দ্বারের কাছে এসে হাজির হলে ত ভালই হোত; তাহলে আর বহন করবার জন্যে আমাকে তোমার দ্বারে এসে হাজির হতে হত না।

[তারাসুন্দরী একগ্লাস জল ও একটি রেকাবিতে কিছু মিষ্টি হস্তে প্রবেশ করিলেন

একি মা! তৃষ্ণার জল চাইলাম, তার সঙ্গে আবার এসব কেন?

তারা। মা কি ছেলেকে হাতে করে শুধু জল দিতে পারে বাবা?

বিমান। কিন্তু এতগুলো ত এখন খাওয়া সম্ভব নয় মা, আপনি একটা হাতে করে তুলে দিন—

[তারাসুন্দরী বিমানবিহারীর হাতে একটী মিষ্টি তুলিয়া দিলেন ও জলের গ্লাস হাতে দিলেন। বিমান মিষ্টি খাইল ও জলপান করিল। তারাসুন্দরী মিষ্টি ও গ্লাস লইয়া চলিয়া গেলেন]

যাক্—এখন সুমিত্রার জন্য চরকা দাও, ঘাড়ে করে নিয়ে বাড়ী যাই—

সুরেশ্বর। বলেছি ত অভীষ্ট বস্তু চাইতে জান্‌লে, দ্বারের কাছে হাজির হয়।

বিমান। সেকি! তুমি সুমিত্রাকে চরকা পাঠিয়ে দিয়েছ নাকি?

সুরেশ্বর। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বন্, অর্থাৎ বহন করান। তুমি ভাগ্যবান্, তোমার বোঝা অপরে বহন করে নিয়ে গেছেন। অতএব তোমার আর কোন ভয় নেই, তোমার ডেপুটীগিরি অক্ষুণ্ণ থাকবে।

বিমান। কিন্তু কাকে দিয়ে পাঠালে?

সুরেশ্বর। কাকে দিয়ে পাঠিয়েছি তা অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু পাঠিয়েছি তা ঠিক। কিন্তু একথা শুনে তুমি এত নিরাশ হয়ে পড়্‌লে কেন? সুমিত্রাকে চরকা পাঠান কি অন্যায় হয়েছে?

বিমান। না না, অন্যায় হবে কেন? পাঠিয়েছ ভালই করেছ। কিন্তু আমি কি ভাবছিলাম জান সুরেশ্বর? তুমি বল্‌ছিলে আমার ডেপুটীগিরি অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে, কিন্তু আমি হয়ত শেষ পর্য্যন্ত ডেপুটীগিরিতে ইস্তফা দেব।

সুরেশ্বর। ইস্তফা দেবে? কেন?

বিমান। কতকটা তোমারই জন্যে—

সুরেশ্বর। আমার জন্যে?

বিমান। হাঁ। তুমি সুমিত্রাকে যে রকম তালিম দিতে লেগেছ—তাতে আমার আর চাকরী রাখা চল্‌বে না—

সুরেশ্বর। কেন?

বিমান। তবে শোন। কথাটা খুলেই বলি, প্রায় এক বৎসর থেকে ঠিক হয়ে আছে যে সুমিত্রার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। কাল স্থির হয়েছে, ফাল্গুন মাসের কোনো শুভদিনে আমরা মিলিত হবো। কিন্তু মতের মিল না হলে মনের মিল কি করে হবে বল? তোমার প্রভাব সুমিত্রার মনের মধ্যে এমন প্রবলভাবে বসে গিয়েছে যে তাকে নড়াবার সাধ্য আমার নেই। আর সত্যি কথা বল্‌তে কি—ইচ্ছেও নেই। তাই, মনে করেছি, আমার মতটা তোমাদের মতের সঙ্গেই মিলিয়ে নেব।

সুরেশ্বর। কিন্তু এতদিন একথা আমায় জানাওনি কেন? জানালে বোধহয় ভাল করতে।

বিমান। জানালে কি ভাল হোত সুরেশ্বর ?

সুরেশ্বর। অন্ততঃ তোমাদের দু'জনের মধ্যে আমার আচরণটা একটু ভিন্ন রকমের হোত—

বিমান। কিন্তু ভিন্ন না হয়েও ত কোন ক্ষতি হয়নি। এক সময় তোমার আচরণে আমি বাস্তবিকই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলাম। তুমি সুমিত্রার ওপর এমন আধিপত্য বিস্তার করতে আরম্ভ করেছিলে, যে ভয় হত দস্যুর হাত থেকে সুমিত্রাকে উদ্ধার করে অবশেষে তুমিই না নিজে তাকে অপহরণ কর।

সুরেশ্বর। এখন সে সন্ত্রাস গেছে?

বিমান। গেছে। এখন বুঝেছি যে ভয় আমি করেছিলাম— তা অমূলক।

সুরেশ্বর। নিজের বুদ্ধির ওপর অতটা বিশ্বাস কর না ভাই, একটু সতর্ক থেকো।

বিমান। না, এবার আমি বিশ্বাস করেই নিশ্চিন্ত থাকব স্থির করেছি। সতর্ক হলেই দেখেছি ভয়ভাবনা নানারকম উপদ্রব এসে উপস্থিত হয়। অতএব সতর্ক আর হব না। কিন্তু তুমি অনেকদিন সুমিত্রাদের বাড়ী যাও নি সুরেশ্বর, চল আজ একটু বেড়িয়ে আস্‌বে চল—

সুরেশ্বর। না বিয়ের রাত্রির আগে আর সেখানে যাব না।

বিমান। কেন ?

সুরেশ্বর। কি জানি, লোকে যদি লোভী বলে সন্দেহ করে ?

বিমান। তা কখনো করবে না। তুমি যে নির্লোভ তা সকলেই জানে।

সুরেশ্বর। সকলে তা জানে না বিমান—হয়ত আমি নিজেই তা জানিনে।

[সুরেশ্বর কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল। বিমান নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।]

পঞ্চম দৃশ্য

[সুমিত্রার কক্ষ। সুমিত্রা ও মাধবী একটি খাটের উপর বসিয়া আছে। তাহাদের সম্মুখে একটি কালো রঙের চরকা ও কিছু পেঁজা তুলা রহিয়াছে।]

সুমিত্রা। দেখুন, আমি এই প্রথম চরকা কিনেছি। চরকা চালাতে আমি জানিনে। আপনি আমাকে চরকা চালান শিখিয়ে দেবেন ত ?

মাধবী। তা দেব। কিন্তু এতো আর এমন কিছু শক্ত কাজ নয়; একদিনেই শিখে নিতে পারবেন। তারপর অভ্যাস করলে আপনিই আয়ত্ত হয়ে আসবে।

সুমিত্রা। আচ্ছা চরকাটায় কালো রং দিয়েছেন কেন ?

মাধবী। কালো রং পেছনে থাকলে সাদা সূতো ভাল দেখা যায় বলে।

মিত্রা। (হঠাৎ চরকার এক কোনে 'সু' অক্ষর লেখা দেখিয়া) একি ! চরকার এককোনে একটা 'সু' অক্ষর লেখা ! আমার নাম যে সুমিত্রা, তা আপনি জানেন নাকি ?

মাধবী। হ্যাঁ। জানি।

সুমিত্রা। জানেন? তাই বুঝি চরকার কোনে আমার নামের প্রথম অক্ষরটা একেবারে খোদাই করিয়ে এনেছেন?

মাধবী। (হাসিয়া) ওটা আমি খোদাই করিয়ে আনিনি; ভগবানই খোদাই করিয়ে রেখেছেন! মিল যখন হবার হয়, তখন এমনি করেই মিল হয়!

সুমিত্রা। কি করে হয়?

মাধবী। এমনি অক্ষরে অক্ষরে হয়।

[ইতিমধ্যে সুমিত্রা মাধবীর ব্রোচটীতে তাহার নাম লেখা লক্ষ্য করিয়াছিল। তাই সুমিত্রা হাসিয়া বলিল:]

সুমিত্রা। আবার মানুষ যখন ধরা পড়ে, তখন এমনি করেই ধরা পড়ে!

মাধবী। (সশঙ্কচিত্তে) কে ধরা পড়ে?

সুমিত্রা। (সহাস্যে) মাধবী ধরা পড়ে। নিজের পরিচয় নিজের কাঁধে বয়ে এনে যে পরিচয় লুকোতে চেষ্টা করে, সে ধরা পড়ে।

মাধবী। (সলজ্জে ব্রোচে হাত দিয়া) সত্যিই আমার এই ব্রোচের ওপর যে নাম লেখা আছে, তা একেবারেই মনে ছিল না। সেইজন্যেই পরিচয় লুকোবার চেষ্টা করছিলাম।

সুমিত্রা। তোমাকে দেখে তোমার ওপর এমন একটা ভালবাসা পড়ে গিয়েছিল, যে কি বলব ভাই মাধবী! তাই তুমি যখন নিজের পরিচয় লুকোবার চেষ্টা করছিলে—তখন ভারী রাগ হচ্ছিল! কিন্তু সে আধ মিনিটের জন্যে। তারপর হঠাৎ তোমার ব্রোচের ওপর নজর পড়তেই নামটী ধরা পড়ে গেল! কেমন? এখন জব্দ ত?

মাধবী। (বাহুবদ্ধ করিয়া) খুব জব্দ। কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশী জব্দ হব, যেদিন তুমি আমাদের বাড়ী গিয়ে দাদার পাশে চেলী পরে দাঁড়াবে।

সুমিত্রা। (একটু ঠেলিয়া দিয়া) যাও ভাই, তুমি বড় ফাজিল!

মাধবী। জমার চেয়ে খরচ বেশী করলে ফাজিলই হয়, আমি ভাই কথা জমিয়ে রাখতে পারিনে, খরচই বেশী করে ফেলি। তা তুমি যদি পছন্দ না কর, ত মুখ বন্ধ করে গম্ভীর হয়েই থাকব।

সুমিত্রা। না না, তোমাকে মুখ বন্ধ করে গম্ভীর হতে হবে না। কিন্তু তাই বলে যা তা কথাও বল না—

মাধবী। এ সব তুমি যা তা কথা বল? দাদা তোমাকে ভালবাসেন এ যা তা কথা!

সুমিত্রা। আঃ! আবার আরম্ভ করলে?

মাধবী। আচ্ছা তবে থাক্। তোমাকে চরকা চালান শিখিয়ে দিই—

[মাধবী কোন কথা না বলিয়া নীরবে চরকা লইয়া অতি সূক্ষ্ম সূতা কাটিতে লাগিল। সুমিত্রা সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাহা দেখিল।]

সুমিত্রা। বাঃ! কি চমৎকার মাধবী! আমাকে শিখিয়ে দাও না ভাই! আমি পারব?

মাধবী। নিশ্চয়ই পারবে। দেশকে আর দাদাকে যে ভালবাসে, তার হাতে চরকা ঠেক্‌লে আপনিই সুতো বেরুবে। এই চরকাটী দাদার অতিশয় যত্নের জিনিষ সুমিত্রা! অনেক চরকা অনেকদিন ধরে বেছে বেছে এটী তিনি মনের মত করে নিয়েছেন। এ চরকায় তিনি কাউকে হাত দিতে দেন না।

কিন্তু তোমাকে—এটী চিরদিনের জন্য দিয়েছেন। একে তুমি যত্নে রেখো আর কাজে লাগিও—

[সুমিত্রা কোন উত্তর দিল না। মাধবী আবার খানিকটা সুতা কাটিয়া]

মাধবী। তোমার ব্যবহারের শাড়ী করার জন্যে এই চরকায় দাদা কয়েকদিনে কত সুতো কেটেছেন। দাদা ভারী চাপা মানুষ। আমার ঠিক উল্টো, কোন কথাই বলতে চান না। কিন্তু তোমাকে তাঁর এই অতি যত্নের চরকাটী দেওয়াতে আমি নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছি, কত গভীরভাবে তিনি তোমাকে ভালবাসেন।

সুমিত্রা। (নিরুত্তর)

[চরকা কাটিতে কাটিতে মাধবী হঠাৎ সুমিত্রার দিকে চাহিয়া দেখিয়া]

মাধবী। একি সুমিত্রা ! তুমি কাঁদছ কেন ভাই ? তোমার মনে এমন দুঃখু হবে জানলে আমি কখনই তোমায় এসব কথা বলতাম না ! (কিছুক্ষণ পরে) তোমার দুঃখ আমায় জানাবে না ভাই সুমিত্রা ?

সুমিত্রা। (চোখ মুছিয়া) আজ তুমি প্রথম এসেছো, আজ তোমার সঙ্গে দুঃখ ভাগ করা ঠিক হবে না ভাই !

মাধবী। (একটু নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিয়া হাসিয়া) ও, বুঝেছি। মরেছ তা হলে ! কিন্তু এরজন্যে আর দুঃখু কিসের ? সুখবরটা এখনি গিয়ে দাদাকে জানাই—

সুমিত্রা। (ব্যগ্রভাবে) না মাধবী, না ! এসব কথা কখনো তাঁকে বোলোনা ভাই তুমি।

মাধবী। কেন ? কি ক্ষতি হবে তা'তে ?

সুমিত্রা। তা জানিনে, কিন্তু লাভ কিছু হবে না।

মাধবী। (বিস্মিত কণ্ঠে) তার মানে ? কারো সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক হ'য়ে আছে বুঝি ? বিমানবাবুর সঙ্গে না কি ?

সুমিত্রা। হ্যাঁ।

মাধবী। সুখী হবে তুমি তাতে ?

সুমিত্রা। সকলের অদৃষ্টে কি সুখ লেখা থাকে মাধবী ?

মাধবী। তা থাকে না। কিন্তু তাই ব'লে এ ঘটনাও কিছুতে ঘটতে দেওয়া হবে না। যদি দরকার হয়, বিমানবাবুকে আমি নিজে অনুরোধ করব। তিনি ভদ্রলোক, কখনই অবিবেচনার কাজ করবেন না।

সুমিত্রা। না, না মাধবী, বিমানবাবুকে তুমি কোন কথা বলো না। তাতে খারাপ হবে।

মাধবী। বেশ, তা হলে তুমি নিজে শক্ত হয়ে থেকো। তুমি যদি শক্ত হয়ে হাল্ ধরতে পার সুমিত্রা, আমি দাঁড় বেয়ে ঠিক তোমাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারব।— কথায় কথায় বেলা হোল, আজ তাহলে উঠি ?—

[মাধবী উঠিয়া দাঁড়াইল]

সুমিত্রা। উঠবে ? আচ্ছা। আবার কিন্তু এস ভাই—

মাধবী। আসব বৈকি ! [মাধবীর প্রস্থান]

[মাধবী চলিয়া গেলে সুমিত্রা কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চরকাটির প্রতি চাহিয়া রহিল। পরে প্রণাম করিয়া দেখিল পার্শ্বে তূলা পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা লইয়া সে সূতা কাটিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রমদাচরণ প্রবেশ করিলেন।]

প্রমদা। চরকা কি সুরেশ্বর দিয়ে গেল মা ?

সুমিত্রা। না বাবা, তিনি তাঁর বোন মাধবীকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

প্রমদা। সুরেশ্বরের বোন কখন এসেছিলেন ?

সুমিত্রা। এই একটু আগে। আমায় তিনি কেমন সুতো কাটা শিখিয়ে দিয়ে গেলেন ?

প্রমদা। তাই নাকি ? তা বেশ ভাল করে শিখে নিয়েছ ত মা ?

সুমিত্রা। না বাবা, তেমন করে শিখে নিতে পারিনি। মাধবী বলে গেল, দু'চার দিন চালাতে চালাতেই অভ্যাস হয়ে যাবে।

প্রমদা। তা ঠিক। অভ্যাসের জিনিষ। আমার ঠাকু-মা খুব সূক্ষ্ম সুতো কাট্‌তে পারতেন। সত্তর বছর বয়সে তাঁর চোখের দৃষ্টি গিয়েছিলো, কিন্তু আন্দাজে তিনি চমৎকার সুতো কাটতেন !

সুমিত্রা। তা'হলে আমাদের বংশে আমিই প্রথম সুতো কাটছিনে বাবা ?

প্রমদা। না মা, চরকায় সুতো কাটা এ যে আমাদের সব পরিবারেরই বংশানুক্রমিক বৃত্তি।

সুমিত্রা। তোমার কথা শুনে ইচ্ছে করছে বাবা ! দিন রাত চরকা কাটি, কিন্তু মা যদি রাগ করেন ?

প্রমদা। তাঁর পক্ষে রাগ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের পথ আঁকড়ে ধরে থাকতে গেলে, তোমার মায়ের রাগটুকুও যে উপেক্ষা করতে হবে মা !

[সহসা ঘরের মধ্যে জয়ন্তী প্রবেশ করিলেন]

জয়ন্তী। একি ! চরকা ! কে দিয়ে গেল ?

প্রমদা। সুরেশ্বর পাঠিয়েছে, আর তার বোন ঘাড়ে করে পৌঁছে দিয়ে গেছে—

জয়ন্তী। তা ত গেছে? কিন্তু ঐ নিয়েই এবার থেকে থাকতে হবে না কি?

প্রমদা। ঐ নিয়ে না থেকেই ত আজ আমাদের এই দুর্গতি! সুমিত্রা যদি সে ভুল সংশোধন করে থাকে, তাহলে তাকে তা করতে দাও। খুব চরকা কাট্ মা, খুব চরকা কাট্ নিজের পরণের কাপড়খানাও যদি অন্ততঃ তৈরী করে পরতে পারিস্— জয়ন্তী! চরকাকে বরণ করে যদি সানন্দে ঘরে তুলে নিতে নাও পার, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু তাকে বিদায় করার চেষ্টা কর না—এই আমার অনুরোধ!

[প্রমদাচরণ জয়ন্তীর সম্মুখে করযোড় করিলেন।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[সুরেশ্বরের বাটীর বাহিরের ঘর। একটী আলমারীতে কতকগুলি বই সাজানো। একটী টি-পয়ের উপর একটী চরকা। ঘরের মধ্যস্থলে একটী টেবিল। টেবিলের উপর কয়েকখানি সংবাদ পত্র। ঘরের চারিদিকে নেতৃবৃন্দের ছবি। সুরেশ্বর কি লিখিতেছিল এমন সময় ব্যস্তভাবে অবনীশের প্রবেশ]

অবনীশ। কিহে! হঠাৎ সকালবেলাই তলব? ব্যাপার কি?

সুরেশ্বর। একটু প্রয়োজন আছে। বস—

অবনীশ। তোমার চেহারা দেখে আজ বসতেও ভয় করছে! মনে হচ্ছে, হয় তুমি প্রচণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত, না হয় বিদ্রোহ ঘোষনার জন্য প্রস্তুত!

সুরেশ্বর। তোমার কোন অনুমানই ঠিক নয়। রাত্রে ঘুম হয়নি বলেই চেহারার এই অবস্থা! যাক্—যে জন্যে তোমায় ডেকেছিলাম। [একটী একসাইজ বুকের ভিতর হইতে কয়েকখানি কাগজ অবনীশের হাতে দিয়া] এইটে পড়ে দেখ, আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্ম-পন্থার নির্দ্দেশ।

অবনীশ। [কাগজ কয়খানির উপর নজর দিয়া] এই কি জাতীয় মহাসভার নির্দ্দেশিত কর্ম্ম-পথ?

সুরেশ্বর। হাঁ।

অবনীশ। তুমি কি মনে কর এই অনুৎপীড়ক অসহযোগ নীতিকে বাঙ্গালী সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করবে ?

সুরেশ্বর। সকলে করবে কিনা, জানি না। তবে বেশীর ভাগ লোকই সমর্থন করবে বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ, এই নীতি সমর্থন করে, এই পথকে অবলম্বন করা ছাড়া আর আমাদের গত্যন্তর নেই।

অবনীশ। কিন্তু বাঙ্গালী চিরকাল এই নীতিকেই অনুসরণ করে আসেনি ?

সুরেশ্বর। তা জানি। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের এই নীতি অনুসরণ করা ছাড়া উপায় নেই ! কেন না—

অবনীশ। বুঝেছি, বুঝেছি। কিন্তু যারা সাতসমুদ্র তের নদী পার হয়ে এল ভেলা ভাসিয়ে ব্যবসা করতে, তারপর যারা এই ব্যবসার সূত্রে অধিকার করে বস্‌ল—রাজসিংহাসন ! তুমি কি মনে কর তারা অনুৎপীড়ক অসহযোগ আন্দোলনে ভয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে ?

সুরেশ্বর। একেবারে চলে যাবে কি না জানি না কিন্তু তারা একটা আপোষ-রফার জন্যে এরপর যে চেষ্টা করবে, এটা জানি।

অবনীশ। তাহলে এই নীতি অনুসরণ করাই কি তুমি ঠিক করলে ?

সুরেশ্বর। শুধু নিজে গ্রহণ করব বলেই ঠিক করিনি—সহকর্ম্মিরাও যাতে এই নীতি অনুসরণ করে সে বিষয়েও দৃষ্টি দেব।

অবনীশ। ভাল। দেখ সুরেশ্বর, কুটীর-শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখ, চরকা কাট, খদ্দর পর, আর আইন অমান্য করে জেলেই যাও, এতে

দেশের স্বাধীনতা আসবে বলে আমি মনে করি না। একটা ফাঁসি দেওয়াকে এরা যে ভয় করে—একশোটাকে জেলে পুরতে ওরা সে ভয় করে না।

সুরেশ্বর। তা জানি। কিন্তু মহাত্মাজীর নির্দ্দেশিত নতুন পথ, নতুন আলোকের সন্ধান দেবে বলেই আমার বিশ্বাস। ক্রমাগত আঘাত খেয়ে খেয়ে মানুষ উঠবে ক্ষেপে, এরই ফলে ভারতবাসী নব-চেতনালাভ করবে। এ প্রকাশ্যে মাটীকে মাতিয়ে তোলার, তাতিয়ে তোলার খাঁটি জিনিষ।

অবনীশ। উত্তম। মাটী যদি কোনদিন তেমনি করে তেতে ওঠে, যার ফলে যদি বুঝতে পারি যে এই মাটীতে পা রাখা আর সম্ভব হচ্ছে না—সেদিন সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাদের এই পথকেই অবলম্বন করে কারাবরণ করব।

সুরেশ্বর। বেশ। কিন্তু যে জন্যে তোমায় ডেকেছিলাম, তা এখনো বলা হয়নি। আমায় হয়ত এই নীতি অনুসরণ করে শীঘ্রই আবার কারাবরণ করতে হবে। মা আর মাধবীকে দেখাশোনার ভার তোমার ওপর দিলাম। তাঁদের দেখো—

অবনীশ। এ কথা ডেকে বলার কোনই প্রয়োজন ছিল না সুরেশ্বর! ইতিপূর্ব্বে বহুবারই তুমি জেলে গেছ, কখনো এমন করে ভার দিয়ে যাওনি। আমার নিজের কর্ত্তব্যবোধেই আমি নিজে এসে সে ভার নিয়েছি। আর আজ যদি তুমি মনে করে থাক, যে রাজনৈতিক মতানৈক্যের জন্যে সে কর্ত্তব্য কর্ম্ম হতে আমি বিরত থাকব, তাহলে তুমি ভুল বুঝছ সুরেশ্বর!

স্থরেশ্বর। না না, আমি তোমায় ভুল বুঝিনি! আমি মনে করেছিলাম জাতীয়-মহাসভার এ আহ্বানে হয় ত তুমিও সাড়া দেবে। তাই তোমায় ডেকেছিলাম। তুমিও যদি এ আহ্বানে সাড়া দিতে, তাহলে মা আর মাধবীর জন্যে অন্য ব্যবস্থা করাতে হোত, তাই—

অবনীশ। যাক্। তাহলে এখন আমি চল্লাম। বেলা হল। তাঁত ঘরে যেতে হবে।

[অবনীশের প্রস্থান]

[অপর দিক দিয়া তারাসুন্দরীর প্রবেশ]

তারা। মাধবী খাবার নিয়ে এলো খেলিনে কেন স্থরেশ ?

স্থরেশ্বর। আজ আর কিছু খেতে ইচ্ছে নেই মা।

তারা। কেন রে ? অসুখ করেনি ত ?

স্থরেশ্বর। না মা, অসুখ করেনি। কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, তাই—

তারা। ঘুম হয়নি ? কাল সারারাত জেগে বুঝি প্রবন্ধ লিখেছিস্?

স্থরেশ্বর। না মা, কোন কাজ নিয়ে রাত জাগ্‌লে আমার কষ্ট হয় না।

তারা। হ্যাঁরে স্থরেশ, আজকাল তুই ত আর স্থমিত্রাদের বাড়ীর কোন কথা বলিস্ নে। ওদের বাড়ী আর যাস্ নে বুঝি ?

স্থরেশ্বর। না মা, কদিন থেকে আর ওদের বাড়ী যাইনি।

তারা। কেন ? রণে ভঙ্গ দিলি নাকি ? তাদের সঙ্গে পেরে উঠ্‌লিনে বুঝি ?

স্থরেশ্বর। যতদিন সত্যি সত্যি রণ চলেছিল, ততদিন ভঙ্গ দিইনি মা!

কিন্তু অবশেষে অবস্থাটা এমন হয়ে দাঁড়াল যে ভঙ্গ না দিয়ে আর পারা গেল না ?

তারা। তারপর ? চরকার কি গতি দাঁড়াল ? কোন কাজে আসছে ? না, অকেজো আস্‌বাবের দলে সাজানোই প'ড়ে আছে ?

সুরেশ্বর। তা ত ঠিক বলতে পারিনে মা। তবে আমার বিশ্বাস একেবারে অকেজো হয়ে পড়ে নেই।

[সহসা মাধবী সেখানে প্রবেশ করিল]

মাধবী। না দাদা, সত্যিই অকেজো হয়ে পড়ে নেই ?

সুরেশ্বর। পড়ে নেই ? তুই কি করে জান্‌লি ?

মাধবী। আমি জানি।

তারা। তুই তাদের বাড়ী আবার গিয়েছিলি না-কি ?

মাধবী। না মা, যাই নি। না গেলেও, আমি বল্‌ছি সুমিত্রা চরকার সম্মান বজায় রাখবেই—

সুরেশ্বর। কি করে জান্‌লি ?

মাধবী। জানি। সুরেশ্বর মিত্রকে স্বামীরূপে পেতে হলে, তাকে তার মার মত আর পথ—দুটোই বর্জ্জন করতে হবে। আর মাকে হাতে রাখতে গেলে সুরেশ্বর মিত্রকে হারাতে হবে—

সুরেশ্বর। [কপটরাগে] তোমার বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে রাক্ষুসী ? অনেকদিন বিপিন বোসের কোন খবর দিইনি কিনা ?

মাধবী। দেখছো ত মা! অনেক কষ্টে ঘট্‌কালী করে পাত্রীর মনের খবরটা নিয়ে এলাম, আর এমন সময় দাদা নেই অযাত্রাটার নাম করলে!

তারা। তোরা ভাই বোনে খুনসুটী কর। আমি যাই—

[তারাসুন্দরী প্রস্থান করিলেন]

মাধবী। যে কথাগুলো বাকী ছিল, সেগুলো ত শুনলে না দাদা?

সুরেশ্বর। কথাগুলো কি তোর পেটে গজ্ গজ্ করছে মাধবী? রাত্রে বোধহয় ঘুম হচ্ছে না?

মাধবী। আমার আর ঘুম হবে না কেন দাদা? ঘুম হচ্ছে না তোমারই শুন্‌ছি।

সুরেশ্বর। সুমিত্রাদের বাড়ী তুই যে কাণ্ড করে এসেছিস্, তাতে যে ঘুম না হবারই কথা!

মাধবী। সত্যিই। যে কাণ্ড করে এসেছি, তা শুন্‌লে আজও হয়ত তোমার ঘুম হবে না। তবে ভাবনায় নয়—নির্ভাবনায়।

সুরেশ্বর। কি করে এসেছিস্ মাধবী?

মাধবী। ভয় পেয়ো না, ভয় পাবার মতো কিছু করিনি। যা করেছি, ভালই করেছি।

সুরেশ্বর। তবু কি ভাল করেছিস্ শুনি?

মাধবী। সুমিত্রার মনের খবরটা জেনে এসেছি—

সুরেশ্বর। কি জেনে এসেছিস্?

মাধবী। সে তোমাকে ভালবাসে।

সুরেশ্বর। ফের্—

মাধবী। সত্যি বল্‌ছি, একটুও মিথ্যে নয় দাদা! বিমান বাবুর সঙ্গে সুমিত্রার বিয়ে হ'লে সে সুখী হবে না। একবার তাকে

গুণ্ডার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলে, এবার তাকে তার মার হাত থেকে বাঁচাও—

সুরেশ্বর। না মাধবী, এ কাজ আমার দ্বারায় সম্ভব নয়। তুইও যথাসম্ভব এ ব্যাপার থেকে তফাতে থাকিস্। সাপ নিয়ে খেলানোর চেয়ে, মানুষ নিয়ে খেলা করা আরো বিপজ্জনক। সুমিত্রা, সুমিত্রার মা, আর বিমান, এ তিনজন মানুষকে খেলানো আমার কাজ নয়।

[কানাই-এর প্রবেশ]

কানাই। দাদাবাবু, সজনীবাবু এসেছেন। আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান।

সুরেশ্বর। আচ্ছা, এ ঘরেই পাঠিয়ে দে—

[কানাই প্রস্থান করিল]

তুই এখন যা মাধবী—

[মাধবীর প্রস্থান ও অপরদিক দিয়া সজনীকান্ত প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সুরেশ্বর চেয়ার হইতে উঠিয়া তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিল]

এই যে! আসুন—আসুন—নমস্কার! কবে এলেন?

সজনী। এসেছি কাল বিকেলে। তারপর তুমি আর আমাদের ওখানে যাও না কেন বল দেখি? আছ কেমন? শরীর ভাল আছে ত?

সুরেশ্বর। আজ্ঞে হ্যাঁ। শরীর ভালই আছে।

সজনী। শরীর ভাল আছে, তাহলে যাও না কেন?

সুরেশ্বর আপনি ত বলছেন—সবে কাল এসেছেন, তাহলে আপনি কি করে জানলেন যে আমি যাই নে?

সজনী। একটা জেলার লোক নিয়ে কারবার করি, আর এইটুকু বুঝতে পারব না? তুমি কি মনে কর, আমরা সব কথা শুনেই বুঝি?—না, দেখেই বুঝি?

সুরেশ্বর। [হাস্যিয়া] তাহলে কেন যাইনে তাই বা কেন আমাকে জিজ্ঞেস করছেন? তাও ত আপনি না শুনেই বুঝে নিতে পারেন?

সজনী। তুমি কি মনে কর সত্যিই আমি বুঝতে পারিনি? কেন যাও না তবে বলব? শুনবে?

সুরেশ্বর। আমি ত জানিই, আমাকে আর বলে কি হবে?

সজনী। [সদর্পে] দিদির দুর্ব্যবহারের জন্য যাও না। বল, ঠিক বলেছি কি না?

সুরেশ্বর। [শান্তকণ্ঠে] আমাকে মাপ করবেন। আমি এ সব আলোচনায় যোগ দিতে অক্ষম।

সজনী। তুমি ভদ্রলোক। তুমি যে একথা মুখে স্বীকার করবে না, তা জানি। কিন্তু মনে মনে ঠিক বুঝতে পারছ, আমি ঠিক বলেছি কি না। তা বলে যেন মনে কর না যে, একথা কেউ আমায় বলেছে বলে, তবে আমি জেনেছি। আমরা হাকিম চরিয়ে খাই, সুরেশ্বর! বুঝলে? ডান হাত পাতি ডিক্রীদারের কাছে, বাঁ হাত পাতি দেনদারের

কাছে, আর চোখ রাখি হাকিমের ওপর! [সজনীর কথায় সুরেশ্বর হাসিল] হাসছ যে!

সুরেশ্বর। আপনার সরল কথায় হাসছি।

সজনী। আমার কথায় ঘোরপ্যাঁচ্ পাবে না। সব সোজাসুজি সব খোলাখুলি কথা! কিন্তু যাই বল সুরেশ্বর, তোমার ওপর দিদির রাগ হতেই পারে। আহা! বেচারী কত কষ্ট করে একটি হাকিম পাত্র জুটিয়েছে, আর তুমি কি না মেয়েটীর কানে কি এক ফুস্-মন্তর ঝেড়ে দিয়ে, এক বিষম গণ্ডগোল বাধিয়ে দিয়ে এলে! যে ছিল ছেলেবেলা থেকে পুরোদস্তুর মেমসাহেব, সে হয়ে গেল একেবারে যোগিনী! পিয়ানো আর হারমোনিয়ম বাজিয়ে যে লোকের কান ঝালাপালা করে দিত— সে এখন একটা চরকা নিয়ে দিনরাত চরোর্ চরোর্ করছে—

সুরেশ্বর। সুমিত্রা তাহলে চরকা কাটছে?

সজনী। কাটছে মানে? দিদি ত ক্ষেপে ওঠ্‌বার মত হয়েছেন! আমার মনে হয় রোজ সকালে অন্ততঃ একবার করে তোমাকে অভিশাপ দিয়ে তবে তিনি জলস্পর্শ করেন।

সুরেশ্বর। তারজন্যে আর আপনার দিদির বিশেষ কি দোষ বলুন? দেশের আর বিদেশের সমস্ত লোকই ত প্রত্যহ অপরিমিত পরিমাণে ও-জিনিষটা আমাদের দিচ্ছে।

সজনী। সুরেশ্বর, আমার একটা কথা রাখবে?

সুরেশ্বর। কি বলুন?

সজনী। আজ সন্ধ্যেবেলা একবার আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে যাবে?

সুরেশ্বর। আপনি ত জানেন, আমি আজকাল আপনাদের বাড়ী যাই নে—

সজনী। প্রতিজ্ঞা করেছ নাকি ?

সুরেশ্বর। না। প্রকাশ্যভাবে এমন কিছু প্রতিজ্ঞা করিনি। কিন্তু প্রতিজ্ঞা না করেও ত অনেক কাজই করি।

সজনী। তাহলে তোমার যদি বিশেষ কোন আপত্তি না থাকে ত আজ একবার যেয়ো না ?

সুরেশ্বর। আপত্তি শুধু আমারই নয়—অন্যলোকেরও আপত্তি থাকতে পারে ত ?

সজনী। তা যদি বল তাহলে আমার বিশ্বাস, তুমি গেলে কেউ আপত্তি করবে না। সুমিত্রা ত খুসীই হবে।

সুরেশ্বর। আমাকে ক্ষমা করবেন সজনীবাবু। আপনি তাহলে সুমিত্রাকে ঠিক বোঝেন না। আমি গেলে তিনি কখনই খুসী হবেন না। আর তা যদি হন, আমি তাতে দুঃখিতই হব।

সজনী। আমাকেও তুমি ক্ষমা কোরো সুরেশ্বর, শুধু সুমিত্রা কেন, তোমাকেও আমি ঠিক বুঝিনে। তুমি গেলে সুমিত্রা খুসী হলে, তুমি দুঃখিত হবে। আর সুমিত্রা দুঃখিত হলে, তুমি খুসী হবে, এসব গোলমেলে কথার তাৎপর্য্য কি, তা তোমারাই জান। তোমার শিষ্যাটিও ঠিক তোমারই মত হেঁয়ালীতে কথা কইতে শিখেছি। তার কথা যেন আবার আরও গোলমেলে ! তুমি আর যাও না শুনে কাল যখন বল্লাম যে তোমাকে ধরে নিয়ে যাব, তখন সুমিত্রা কি বল্লে শুনবে ?

সুরেশ্বর। আন্দাজি কথা ও না বলাই ভাল। যা আপনি নিজে ঠিক বুঝতে পারেন নি, তা বলতে গিয়ে হয়ত ভুল করে বসতে পারেন।

সজনী। তা বড় মিছে বলনি। তোমাদের কথার অর্থ বোঝাই ভার। আচ্ছা, সে কথা যাক্। তোমাকে এত করে যেতে বলছিলাম কেন জান ?

সুরেশ্বর। না, তা জানি নে।

সজনী। যশোর থেকে সের পাঁচেক ছানাবড়া এনেছি, একেবারে পয়লা কোয়ালিটীর— খেয়ে দেখতে কেমন জিনিষ। এই আর কি !

সুরেশ্বর। কি করব বলুন ! কপালে না থাকলে ত হয় না—

সজনী। তা হলে আর কি করব ! আচ্ছা, আমি চল্লাম—

[প্রস্থানোদ্যত]

সুরেশ্বর। তা হবে না সজনীবাবু, দয়া করে যখন পায়ের ধূলো দিয়েছেন, তখন একটু মিষ্টি-মুখ করে যেতেই হবে—

সজনী। তুমি ত বেশ লোক দেখছি হে ! তুমি যখন আমাদের বাড়ী গিয়ে খাবে না তখন আমিই বা তোমাদের বাড়ী খাব কেন ?

সুরেশ্বর। আপনি কিছু মনে করবেন না সজনীবাবু, মানে আমি একটু ইয়ের জন্যে আপনার অনুরোধ রাখতে পারলাম না।

সজনী। তুমিও কিছু মনে কোর না সুরেশ্বর, আমিও একটু ইয়ের জন্যে আজ তোমার কথা রাখতে পারলাম না। তোমার ইয়েটা যেদিন যাবে, আমার ইয়েটাও আর সেদিন থাকবে না। আমিও সেদিন ইয়ে হয়ে খেয়ে যাব। আজ আসি—

[প্রস্থান]

[সুরেশ্বর ক্ষুন্নমনে একাকী বসিয়া রহিল ও বিমানের প্রবেশ]

সুরেশ্বর। আরে এস এস, তারপর—কি খবর বল ?

বিমান। খবর কিছুই নয়। সুমিত্রা তোমাকে এটা পাঠিয়েছে—

[সুরেশ্বরের হাতে একটা খবরের কাগজে মোড়া প্যাকেট দিল]

সুরেশ্বর। কি আছে এতে ?

বিমান। আমার কর্ম্মফল! কবে, কোথায় কি কুকর্ম্ম করেছিলাম জানি নে। কিন্তু সজ্ঞানে কাঁধে করে আজও তার ফল বয়ে বেড়াচ্ছি।

সুরেশ্বর। [প্যাকেট খুলিয়া] ও! এ যে দেখছি সুতো !

বিমান। হ্যাঁ, সুমিত্রার হাতে কাটা সুতো! এ দেখে বোধহয় খুব খুসী হচ্ছ সুরেশ্বর ?

সুরেশ্বর। তা হচ্ছি বৈ কি !

বিমান। মনে হচ্ছে স্বরাজ খানিকটা এগিয়ে এলো ?

সুরেশ্বর। হ্যাঁ। তাও মনে হচ্ছে।

বিমান। আচ্ছা, আর এ রকম খদ্দরের সুতোর কটা বাণ্ডিল তৈরী হলে একেবারে পূর্ণ স্বরাজ লাভ হয় বলতে পার ?

সুরেশ্বর। পারি। আর একটা হ'লেই হয়, যদি সেটা যথেষ্ট বড় হয়।

বিমান। কিন্তু সেই যথেষ্ট বড় বাণ্ডিলটুকু ভস্মে পরিণত করতে কতটুকু বারুদ খরচ করার দরকার, তার হিসেব রাখ কি ?

সুরেশ্বর। [হাসিয়া] না। তার হিসেব আমি রাখিনে। তবে তুমি হয় ত রাখো।

বিমান। হ্যাঁ, তা রাখি। এই দেশালাইয়ের কাঠিটার মুখে যতটুকু বারুদ আছে ততটুকুই যথেষ্ট।

সুরেশ্বর। তাই নাকি! পরীক্ষা করে দেখাতে পার?

বিমান। পারি।

সুরেশ্বর। বেশ এই রইল সুমিত্রার হাতে কাটা সুতো, আর তোমার হাতে রয়েছে—দেশালাইয়ের বাক্স। তুমি বলছ তার একটা কাঠি সুতোটুকুকে ভস্ম করে দিতে পারে, আর আমি বলছি তোমার ঐ কাঠিভরা সমস্ত বাক্সটাই তা পারে না। পরীক্ষা করে দেখ, কার কথা ঠিক।

বিমান। একটা কাঠিই যে সুতোটুকু পোড়াবার পক্ষে যথেষ্ট, একি তুমি অস্বীকার কর?

সুরেশ্বর। আমি কিছুই স্বীকার বা অস্বীকার করছিনে, আমি শুধু দেখতে চাই যে, তোমার দেশালাইয়ের কাঠিতে সুমিত্রার হাতে কাটা সুতো বাস্তবিকই পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে কি না? আমি এক-দুই ক'রে দশ পর্যন্ত গুণব—তারপর সুতো তুলে রেখে দোবো। এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ ছয়—

বিমান। থাম, থাম! অত কায়দা করতে হবে না। দেখো, প্রমাণ করতে পারি কি-না।

[বিমান দেশালাইয়ের কাঠি জ্বালাইয়া সুতায় আগুন ধরাইয়া দিল তাহা দেখিতে পাইয়া মাধবীর দ্রুত প্রবেশ]

মাধবী। ছিঃ ছিঃ! আপনি কি করলেন! সুমিত্রার এত কষ্ট

করে কাটা প্রথম সূতোটা না পুড়িয়ে কিছুতেই ছাড়লেন না?

বিমান। [অপ্রস্তুত হইয়া] তা কি করব বলুন!

[ব্যস্তভাবে আগুনটুকু নিভাইয়া দিল]

সুরেশ্বর। এ আরো খারাপ করলে বিমান! একেবারে ছাই হয়ে যেত—সেই ভালো ছিল; ধোঁয়া করে তুমি ঘরের হাওয়াটা পর্যন্ত বিগ্‌ড়ে দিলে! তোমার বারুদেরই আজ জয় হোক্!

[সহসা বিমানের হাতের দেশালাইটি লইয়া]

তুমি যাকে পুড়িয়ে মেরেছিলে, আমি তার সৎকার করলাম বিমান! [সূতাটুকু পোড়াইয়া দিল]

মাধবী। [ব্যাকুলভাবে] দাদা!

সুরেশ্বর। চঞ্চল হোস্ নে মাধবী!

বিমান। [মাধবীর প্রতি] দেখুন, আপনার পক্ষে এতখানি ব্যথার কারণ হয়ে আমি বাস্তবিকই দুঃখিত হয়েছি। আপনি দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন।

মাধবী। না না, আমার জন্য দুঃখিত হওয়ার আপনার কোন কারণ নেই। তবে আপনি যে সুমিত্রার হাতে কাটা এতখানি দেশের সূতোয় আগুন ধরিয়ে দিলেন, একমাত্র সেই কারণেই আপনার দুঃখিত হওয়া উচিত ছিল।

বিমান। আমি হয়ত কথাটা ভাল করে প্রকাশ করতে পারিনি—আপনার জন্যে দুঃখিত হওয়ার অর্থই তাই—এর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যেটুকু সূতো পুড়িয়েছি, তার দামের চতুর্গুণ কি আটগুণ দাম দিতে আমি প্রস্তুত আছি।

মাধবী। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই! এর ক্ষতিপূরণ অমন করে হয় না। আপনাকে কিছুই করতে হবে না। যা করবার আমরাই করব। [সুরেশ্বরের প্রতি] দাদা, এর জন্যে একটা প্রায়শ্চিত্ত করার দরকার!

সুরেশ্বর। কি প্রায়শ্চিত্ত করবি মাধবী?

মাধবী। কাল তুমি আর আমি নিরম্বু উপোস করে সমস্তদিন চরকা কাটব।

সুরেশ্বর। বেশ। তাই হবে—

বিমান। [মাধবীর প্রতি] অপরাধ করলাম আমি, আর ভাইবোনে তার প্রায়শ্চিত্ত করবেন!

মাধবী। হাঁ। এ পাপের এই নিয়ম!

[প্রস্থান]

সুরেশ্বর। কি ভাবছ বিমান?

বিমান। ভাবছি, কি অদ্ভুত ক্ষমতা তোমার সুরেশ্বর! খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে প্ররোচিত ক'রে আমাকে দিয়ে একটা নোংরা কাজ করিয়ে নিয়ে, তারপর নিজের বাড়ি ব'সে দুই ভাই-বোনে কোমর বেঁধে কেমন চমৎকার অপমানিত করলে আমাকে!

সুরেশ্বর। তোমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার এমন অদ্ভুত ক্ষমতা আমার আছে জানলে, সুতো না পুড়িয়ে, তোমাকে দিয়ে খানিকটা সুতো কাটিয়ে নিতাম বিমান!

বিমান। চুপ কর, চুপ কর সুরেশ্বর! তোমার ওই ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলার ওপর আমার আর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নেই! তোমার

ধার করা মহত্ত্ব ধরা পড়ে গেছে! দস্যুবৃত্তির উদ্দেশ্যেই যে সুমিত্রাকে তুমি দস্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেছিলে; তা বুঝতে আর বাকি নেই! চরকা তোমার চক্রান্ত আর খদ্দর তোমার ছলনা! শুন্‌লে ?

সুরেশ্বর। শুনলাম! কিন্তু আর বেশি শুনিয়ো না, কি জানি সে সব শুনে যদি আর একজন গুণ্ডার হাত থেকে সুমিত্রাকে উদ্ধার করা দরকার মনে হয় ?

বিমান। উদ্ধার করা? হাঃ! হাঃ! হাঃ! মহত্ত্বের আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখবার বিষয়ে তোমার চমৎকার শিক্ষা আছে দেখছি? বাঘের হাত থেকে ছাগল ছানাকে সিংহ যে রকম উদ্ধার করে, তোমার উদ্ধার সেই রকম ত?

সুরেশ্বর। প্রেমের দ্বন্দ্বে বিজয়ী হবার এ ঠিক পথ নয় বিমান! সুমিত্রাকে লাভ করতে হ'লে, তুমি তার মন অধিকার করবারই চেষ্টা করো। আমার সঙ্গে কলহ বিবাদ ক'রে কোন ফল হবে না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি ভাই, তোমার পথ থেকে আমি একেবারে স'রে দাঁড়ালাম। আজ থেকে তোমার পথ নিষ্কণ্টক হোক্!

বিমান। ধন্যবাদ! [প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[প্রমদাচরণের ড্রইং রুম　যবনিকা উত্তোলিত হইলে দেখা গেল, প্রমদাচরণ নিবিষ্টচিত্তে সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন। পরণে ড্রেসিং গাউন। গলায় গলাবন্ধ। সম্মুখের ছোট টিপয়ের উপর একটি লাল পেনসিল পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহার চোখমুখ দেখিলেই বোঝা যায় যেন গভীর চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। পার্শ্বের একটী কৌচে জয়ন্তী বসিয়া সোয়েটার বুনিতে ছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই সুমিত্রা কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল]

সুমিত্রা। বাবা, আজ বড় বেশী ঠাণ্ডা পড়েছে, না বাবা ?

প্রমদা। হ্যাঁ মা। আজ একটু বেশী ঠাণ্ডাই পড়েছে।

সুমিত্রা। এত ঠাণ্ডায় চা না খেয়ে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে না ?

প্রমদা। কষ্ট মনে করলেই কষ্ট। অভ্যাস করলেই তা আসক্তিতে পরিণত হয়। সব কিছু ত্যাগ করার মধ্যে যে আনন্দ। মা, সে আনন্দ চিরস্থায়ী ! আর ভোগ করার মধ্যে যে আনন্দ সে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী, দু'দিনের জন্যে।—দেশের যারা বরণীয় হয়েছেন; তাঁরা ত্যাগের দ্বারাই হয়েছেন—চিত্তরঞ্জনদাশ সর্ব্বত্যাগী হয়েই না 'দেশবন্ধু' হয়েছিলেন—

জয়ন্তী। ধান ভানতে শিবের গীত ! বলা হয়েছে ঠাণ্ডায় এক কাপ চা খাওয়ার জন্যে, তারজন্যে এলো কিনা ভোগ, ত্যাগ, দেশবন্ধু—

সুমিত্রা। তা তুমি এতে রাগ করছ কেন মা ?

প্রমদা। না না, তোমার মা ঠিকই বল্‌ছেন—কথাটা আমার একটু অপ্রাসঙ্গিকই হয়েছে বটে! চা পান কেন করিনে জান মা, চা-পান অনিষ্ট করে, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বাড়ায়।

জয়ন্তী। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের কথা জানি নে, তবে তোমার যে খুব মানসিক দুর্ব্বলতা বেড়েছে, তা দেখতেই পাচ্ছি।

প্রমদা। স্নায়ুর সঙ্গে মনের এমন ঘনিষ্ঠ যোগ আছে যে, একটার দুর্ব্বলতা বাড়লেই অপরটার দুর্ব্বলতাও বেড়ে যায়।

জয়ন্তী। [ক্রুদ্ধ হইয়া] কিন্তু তোমার এই ধিঙ্গি মেয়েটা যত প্রবল হয়ে উঠ্‌ছে—তুমি তত কেন দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌ছ তা আমায় বুঝিয়ে দিতে পার ? স্নায়ুর সঙ্গে ত মনের যোগ আছে। কিন্তু এটা তোমাদের কি রকম যোগ বলতে পার ?

প্রমদা। দুর্য্যোগ! তবে মেয়ের সঙ্গে নয়, উপস্থিত মেয়ের গর্ভধারিণীর সঙ্গে—

জয়ন্তী। বেশ, আমি না হয় দুর্য্যোগ! [উঠিয়া] বয়—

[বয় আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। একটী ট্রের ওপর উল, বোনার সরঞ্জাম রখিয়া]

এগুলো আমার ঘরে নিয়ে চল্‌—

[বয় ট্রেটী লইয়া চলিয়া গেল। জয়ন্তীও চলিয়া যাইতে ছিলেন]

সুমিত্রা। তুমি চলে যাচ্ছ কেন মা ?

জয়ন্তী। লেক্‌চার শোনার মত প্রচুর অবসর আমার নেই।

[জয়ন্তী কক্ষ ত্যাগ করিলেন]

সুমিত্রা। মা হয়ত আমাদের আলোচনা পছন্দ করলেন না বাবা!

প্রমদা। এর মধ্যে বোধহয় নেই মা। নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু সে জন্যে আমাদের সঙ্কুচিত হবার কিছু নেই।

[সহসা প্রমদাচরণের সম্মুখস্থ সংবাদপত্রের উপর সুমিত্রার নজর পড়িল। দেখিল কি একটা সংবাদের চারিদিকে লালপেনসিল্ দিয়া ঘেরা রহিয়াছে।]

সুমিত্রা। লাল পেন্সিলের দাগ দেওয়া ওটা কি খবর বাবা?

প্রমদা। ও! হ্যাঁ, হ্যাঁ! ওটা সুরেশ্বরের খবর, স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপারে তার এক বৎসর জেল হয়েছে!

সমিত্রা। ও!

প্রমদা। কিন্তু সুরেশ্বরের জেল হওয়ার সংবাদটাকে আমি সুসংবাদ বলেই মনে করি সুমিত্রা! প্রমাণের অভাবে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে কত অবিচার করতে হয়েছে তা আর কি বলব!

সুমিত্রা। আমার কিন্তু মনে হয় বাবা, বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অবিচার, তুমি কখন করনি।

প্রমদা। করিনি কেন মা? এই ত সেদিনও করেছি। একটা জঘন্য অপবাদ দিয়ে সুরেশ্বরকে অপমান করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার অপবাদটা সম্পূর্ণ মিথ্যা জেনেও ত আমি তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসতে পারিনি মা!

সুমিত্রা। তা পারনি, কিন্তু কেন পারনি তাও ত আমরা জানি, বাবা।

প্রমদা। কেন পারিনি তা তুমি ঠিক জান না মা! আমি অতিশয় দুর্বল

তাই পারিনি। যে অপরাধ তোমার মা করেছিলেন, তার প্রতীকার না করে, আমি সে অপরাধীকে প্রশ্রয় দিয়েছিলাম।

[অদূরে জয়ন্তীকে আসিতে দেখিয়া

সুমিত্রা। মা আস্‌ছেন বাবা!

প্রমদা। তা আসুন! এমনি করে চিরকাল ওঁকে অনর্থক ভয় করেই—

[জয়ন্তী প্রবেশ করিলেন। প্রমদাচরণ কথা কহিতে কহিতে থামিয়া গেলেন।]

জয়ন্তী। কি? ব্যাপার কি!

প্রমদা। না, বিশেষ কিছু নয়। স্বদেশী আন্দোলনের অপরাধে সুরেশ্বরের এক বছর জেল হয়েছে—সেই কথাই হচ্ছিল—

জয়ন্তী। জেল হয়েছে? কেমন করে জানলে?

প্রমদা। খবরের কাগজে বেরিয়েছে।

জয়ন্তী। দেখি, (খবরের কাগজটী হাতে তুলিয়া লইয়া) তা অমন করে লাল-পেন্‌সিল্ দিয়ে দাগ দিয়েছ কেন? খবরটা খুব সুসংবাদ নাকি?

প্রমদা। একদিক থেকে সুসংবাদই বটে।

জয়ন্তী। তোমার পক্ষে কিন্তু কোনো দিক থেকেই সুসংবাদও নয়—দুঃসংবাদও নয়—

প্রমদা। একটা কথা ভুলে যাচ্ছ জয়ন্তী, তোমার সেই রেজেষ্ট্রী চিঠিটা যে মিথ্যা, সুরেশ্বরের জেল হওয়ায় সে বিষয় আর আমাদের কোন সন্দেহই রইল না!

জয়ন্তী। সেই জন্যেই বোধহয় সুরেশ্বরের জেল হওয়ার সংবাদ, তোমার

কাছে সুসংবাদ? সুরেশ্বর যে একজন নন্‌কোঅপারেটার, গভর্ণমেণ্টের শত্রু, এইটে প্রমাণ হওয়াতেই তুমি বোধহয় খুব খুসী হয়েছ? দেখ, এখনও গভর্ণমেণ্টের দেওয়া পেন্‌সনের টাকা ক'টাতেই এ পরিবারের অন্নবস্ত্র চল্‌ছে—মনে রেখো।

[বেগে প্রস্থান]

সুমিত্রা। বাবা!

প্রমদা। কি মা?

সুমিত্রা। চাকরী করা মানে কি তাহলে এই রকম করে আজীবন গভর্ণমেণ্টের দাসত্ব করা? গভর্ণমেণ্টের অপছন্দ কোন বিষয় নিয়ে কেউ ভাব্‌তেও পারবে না, আলোচনাও করতে পারবে না?

প্রমদা। কি জানি মা, অন্ততঃ তোমার মা ত সেইরকমই বল্‌ছেন।

[প্রমদাচরণ ঘরের বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিলেন]

সুমিত্রা। আবার এখন কোথায় যাচ্ছ বাবা?

প্রমদা। ঘরের আবহাওয়াটা আজ আর ভাল লাগছে না মা? একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি—

সুমিত্রা। আজ যে বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছে বাবা!

প্রমদা। তাহোক। আজ ঘরের ভেতরে যেন দম্ আট্‌কে আস্‌ছে—

সুমিত্রা। এত ঠাণ্ডায় বাইরে যাবে—একপেয়ালা চা খেয়ে গেলেই ভাল করতে বাবা?

প্রমদা। আজ থাক মা! কাল না হয়, সকাল সকাল এক পেয়ালা করে দিস্।

সুমিত্রা। তা দেব। আজও এক পেয়ালা চা আনি না বাবা?

প্রমদা। না মা না; আজ শুধু চা-টাই বন্ধ নয়, আজ আহারও বন্ধ, সুরেশ্বরের জেলের খবর পেয়েছি—আজ তুমি আর আমি প্রায়োপবেশন করব্ মা—প্রায়শ্চিত্ত করব

[চোখের জল মুছিতে মুছিতে প্রস্থান। সুমিত্রা একাকী ঘরের কোনে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অপর দিক দিয়া জয়ন্তী প্রবেশ করিলেন।]

জয়ন্তী। বেশী বাড়াবাড়ি করিস্‌নে সুমিত্রা! বেশী বাড়াবাড়ি করলে ওসব চরকা-টরকা আমি বাড়ী-থেকে ঝেঁটিয়ে বার করে দেব।

সুমিত্রা। তার চেয়ে তোমার এই আপোদবালাই মেয়েটাকেই ঝেঁটিয়ে বার করে দাও না কেন মা? তাহলে ত সব হাঙ্গামা চুকে যায়—

জয়ন্তী। সে উপায় থাকলে, দিতাম। কিন্তু পেটের মেয়েকে মা যে তা পারে না। আমার কথা শোন্ সুমিত্রা, এই বুড়ো বয়েসে ওঁকে আর পাগল করে তুলিস্ নে! লেখাপড়ার সময় থেকে আর আজ এতটা বয়েস পর্য্যন্ত আমি যাঁকে চালিয়ে নিয়ে এসেছি, তাঁকে আজ আর আমার হাত থেকে বার করে নিস্ নে। তাতে তোর মঙ্গল হবে না!

সুমিত্রা। এসব তুমি কি বলছ মা? তোমার হাত থেকে আমি বাবাকে বার করে নেব কেন?

জয়ন্তী। কিন্তু আমি যে দেখতে পাচ্ছি—তুই বার করে নিচ্ছিস্। ওঁকে

আমি চিনি, উনি যদি একবার ক্ষেপে ওঠেন, তখন আর শত চেষ্টাতেও ফেরাতে পারবি নে ! আমার সব সাধ-আহ্লাদ, সব কাজ বাকী রয়েছে। তোদের দুই বোনের বিয়ে আছে, আর দু'তিন মাস পরে তোর দাদা বিলেত থেকে ফিরে আস্‌ছে। এখনো অনেক কাজ বাকী সুমিত্রা—আমার এত সাধের সংসারে আগুন ধরিয়ে দিস্ নে। আমি তোর হাতে ধরছি, আমার কথা রাখ্। আমিও তোর মা। বল্ আমার কথা রাখবি ?

সুমিত্রা। (কাঁদ কাঁদ হইয়া) বলো মা, কি কথা রাখতে হবে ?

জয়ন্তী। তুই আবার আগেকার মত হ ! আমার সংসার যেমন চল্‌ছিল তেমনি চলুক—

সুমিত্রা। ও ! আগেকার মত ! সেই সাজ-সজ্জা, সেই লেস্‌ফ্রিল্, সেই বিলিতী কাপড় ?

জয়ন্তী। আমি অত কথা জানি নে, তুই আগে যেমন ছিলি তেমনি হ। তোর এ যোগিনীসাজ আমার যে কতবড় সাজা হয়েছে, তা আর আমি তোকে বোঝাতে পারব না—

সুমিত্রা। তাতেই কি তোমার সংসারের মঙ্গল হবে মা ?

জয়ন্তী। হবে। আমি বল্‌ছি হবে। আমি তোর মা—আমার কথা শোন—

সুমিত্রা। আচ্ছা মা, তাই হবে। এবার থেকে তোমার মতেই চল্‌ব কিন্তু একটা কথা—

জয়ন্তী। না, আমি আর কোন কথা শুনতে চাই নে, এর মধ্যে আর কিন্তু নেই—

সুমিত্রা। আর কোন কথাই শুনবে না মা ?

জয়ন্তী। না না, আর আমি কোন কথা শুনব না। মার সম্মান যখন রাখলি সুমিত্রা, তখন আর গোলমাল করিস্ নে—

সুমিত্রা। আচ্ছা তবে থাক্। কিন্তু শুনলেই বোধহয় ভাল করতে মা—

(প্রস্থান। অপর দিক দিয়া বিমানবিহারী ও সুরমার প্রবেশ।)

জয়ন্তী। এস বাবা, এস—

বিমান। সুরেশ্বরের এক বছর জেল হয়েছে, শুনেছেন বোধ হয় ?

জয়ন্তী। হ্যাঁ। একটু আগে সেই কথাই ত আমরা আলোচনা করছিলাম।—নিজের বুদ্ধির দোষেই এই বিপদটা টেনে আন্‌লে !

সুরমা। দেশকে ভালবেসে জেলে যাওয়া, তুমি কি বুদ্ধির দোষ বল মা ?

জয়ন্তী। বুদ্ধির দোষ নয় ! লোকে কথায় বলে সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় ! এও হয়েছে ঠিক তাই। গরীবের ছেলে যা হোক দু'পয়সা রোজগার করার চেষ্টা কর, মা বোনের দুঃখ ঘোচা, তা নয়—

সুরমা। পশুপক্ষীরাও ত এজগতে এসে নিজের খাবার নিজে চেষ্টা করে জোগাড় করে। খেয়েদেয়ে নেচেগেয়ে দুদিনবাদে মরে যায়। কিন্তু পশু পক্ষীর মত এমনি করে নেচেগেয়ে যাওয়াই কি সব মা ?

জয়ন্তী। তা নয় ত কি ! ওমর খৈয়ামও ত ঐ কথাই বলে গেছেন— জীবনটাকে ভোগ করে নাও—

সুরমা। ওমর খৈয়াম শুধু ঐ কথাই বলেননি মা! তিনি একদিকে যেমন ভোগ করতে বলেছেন, অপর দিকে, তেমনি ত্যাগ করতে বলেছেন, পৃথিবীর মাটীতে দাগ রেখে যেতেও বলেছেন।

জয়ন্তী। জানি নে বাপু অতশত! তোমাদের রকমসকম দেখে দিন-দিন কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠ্‌ছি।

সুরমা। হাঁপিয়ে উঠ্‌বার কি এমন কারণ হয়েছে মা?

জয়ন্তী। সুমিত্রা চরকা কাট্‌ছে! তুমি স্বদেশী বুলি আওড়াচ্ছ!

বিমান। শুধু স্বদেশী বুলিই আওড়াচ্ছেন না? ভাল করে চেয়ে দেখুন. বৌদি আবার খদ্দর পরাও সুরু করেছেন।

জয়ন্তী। (সুরমার প্রতি ভাল করিয়া দেখিয়া) তাই ত! কিন্তু কি তোমার এমন অভাব হয়েছে সুরমা যে এই মোটা খদ্দরগুলো পরতে হবে?

সুরমা। অভাবের জন্যে কি কেউ খদ্দর পরে মা?

জয়ন্তী। তবে কি জন্যে পরে শুনি?

বিমান। আজকাল সখ করেও অনেকে শুনেছি খদ্দর পরে—

সুরমা। কিন্তু সে সৌখীনদলের দেখাদেখি আমি সখ করে খদ্দর পরিনি ঠাকুর পো! দেশের অবস্থার কথা চিন্তা করতে গেলে দিশী মোটা খদ্দরই পরে থাকার দরকার। নইলে বিলাসিতায় ডুবে থাকলে, দেশের কথা ভাব্‌বার অবকাশও পাব না। ব্রাহ্মণের গলার পৈতে যেমন শ্রেষ্ঠ বর্ণের পরিচয় জানিয়ে দেয়—তেমনি মোটা খদ্দর অঙ্গে থাকলে দেশভক্তির

কথা কতকটা প্রকাশ পায়। যাক্—তুমি ততক্ষণ মার সঙ্গে কথা কও ঠাকুর পো, আমি বাবার সঙ্গে দেখা করিগে—

[দ্রুত প্রস্থান]

জয়ন্তী। কি? ব্যাপার কি বিমান?

বিমান। কি জানি মা! সুরেশ্বরের সঙ্গে পারিচয় হবার পর থেকেই বৌদির এ ভাবান্তর লক্ষ্য করছি!

জয়ন্তী। কিন্তু এত ভাল নয় বাবা! তোমাকে একটু শক্ত হওয়ার দরকার। নইলে এমনি করে মোটা খদ্দর কিনে কিনে টাকা পয়সা গুলো নষ্ট করবে!

[ব্যস্তভাবে বিমলার প্রবেশ]

বিমলা। মা, মা—মেজদির কাণ্ড দেখ্‌বে এস—

জয়ন্তী। কি? ব্যাপার কি?

বিমলা। দেরাজ খুলে মেজদি রাজ্যের জামা কাপড় বার করেছে। তাই না দেখে, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার কি মেজদি? বিলিতী কাপড় ছুঁতে না, আর আজ হঠাৎ এই কাপড়-গুলোই ঘাঁটছ? মেজদি কি বল্লে জান মা, বল্লে আজ থেকে ও মোটা খদ্দর পরা ছেড়ে দিলে।

বিমান। সে কি! হঠাৎ তোমার মেজদির এ ভাবান্তর?

বিমলা। কি জানি!

জয়ন্তী। ভাবান্তর নয় বিমান, ও আমাকে বলেছে, আজ থেকে ও আর খদ্দর পরবে না।

বিমান। কেন? খদ্দর পরবে না কেন?

জয়ন্তী। বোধহয় খদ্দরওয়ালাদের ধরে ধরে জেলে পুরছে দেখে ওর ভয় হয়েছে—

বিমলা। যা বলেছ মা! বোধহয় সুরেশ্বরবাবুর জেল হওয়ার খবর পেয়েই—

জয়ন্তী। তা হতে পারে। [সহসা সুমিত্রা কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পরিধানে মূল্যবান বিলাতী জামা ও কাপড়] এই যে! এস সুমিত্রা! [বিমানের প্রতি] দেখ দেখি বাবা, এই রকম জামা কাপড় না পরলে কি আর ওকে মানায়? দিন দিন ওর সাজসজ্জা দেখে যেন ক্রমশঃ হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিলাম। বস বাবা বিমান, তুমি আর সুমিত্রা ততক্ষণ গল্প কর, আমি আস্‌ছি। এস বিমলা— [বিমলা ও জয়ন্তীর প্রস্থান]

বিমান। হঠাৎ আজ তোমার এ বেশ পরিবর্ত্তন, আমার কাছে কেমন যেন বেমানান লাগছে!

সুমিত্রা কেন? বেমানান লাগছে কেন? এই বেশেই ত আপনারা আমাকে চিরকাল দেখে আসছেন।

বিমান। তা বটে! কিন্তু তবুও কেন বেমানান লাগছে—তা বল্‌তে পারিনে। মনে হচ্ছে, এ যেন তোমার আসল বেশ নয়—ছদ্মবেশ।

সুমিত্রা। যাক্—আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

বিমান। কি কথা বল?

সুমিত্রা। সুরেশ্বরবাবুর এক বছর জেল হয়েছে সে কথা আপনি জানেন?

বিমান। জানি। আজ সকালে কাগজে দেখছিলাম।

সুমিত্রা। আপনি তাঁদের একটু খোঁজখবর নেবেন ?

বিমান। তা নিতে পারি। আর নেওয়াও উচিত। আর কিছু তোমার বলবার আছে কি ?

সুমিত্রা। আর একটা কথা। সুরেশ্বরবাবু কোন্ জেলে আছেন তা আপনি জানেন কি ?

বিমান। জানি। আলিপুর জেলে।

সুমিত্রা। [কর প্রসারণ করিয়া] সেটা ত এই দক্ষিণ দিকে ?

বিমান। হাঁ। কিন্তু কেন তুমি একথা জিজ্ঞাসা করছ ?

সুমিত্রা। এম্‌নি। বিশেষ কোন কারণে নয়।

[একদিক দিয়া প্রমদাচরণ ও বিপরীত দিক দিয়া জয়ন্তী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পিতাকে দেখিয়া সুমিত্রা আগাইয়া গেল।]

বাইরে থেকে ঘুরে এলে বাবা ?

প্রমদা। হ্যাঁ। কিন্তু এ বেশ কেন মা ?

সুমিত্রা। কেন বাবা ? এ বেশ ত ভাল।

প্রমদা। হ্যাঁ ভাল! পোকায় ঘেরা ফুল যেমন ভাল! কিন্তু আমার কাছে কথা লুকোবার চেষ্টা করিস্ নে মা ? এ কাজ তুই যে সহজে করিস্‌নি—তা আমি জানি। কি হয়েছে আমাকে বল ?

জয়ন্তী। কি আর হবে ? কিছুদিন সখ হয়েছিল, তাই খদ্দর পরছিল—

প্রমদা। এ যদি তুমি সম্পূর্ণ নিজের বিবেচনায় করে থাক মা, তাহলে আমার বলবার কিছুই নেই ; কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, যে

এ তা নয়। এর মধ্যে কোনদিক থেকে জুলুমজবরদস্তি নিশ্চয়ই আছে।

জয়ন্তী। জুলুম-জবরদস্তি কোনদিক্ থেকেই নেই। কিন্তু তুমি যা বল্‌তে চাইছ, তা বুঝতে পেরেছি—হাতে পায়ে ধরে এই জামাকাপড় পরিয়েছি, এই ত? কিন্তু তুমি ভুলে যেয়ো না, যে আমি সুমিত্রার মা! আমার আদেশেও সে অনেক কাজ করতে পারে।

প্রমদা। [সুমিত্রার প্রতি] মাতৃ-আদেশ লঙ্ঘন করতে আমি তোমায় উপদেশ দিচ্ছিনে মা, তবে তোমার মঙ্গলের জন্যে যদি পিতৃ-আদেশেরও প্রয়োজন হয়, তাহলে তারও অভাব হবে না—মনে রেখো। [প্রমদাচরণের কথা শুনিয়া বিমান ও জয়ন্তী নিশ্চল হইয়া রহিলেন।]

তৃতীয় দৃশ্য

[সুরেশ্বরের বসিবার ঘর। ঘরের মেঝেয় একটা মাদুর বিছান। মাদুরের একপাশে সুরেশ্বরের বন্ধু অবনীশ বসিয়া স্বদেশী সঙ্গীত গাহিতেছে। মাধবী ও তারাসুন্দরী মুগ্ধ হইয়া সে গান শুনিতেছেন।]

কোথায় আলো কোথায় আলো
　　ঘনালো অন্ধকার!
দিকে দিকে ঐ কাঁদিছেন তাই
　　জননী নির্ব্বিকার!

সোনার শিকলে কে বাঁধিল কারে রাখিল স্বর্ণপুরে
দূর নভে হেরি সে যে যেতে চায়—অসীমের পানে উড়ে ;
তারে কে বাঁধার মন্ত্র আজিকে
ভোলায় বারেবার !
পাষাণ কারায় গুমরিয়া ওঠে অযুত বন্দী প্রাণ
শোনিতের দামে নিজেরে বিলায়ে কে করে তাদের ত্রাণ !
শিকল ছিঁড়িয়া মুছাবে কে আজ—
মায়ের অশ্রুধার !

তারা। (গীতান্তে) তুমি এমনি এসে এসে গান শুনিয়ে যাচ্ছ, আমার মনে হচ্ছে, এ গানের সুর জেলখানার পাঁচিল ভেদ করে সুরেশের কানে গিয়ে পৌছুচ্ছে ! সন্তান-পালন—মায়ের ধর্ম্ম ! তাই তোমাদের কাজে কিছু সাহায্য করতে পারি আর না পারি, তোমাদের মুখে সেকথা শুনলেও আমার পুণ্য হয় !

অবনীশ। তোমার পুণ্যি হচ্ছে কিনা জানিনে মা, কিন্তু ছেলেদের পাপের বোঝা তুমি যে অকাতরে বইছ, সেটা বেশ বুঝতে পারছি।

মাধবী। যা বলেছ অবনীশদা। আজ কদিন জ্বর ভোগ করছেন, এত করে বল্‌ছি ভাল করে একটা বিছানা করে দিই—নইলে ঠাণ্ডা লাগবে। কিন্তু কিছুতেই সে কথা শুনছেন না। ঐ শুধু কম্বলেই শুচ্ছেন। তাও একটা বালিশ পর্য্যন্ত নিচ্ছেন না।

অবনীশ। অসুখ শরীরে এমন করে কি আর সন্তান-ধর্ম্ম পালন করা চলে মা ? এরকম অত্যাচার করলে অসুখটা বেড়ে যাবে যে !

তারা। না বাবা! বরং এ আচার নিয়ম-নিষ্ঠা পালন না করলেই অত্যাচার করা হবে।

অবনীশ। জানিনে মা! তোমার কথা তুমিই বোঝ। তবে ছেলে যখন মায়ের ব্রত পালন করছে, তখন মায়ের কি আর ছেলের ব্রত পালন না করলেই নয়!

তারা। না। তা হয় না অবনীশ! ছেলে যেমন মায়ের ধর্ম্ম পালন করবে, মায়েরও তেমনি ছেলের ধর্ম্ম পালন করে চলতে হবে, নইলে কখনই তা সফল হবে না।

অবনীশ। যা ভাল বোঝ কর মা! তোমাকে যুক্তি দেওয়া বৃথা!

মাধবী। আচ্ছা অবনীশদা, জেলে দাদাকে কি খেতে দেয়?

অবনীশ। তা ত জানি নে বোন! তবে কোর্ম্মা-কাবাব খেতে দেয় না নিশ্চয়ই। সুরেশের সেই হাকিম বন্ধুটী এলে তাকে একবার জিজ্ঞেস্ করিস না?

মাধবী। মনে করেছিলুম তাঁকে জিজ্ঞেস করব। কিন্তু তিনি অনেকদিন আসেন নি?

অবনীশ। হাকিম মানুষ! স্বদেশীওয়ালাদের বাড়ী কি আর ঘন ঘন আস্‌তে পারে? তারওপর যে সে স্বদেশী নয়—জেলখাটা স্বদেশী! এর পরে ত আর আসবেই না। যাক্ আমি তাহলে এখন উঠি। মাকে একটু সাবধানে রাখার চেষ্টা করিস্ মাধুদি! ওবেলার দিকে আবার আসব। (প্রস্থান)

মাধবী। পূজোর ঘরে তোমার সব গোছ করে দিয়েছি মা! এইবেলা পূজোটা সেরে নাও—

তারা। হ্যাঁ চল যাই —

[তারাসুন্দরীর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে মাধবী তাঁহাকে লইয়া গেল। অপর দিক দিয়া কানাইয়ের সহিত বিমান প্রবেশ করিল।]

কানাই। আপনি ততক্ষণ এ ঘরে বসুন, আমি দিদিমনিকে ডেকে দিচ্ছি। দাদাবাবু ত বাড়ী নেই, তাঁর একবছরের জন্যে—

বিমান। হ্যাঁ সে কথা আমি জানি; মা কি বড় বেশী কাতর হয়েছেন ?

কানাই। তা আর হবেন না বাবু! কত আদরের ছেলে! তবে মুখ দেখে কিছু বোঝবার জো নেই, মুখে সদা-সর্ব্বদাই হাসি লেগে রয়েছে !

বিমান। তা মা ভাল আছেন ত ?

কানাই। না। ভাল নয়, কদিন থেকে তাঁর জ্বর হয়েছে।

বিমান। ও! আর তোমার দিদিমনি ? তিনি কেমন আছেন ?

কানাই। তাঁর কথা আর বলবেন না বাবু, যেমন ভাই, তেমনি বোন ! দাদাবাবুর জেল হয়ে পর্যান্ত দিদিমনির আর কাজের শেষ নেই। সংসারে কাজ কর্ম্ম ত আছেই। তার ওপর সূতো কাটা! নিজের ভাগের সূতো কেটে আবার দাদাবাবুর ভাগ পর্য্যন্ত কাটছেন। আমি একদিন বলতে গিয়েছিলাম— দিদিমনি! তুমি একলা অত পরিশ্রম করো না, আমিও না হয় দাদাবাবুর ভাগ খানিকটা করে কাটি—

বিমান। তা তিনি কি তাতে রাজী হলেন না ?

কানাই। না। তাতে হাসতে হাসতে বললেন—যা কানাই, তুই নিজের চরকায় তেল দিগে যা—

বিমান। তুমিও কি চরকা কাট নাকি?

কানাই। কাটি বৈ কি বাবু, না কাটলে কাপড় পাব কি করে?

বিমান। তাহলে তোমাদের বাড়ীর সকলেই সুতো কেটে কাপড় পরেন?

কানাই। হাঁ। মাঠাকরুণ পর্য্যন্ত নিজের সুতো নিজে কাটেন। খদ্দর ছাড়া এ বাড়ীতে অন্য কাপড় চলে না বাবু!

বিমান। ও! তা তোমার মাঠাকরুণকে একবার খবর দাও—বল যে বিমানবাবু এসেছেন—

কানাই। আপনি ততক্ষণ বসুন। আমি এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[কানাই-এর প্রস্থান]

[ঘরের একপার্শ্বে একটী চরকা ও কিছু তূলা পড়িয়াছিল। বিমান সেটীকে সন্তর্পণে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া সূতা কাটিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণের মধ্যে মাধবী প্রবেশ করিল।]

মাধবী। (বিমানকে চরকা কাটিতে দেখিয়া হাসিয়া) এ কি!

বিমান। আশ্চর্য্য হচ্ছেন?

মাধবী। তা একটু হচ্ছি বৈ কি! আপনার চরকা কাটা দেখে, আমার প্রথমভাগের ছড়া মনে পড়ছে—

বিমান। কি রকম?

মাধবী। বর্ণ-পরিচয় করাণর জন্যে 'ই'কার আর 'ঈ'কারের তলায় কি ছড়া লেখা আছে মনে নেই? 'ইঁদুর ছানা ভয়ে মরে। ঈগল পাখী পাছে ধরে।'

বিমান। ও! তাহলে বলতে চান আমি ঈগলপাখী?

মাধবী। চরকা আপনাদের কাছে ইঁদুর ছানারই সামিল! আর হাকিম সে তুলনায় ঈগলপাখী বৈকি!

বিমান। বেশ। তাহলে আর ঈগলপাখী হয়ে কাজ নেই। আপনাদের ইঁদুর ছানাটীকে যথাস্থানেই রেখে দিচ্ছি—

[বিমান যথাস্থানে চরকাটী সরাইয়া রাখিলেন।]

মাধবী। রাগ করলেন নাকি?

বিমান। না না, রাগ করব কেন? তবে হাকিম সম্বন্ধে আপনার কিছু ভুল ধারণা আছে।

মাধবী। হাকিমদেরও আমাদের সম্বন্ধে ভুল ধারণা আছে—

বিমান। তা হয়ত থাকতে পারে। কিন্তু পরস্পরের এই ভুল সংশোধনেরও ত একটা উপায় করা উচিত।

মাধবী। বেশ ত, আমার যদি আপনার সম্বন্ধে কোন ভুল ধারণা থাকে আপনিই তা সংশোধন করে দেবেন—

বিমান। সংশোধন করতে ইচ্ছে হয় মাধবী দেবী, লোভ হয়!

মাধবী। [বিস্মিতভাবে] লোভ হয়? কেন, লোভ হয় কেন?

বিমান। কেন হয় তা এখনো ঠিক বুঝতে পারি নে, কিন্তু লোভ হয় তা বুঝতে পারি। কিন্তু সে কথা যাক, শুনছি আপনার মার অসুখ, তিনি কোথায়? তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

মাধবী। বসুন। মা এলেন বলে। আপনি এসেছেন তিনি জানেন।

বিমান। তাঁর অসুখ, তাঁকে আর এ ঘরে আনার দরকার কি? তার চেয়ে বরং চলুন, আমিই তাঁর ঘরে যাই—

মাধবী। অসুখ বটে। তবে শয্যাশায়ী নন। মা পূজো করছেন। এখুনি এলেন বলে। কিন্তু মার অসুখের খবর আপনি কোথায় পেলেন ?

বিমান। কানাইয়ের কাছে। এসেই তার কাছে সব খবর নিয়েছি।

[সহসা তারাসুন্দরীকে আসিতে দেখিয়া বিমান আগাইয়া গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।]

তারা। এস বাবা, বস। আমি মনে করেছিলাম যে, আমার এ ছেলেটী একেবারে আমার গঙ্গাযাত্রার দিন গামছা কাঁধে করে এসে দাঁড়াবে। তার আগে যে তুমি আসবে বাবা, সে আশা আমরা ক্রমশঃ ছেড়ে দিয়েছিলাম।

বিমান। আমি কিন্তু মধ্যে মধ্যে প্রায়ই এ-বাড়ীতে এসেছি মা ? তবে আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি।

তারা। তা জানি। সুরেশের কাছে তোমার সংবাদ সর্ব্বদাই পেতাম।

বিমান। সুরেশ্বরের খবর পেয়ে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি মা !

তারা। এতে আর দুঃখিত হবার কি আছে বাবা ? যে যে-বিষয়ের কারবার করবে, তার কষ্ট তাকে ত ভোগ করতেই হবে। আমি বেশ করে ভেবে দেখেছি বিমান, এতে দুঃখিত হবার কোন কারণ নেই। আমার ছেলে জেলে না গিয়ে শ্বশুরবাড়ী গেলে খুবই ভাল হয়, তা জানি। কিন্তু সেই রকমে সকলের ছেলেই যদি শ্বশুরবাড়ী যায় তাহলে দেশ কোথায় যায় বাবা ? দেশের ত আর শ্বশুরবাড়ী নেই !

বিমান। আপনি যা বলছেন, তা হাজারবার সত্য মা, কিন্তু আপনার মত ক'জন মা তা ভাবতে পারেন ?

তারা। কেন পারবে না বাবা ? কিছুকাল আগে এই দেশের মেয়েরাই ত নিজের হাতে স্বামীপুত্রকে যুদ্ধের সাজে সাজিয়ে দিত। সেই দেশেই আমরা বাস করছি, অথচ মনে হয়, সে সব যেন কোন্ আরব্য উপন্যাসের কথা !

মাধবী। মা, দাদা জেলে কি খাচ্ছেন, বিমানবাবু বোধহয় সে খবর আনিয়ে দিতে পারেন।

বিমান। হাঁ হাঁ, আমি নিশ্চয়ই সে খবর আনিয়ে দেবো। আর খুব সম্ভবতঃ তার খাওয়ার বিষয়ে একটু সুব্যবস্থাও করিয়ে দিতে পারব।

তারা। আমি জানি, তা তুমি পারবে। কিন্তু তার দরকার নেই বাবা। এরকম আব্দার-অনুরোধ করলে নিজেকে একটু খাটো হতে হয়। আর তাছাড়া আমি ত সুরেশকে জানি, জেলের মামুলী বরাদ্দের অতিরিক্ত এক কণাও সে স্পর্শ করবে না।

বিমান। তবে সুরেশ্বর জেলে কি খাচ্ছে, জেনে কি হবে মা ?

তারা। মাধবীর মতলব, যে রকম খাওয়া সুরেশ জেলে খাচ্ছে, যতটা সম্ভব সেইরকম খাওয়া আমাদের বাড়ীতেও জারী করে—

বিমান। (সবিস্ময়ে) ও !

তারা। জেলখানায় কয়েদীদের কি বিছানা দেয় জান বিমান ?

বিমান। না, ঠিক জানি নে।

তারা। আমিও জানিনে। কিন্তু একখানা কম্বল আর একটা ইঁট দিয়ে মাধবী নিজের বিছানা করেছে—

বিমান। এত কষ্ট সহ্য করছেন! এ যে কঠোর তপস্যার মত কঠিন!

মাধবী। না না, এতে তপস্যার কিছু নেই! ইঁট যত শক্ত, ইঁটে মাথা দিয়ে শোওয়া তত শক্ত নয়, বিশেষতঃ কম্বল দিয়ে ঢেকে নিলে।

বিমান। কম্বল দিয়ে ঢেকে নিলে, কি কথা দিয়ে ঢেকে নিলে তা ঠিক বুঝতে পারছি নে। শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি যে, সেদিন আমি দেবালয়ে পশুহত্যা করে গিয়েছিলাম! আর তার জন্যে আজ আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা চাইছি—

মাধবী। না না, ও-সব কথা আবার তুল্‌ছেন কেন? ও-সব কথা ত সেইদিনই শেষ হয়ে গিয়েছে—

তারা। কি কথা?

বিমান। সে একটা অত্যন্ত অন্যায় কথা মা! সে বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। (মাধবীর প্রতি) আপনি সময় মত মাকে কথাটা শুনিয়ে দেবেন। আপনারা ত প্রায়শ্চিত্ত করেইছিলেন, আমিও করেছিলাম। তবে ইচ্ছায় নয়, বাধ্য হয়ে। পরের দিন যখন মনে পড়্‌ল—যে আমার অপরাধের জন্যে আপনি আর সুরেশ্বর প্রায়শ্চিত্ত করছেন, তখন আমার গলাটা একেবারে যেন চেপে গেল! সমস্তদিন আর জল পর্য্যন্ত খাবার শক্তি ছিল না—

মাধবী। দেখুন দেখি, কি অন্যায়!

বিমান। কার অন্যায় তা মা'র দ্বারায় বিচার করিয়ে নেবেন। আমি এখন চল্‌লাম। আসি মা!

[তারাসুন্দরীকে প্রণাম করিয়া বিমান চলিয়া গেল। তারাসুন্দরী ও মাধবী সবিস্ময়ে সেদিকে চাহিয়া রহিলেন।]

চতুর্থ দৃশ্য

[প্রমদাচরণের গৃহ। ড্রইং রুম। ঘরের একপাশে জয়ন্তী ও বিমলা কথা কহিতেছিলেন :]

জয়ন্তী। তুই ঠিক দেখেছিস্ বিমলা, যে সুমিত্রা ঘুমোয় না?

বিমলা। হ্যাঁ মা। ঘুম ভাঙ্‌লে আমি প্রায়ই দেখি, মেজদি জেগে বসে আছে। তা ছাড়া—

জয়ন্তী। তা ছাড়া কি?

বিমলা। তা ছাড়া রোজ শোবার আগে আর ঘুম ভাঙার পর, দক্ষিণ-মুখো হয়ে হাত জোড় করে মেজদি অনেকক্ষণ প্রণাম করে।

জয়ন্তী। প্রণাম করে? কাকে প্রণাম করে বিমলা?

বিমলা। তা জানি না। জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয় না। বলে, তোর সে খবরে দরকার কি? ঐ ত মেজদি আস্‌ছে—তুমিই জিজ্ঞাসা কর না মা, মেজদি কাকে প্রণাম করে? আমি থাকলে হয়ত বলবে না। আমি যাই—

[বিমলা প্রস্থান করিল। অপরদিক দিয়া সুমিত্রার প্রবেশ।]

সুমিত্রা। দিদির আজ আসবার কথা ছিল না মা?

জয়ন্তী। হ্যাঁ। আমি তাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

সুমিত্রা। এখনো আসেন নি ?

জয়ন্তী। না। বিমান কোর্ট থেকে ফিরে বোধহয় তাকে নিয়ে আসবেন।—সুমিত্রা !

সুমিত্রা। কি মা ?

জয়ন্তী। শুন্‌ছি, তুই নাকি রাত্রে ঘুমোস্ না ?

সুমিত্রা। কে বল্লে ?

জয়ন্তী। যেই বলুক। কেন রাত্রে ঘুম হয় না বল্ মা ?

সুমিত্রা। ঘুম হবে না কেন ? তবে ঘুম হতে দেরী হয়।

জয়ন্তী। কেন দেরী হয় ? (সুমিত্রা নিরুত্তর) শোন্ সুমিত্রা, আমি তোর মা, আমার কাছে কোন কথা লুকোস্‌নে ! বাপের সঙ্গে দেশোদ্ধারের পরামর্শ করতে হয় করিস্; কিন্তু সুখ-দুঃখের কথাটা তোর মার জন্যেই রাখিস্ ! কেন তুই দিন দিন এমন শুকিয়ে যাচ্ছিস্ ? আর এই শীতের রাত্রে গরমই বা তোর হয় কেন ?

সুমিত্রা। কেন হয় তা কি করে জানব ?

জয়ন্তী। জানিস্ বৈ কি ! আমার কাছে লুকোস্ নে সুমিত্রা !

সুমিত্রা। কিন্তু সে কথা শুনলে তুমি কি বিশ্বাস করবে মা ?

জয়ন্তী। কেন করব না ? তোর অসুখের কথা আমি বিশ্বাস করব না ?

সুমিত্রা। রাত্রে বিছানায় শুয়ে আমার গা জ্বালা করে ! আমার বিশ্বাস মা, বিলিতী কাপড় পরে শোবার জন্যেই এইরকম হয়।

খদ্দরের কাপড় মোটা হলেও, খদ্দর পরে ত' কখনো ও রকম গরম হত না!

জয়ন্তী। তবে খদ্দর পরেই শুস্ নে কেন? আমি ত খদ্দর পরতে বারণ করিনি।

সুমিত্রা। তা করনি। কিন্তু আজকাল খদ্দর পরা ত শুধু পরা নয় মা, এ একটা ব্রত। এর মধ্যে ছোঁয়াছুত্ চলে না!

জয়ন্তী। তোরাও ছোঁয়াছুত্ মানিস্ নাকি?

সুমিত্রা। মানি বৈ কি! পূজো করবার সময়ে দেশী গন্ধ-পুষ্প দিয়েই যেমন পূজা করতে হয়, তেমনি দেশের পূজা করতে হলে শুধু খদ্দরই চলে, বিলিতী কাপড় চলে না!

জয়ন্তী। (চিন্তা করিয়া) বেশ। দেশের পূজো তোমার যেমন করে করতে ইচ্ছে হয়, তেমনি করেই কর। আমি আর কিছু বলব না। আজ থেকে তুমি খদ্দরই পরো—

সুমিত্রা। আমার ওপর রাগ করে এ কথা বলছো মা?

জয়ন্তী। যখন মা হবে, তখন বুঝবে যে সন্তানের ওপর রাগ করে মা কত কথা বলে!

সুমিত্রা। তবে বিরক্ত হয়ে বলছ বুঝি?

জয়ন্তী। না। বিরক্ত হব কেন?

সুমিত্রা। তবে অভিমান করে বলছ?

জয়ন্তী। না। কেন কি জন্যে যে তোকে আবার খদ্দর পরতে বলছি, তা আমি তোকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। তবে যে বেশ আমি একদিন তোর গা থেকে খুলিয়ে নিয়েছিলাম, মনে করছি

সেই বেশেই আমি তোকে নিজে হাতে সাজিয়ে না দিলে শান্তি পাব না। তুই আয়—তুই আয়—

[সুমিত্রাকে লইয়া জয়ন্তী ব্যস্তভাবে প্রস্থান করিলেন, অপরদিক দিয়া বিমান ও প্রমদাচরণ প্রবেশ করিলেন। বিমানের বেশভূষার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অঙ্গে খদ্দরের ধুতি, চাদর পাঞ্জাবী, মাথায় গান্ধী টুপি, পায়ে তালতলার চটি। প্রমদাচরণের চোখে মুখে গভীর চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে।]

প্রমদা। কিছুদিন ধরে আমি তোমার ভাবান্তর লক্ষ্য করে আসছি বিমান; কিন্তু আমি ভাবতে পারিনি, যে এত শীঘ্রই তোমার জীবনে এমন একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘট্‌বে!

বিমান। অনেক ভেবে দেখলাম, রাজপথে চলতে হলে, রাজার পথে চলা চলে না।

প্রমদা। ঠিকই তো। দু নৌকোয় পা দিয়ে কোনো লাভ হয় না। এক মত আর এক পথ না হলে লক্ষ্য স্থলে পৌছান সম্ভব নয়। নিষ্ঠাই হচ্ছে, সবচেয়ে বড় জিনিষ বিমান! এই নিষ্ঠা যদি বজায় রেখে চল্‌তে পার, জীবন-যুদ্ধে নিশ্চয়ই জয়ী হবে বাবা!

বিমান। আমি শুধু চাকরিই ছেড়েছি। কিন্তু কাজ কিছুই করতে পারিনি। স্বরেশ্বরের বাড়ী যদি যান, দেখ্‌লে মনে হবে—সে যেন দেব-মন্দির!

প্রমদা। দেব-মন্দির সাজিয়ে তোলার ভার যে মায়েদের ওপর! সেখানে স্বরেশ্বরের অমন মা আছেন বলেই ত মন্দিরটাকে জাগ্রত করে তোলা সম্ভব হয়েছে বাবা!

বিমান। সত্যিই! বাড়ীর মা বোনের কথা ছেড়ে দিন, বাড়ীর চাকরটিকে পর্য্যন্ত নিজের হাতে চরকায় সুতো কাটতে হয়!

প্রমদা। এটাই বড় কথা নয় বিমান! সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, সুরেশ্বরের বাড়ীর চাকরটীর ত্যাগও অনুকরণীয়; সে হয়ত অন্য জায়গায় গেলে চাকরী পায়, আর চরকায় সুতো কেটেও কাপড়ের সংস্থান করতে হয় না। কিন্তু তা সে চায় না। যে বীজমন্ত্রের যাদুস্পর্শে সে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে—তাকেই সে সার্থক করে তোলার জন্যে ব্যাকুল! তাইত ভাবছি বিমান, সুরেশ্বরের মায়ের মত মা যদি আজ ঘরে ঘরে আমরা পেতাম, তাহলে সব গৃহই হত জাগ্রত! সব গৃহই হত দেব-মন্দির! আমার বড় ইচ্ছে হয় একদিন তোমার সঙ্গে সুরেশ্বরদের বাড়ি যাই—

বিমান। বেশ ত, কাল সকালে সুরেশ্বর জেল থেকে খালাস হ'য়ে বাড়ী আসছে। পরশু আপনি চলুন।

প্রমদা। (সবিস্ময়ে) কাল সুরেশ্বর আসছে? কিন্তু এখনো ত—

বিমান। আজ্ঞে হ্যাঁ, মাস চারেক আগেই তাকে ছেড়ে দিচ্ছে।

প্রমদা। নিশ্চয় যাব! পরশুই তার বাড়ী গিয়ে ফুলের মালা দিয়ে তাকে অভিনন্দিত করব!

বিমান। মালা ত জেলের গেটেই সে একরাশ পাবে। তার চেয়ে আপনি তাকে অন্য জিনিষ দিয়ে অভিনন্দিত করুন না কেন?

প্রমদা। আচ্ছা, কি দেওয়া যায় বলত?

বিমান। সুমিত্রাকে দিয়ে—

প্রমদা। সুমিত্রাকে দিয়ে! তুমি কি বলছ বিমান?

বিমান। কেন? তাতে আপত্তির কি আছে?

প্রমদা। না না; আপত্তির কথা হচ্ছে না। আমি ভাব্‌ছি তোমার মনে এ অভিমান এলো কোথা থেকে?

বিমান। এ কিন্তু আমার অভিমানের কথা নয়। আমি জানি, সুমিত্রা সুরেশ্বরকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। সে তপঃশ্চারিণীর মত সুরেশ্বরের আদর্শকেই মেনে চলেছে। এমন কি সুরেশ্বর আলিপুর জেলে বন্দী হয়ে থাকার পর থেকে সে কোনদিন দক্ষিণদিকে পা করে শোয়নি! সে প্রতিটি সকাল সন্ধ্যায় সেদিকে দু'হাত তুলে প্রণাম জানিয়েছে!

[জয়ন্তী সুমিত্রাকে খদ্দরের পোষাকে সজ্জিত করিয়া ও নিজে খদ্দর পরিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কন্যাকে প্রমদাচরণের হাতে দিয়া]

জয়ন্তী। এই নাও, তোমার মেয়ে তোমাকে ফিরিয়ে দিতে এসেছি।

প্রমদা। মেয়ে ফিরিয়ে দিতে এসেছ! (সুমিত্রাকে দেখিয়া) ও! তা বেশ; তা বেশ। প্রথম দিন আমি একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম বটে; কিন্তু তারপরই মনে হয়েছিল যে এই রকমই একটা কিছু অবশেষে ঘট্‌বে। আর তার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছিলাম—

জয়ন্তী। আর অপেক্ষা করতে হবে না। তোমাদের মনস্কামনাই পূর্ণ হয়েছে। শুধু তোমার মেয়ে নিজেই খদ্দর পরেনি, আমাকেও খদ্দর পরিয়ে ছেড়েছে—

প্রমদা। (জয়ন্তীকে ভাল করিয়া দেখিয়া) তাইত! দণ্ডবিধানও যে হয়ে গেছে দেখছি! তা তুমি কি বললে?

জয়ন্তী। কি আর বলব! বল্‌লাম, যখন তোমাদের দিনকালই পড়েছে, তখন যা বল্‌বে, তাই করতে হবে।

প্রমদা। তুমি আমাকে মেয়ে ফিরিয়ে দিতে এসেছ, কিন্তু বাস্তবিক তুমিই তোমার মেয়েকে আজ ফিরে পেলে! পাওয়া মানে, শুধু হাতের মধ্যে পাওয়া নয়, মনের মধ্যে পাওয়াই হচ্ছে আসল পাওয়া! (সুমিত্রার প্রতি) আমি আশীর্ব্বাদ করি মা! তোমার জীবন সার্থক হোক্, সফল হোক্। এখন থেকে জননী আর জন্মভূমির সেবা করে তুমি ধন্য হও!

পঞ্চম দৃশ্য

[সুরেশ্বরের পড়িবার ঘর। সুরেশ্বর ও তারাসুন্দরী কথা কহিতেছিলেন।]

সুরেশ্বর। তোমার শরীর সেরে ওঠা একান্তই দরকার মা। আমার ত' কিছু ঠিক নেই। কে জানে, আবার কবে কতদিনের জন্যে ডাক পড়ে! তাই ভাব্‌ছি, এইবেলা একটি সৎপাত্র দেখে মাধবীর বিয়েটা যদি সেরে ফেলা যায়—

তারা। ভগবানের দয়ায় তোর যেন আর ডাক না পড়ে বাবা। কিন্তু মহাকালের ডাক পড়বার আমার ত' সময় হ'য়ে এল। এই সময়ে মাধবীর বিয়েটা দিয়ে ফেলতে পারলে, সত্যিই ভাল হয়।

স্থরেশ্বর। কোনো পাত্র তোমার নজরে পড়ে মা?

তারা। (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) মনে ত হয় পড়ে।

স্থরেশ্বর। কে মা, বিমান?

তারা। হ্যাঁ, ঠিকই আন্দাজ করেছিস্। ভারী চাপা মেয়ে মাধবী, কিছু জানবার যো নেই—কিন্তু আমার বিশ্বাস, বিয়ে হ'লে ওরা দু'জনেই সুখী হবে। মানুষ যদি মানুষকে নিঃশব্দে ঢেলে সাজতে পারে, তাহলে বিমানকে মাধবী ঢেলে সেজেছে সুরেশ!

স্থরেশ্বর। সত্যি মা, অমাবস্যা একেবারে পূর্ণিমায় পরিণত হয়েছে। এ একেবারে আশাতীত! বিমানের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় আমার ধারণা হয়েছে, আর যাই হোক্ না কেন, অন্ততঃ সুমিত্রার ওপর থেকে তার মন স'রে গিয়েছে। কাজেই, তাকে পাত্র হিসেবে দেখলে বোধহয় খুব অন্যায় হয় না।

তারা। ভাবছি, আজ এ-বেলা বিমানকে খেতে বল্‌ব। আমার অসুখের সময়ে দুটীবেলা এসেছে, দেখেছে, খবর নিয়েছে। কিন্তু কোনদিন একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে জল খায়নি। যখনি বলেছি, বলেছে—সুরেশ ফিরে আসুক, একসঙ্গে পাশাপাশি ব'সে খাব। আপনি নিজ হাতে পরিবেশন করবেন।

স্থরেশ্বর। তা হ'লে ত' ওকে এখনি ব'লে আসতে হয় মা!

তারা। তা বেশ, ব'লেই না হয় আয়। তোকে খাওয়াবে ব'লে মাধবীও ত আজ পাঁচ-রকম রাঁধছে—

স্থরেশ্বর। কিন্তু জামাই খাওয়ানোর প্রথম নেমন্তন্নের ভার শুধু মাধবীর ওপর ছেড়েই নিশ্চিন্ত থেকো না মা—

তারা। না রে, না। তুই যা—

সুরেশ্বর। আচ্ছা, তাহ'লে ওকে একেবারে ধ'রে নিয়েই আসি। [প্রস্থান]

[তারাসুন্দরী প্রস্থানোদ্যত, এমন সময়ে মাধবীর প্রবেশ]

মাধবী। দাদা কোথায় গেলেন মা ?

তারা। বিমানকে ডেকে আনতে গেল। এবেলা তাকে খেতে বলেছি।

মাধবী। সে কি ! কোনো কিছুর যোগাড়যন্ত্র নেই, হঠাৎ খেতে বল্‌লে ?

তারা। যা হবে, তাই দিয়েই খাবে। আমার অসুখের সময়ে বল্‌ত, সুরেশ এলে একসঙ্গে ব'সে খাবে, তাই ভাবলাম যা হোক্ আজ একটু হচ্ছে ত—

মাধবী। সে যা-হোক্ দিয়ে বাইরের লোককে ত খেতে দেওয়া যায় না মা !

তারা। এখনো বিমানকে বাইরের লোক মনে করিস্ মাধবী ?

মাধবী। বড়লোকেরা গরীবদের কাছে চিরকালই বাইরের লোক। তা ছাড়া, বিমানবাবুকে এত আপনার ব'লে মনে করবার এমন কি কারণ হ'ল মা ?

তারা। ছি, ছি, ওকথা বলিস্ নে মাধবী ! অধর্ম্ম হবে ! সব কিছু ত্যাগ ক'রে যে তোদের আদর্শের পথে এসে দাঁড়িয়েছে—তাকে পর ব'লে দূরে ঠেলে রাখতে চাস্ ? অত বড় চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে যে তোদের দলে যোগ দিলে, সে আপনার হ'ল না ?

মাধবী। কিন্তু আমি ত' বিমানবাবুকে চাকরি ছাড়তে অনুরোধ করিনি মা, আমি বরং মানাই করেছিলাম। ওঁর চাকরি ছাড়ার জন্যে আমি একটুও দায়ী নই।

তারা। নাঃ, তুমি কেন দায়ী হবে? দায়ী ঐ সামনের বাড়ীর পটলীর মার পিসি!

[বাহিরে বিমানের কণ্ঠস্বর—সুরেশ্বর আছ?]

এস বাবা বিমান, ভেতরে এস।

[বিমানের প্রবেশ]

সুরেশ্বর ত' তোমাদেরই বাড়ী গেছে।

বিমান। (সবিস্ময়ে) কেন?

তারা। তোমরা দুটি ভাই আজ এ-বেলা এখানে পাশাপাশি ব'সে খাবে, তাই বলতে—

মাধবী। কিন্তু শুধু শাক-চচ্চড়ি।

বিমান। মা'র হাতের শাক-চচ্চড়ি পেলে, চপ্‌-কাটলেট্‌ কে চায়? সে শাক-চচ্চড়ি ত' অমৃত! কিন্তু তা হ'লে কি করা যায়? সুরেশ্বরের সন্ধানে যাব, না, এখানেই অপেক্ষা করব?

তারা। (ব্যগ্রকণ্ঠে) না, না, এখানেই অপেক্ষা কর, তোমাকে না পেয়ে সুরেশ এখনি ফিরে আসবে। দেরী করবে না। তোমরা ততক্ষণ কথাবার্ত্তা কও, আমি একটু ওদিকে দেখিগে—

[প্রস্থান]

বিমান। (বসিয়া) তুমি হয়ত' মনে করবে মাধবী, এমন পেটুক মানুষ যে নিমন্ত্রণের কথা শুনেই বসে গেল।

মাধবী। নিমন্ত্রণ পেয়ে যিনি কাজের ছুতো ক'রে বার বার নিমন্ত্রণ ছেড়ে দেন, তিনি যে কত বড় পেটুক, তা আমার জানা আছে।

বিমান। মাধবী!

মাধবী। বলুন!

বিমান। প্রমদাচরণ বাবু আর জয়ন্তী দেবীর সঙ্গে সুমিত্রা একটু পরে তোমাদের বাড়ী আসছে—তা নিশ্চয় জান?

মাধবী। জানি, কাল সন্ধ্যায় প্রমদাবাবু মাকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন।

বিমান। সেই সময়ে সুরেশ্বরের সঙ্গে সুমিত্রার মিলন একেবারে পাকা ক'রে ফেলতে হবে। এবিষয়ে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করছি মাধবী!

মাধবী। কিন্তু তার আগে আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে। আচ্ছা, আপনি চাকরি ছাড়লেন কেন?

বিমান। তোমাদের রাজপথের নিষ্ঠা রাখবার জন্যে। রাজপথে চল্‌তে হ'লে ত' রাজার পথে চলা চলে না, তাই—

মাধবী। কিন্তু রাজপথে চলবার ইচ্ছে আপনার কেন হ'ল, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

বিমান। সে আমার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথা। সকলেরই কাছে আমি তা অজানা রাখতে চাই। প্রথম অধ্যায়ে যে শিক্ষা পেয়েছি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেটা মনে রাখলে অনেক দুঃখ এড়িয়ে যেতে পারব।

মাধবী। কিন্তু যে সাহায্য আপনি আমার কাছে চাইছেন, তার জন্যে যে আমার জানা দরকার, কেন আপনার রাজপথে চল্‌বার ইচ্ছে হ'ল?

বিমান। যদি তেমন দরকার হয়, তোমার কথার উত্তর না হয় পরে দেবো, উপস্থিত একটা গল্প বলি শোন—একদিন আকাশের চাঁদ আমাদের এই মাটির পৃথিবীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা পৃথিবী, তোমার বুকের ওপর জ্যোৎস্না পড়েছে কেন ?" পৃথিবী মুখে কোনো উত্তর দেয়নি ; মনে মনে বলেছিল, 'মন্দ নয় ! তার কৈফিয়ৎও আমাকে দিতে হবে।' রাজপথে চল্‌বার কেন আমার ইচ্ছে হ'ল, আরো স্পষ্ট ক'রে তার কৈফিয়ৎ দেবার দরকার আছে কি মাধবী ?

মাধবী। (আরক্ত মুখে মৃদুস্বরে) না।

বিমান। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) একটা কাজ সেরে মিনিট দশেকের মধ্যেই আমি ফিরে আসছি। (হাতের ঘড়ি দেখিয়া) এখনও ওঁদের আসতে ঘণ্টা খানেক দেরি আছে।

মাধবী। (বিমানের পিছনে পিছনে দুই তিন পা গিয়া) কিছু যদি মনে না করেন ত' একটা কথা বলি।

বিমান। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে) না না, মনে করব কেন, নিশ্চয় বল্‌বে।

মাধবী। (নতনেত্রে) ধরুন, সুমিত্রা যদি মনে করে আপনি তারই জন্যে চাকরি' ছেড়েছেন।

বিমান। (কঠিন স্বরে) মনে করে ? না, ভয় করে ? হাঃ হাঃ হাঃ ! আচ্ছা, ধর যদি মনেই কর, তা হ'লে কি বল্‌তে চাও তুমি ?

মাধবী। তা হ'লে হয়ত' আপনাকে বিয়ে করতে এখন আর তার আপত্তি নাও থাকতে পারে।

বিমান। সেই কথাটা তাকে জিজ্ঞাসা করতে বলছ—আমাকে ?

মাধবী। যদি বলেন, আমিও জিজ্ঞাসা করতে পারি।

বিমান। ইচ্ছে হয়, কোরো। তোমার সহৃদয়তার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি! তুমি যে আমার জন্যে এতটা ভাবো, তা আগে জানতাম না! [প্রস্থানোদ্যত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া]

বৈজ্ঞানিকেরা কি বলে জানো মাধবী? বলে, এক জ্যোৎস্না ভিন্ন, চাঁদ থেকে আর অন্য কোনো রকম সাড়া পাবার উপায় নেই। কারণ চাঁদ অসাড়! জমাট! প্রাণহীন!

[প্রস্থানোদ্যত]

[অদূরে সুরেশ্বরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'ও! এসেছে?'—]

মাধবী। [দ্রুতপদে দ্বারের কাছে গিয়া] বিমানবাবু! শুনুন! শুনে যান!

বিমান। [ফিরিয়া আসিয়া] কি বলছ ?

মাধবী। আপনাকে আর যেতে হবে না, বসুন। দাদা এসেছেন।

বিমান। কি করে জানলে ?

মাধবী। গলার সাড়া পেয়েছি।

বিমান। মাধবী!

মাধবী। কি ?

বিমান। সুরেশ্বর এসে পড়বার আগে, একটা কথা তোমাকে বলব ?

মাধবী। তার চেয়ে দাদা এসে পড়বার আগে, আমি একটা কথা আপনাকে বলি—

বিমান। কি কথা ?

মাধবী। আপনার বৈজ্ঞানিকেরা চাঁদের ঠিক খবর রাখেন না।

বিমান। [সবিস্ময়ে] তার মানে?

মাধবী। তার মানে আপনার বৈজ্ঞানিকদের অনুমান শক্তি কম।

[সুরেশ্বরের প্রবেশ]

সুরেশ্বর। [উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া] দুজনে মিলে কোনো একটা ষড়যন্ত্র চলছিল বুঝি?

বিমান, মাধবী। [নিরুত্তরে হাস্য]

সুরেশ্বর। আমি না হ'য়ে যদি কোনো সি-আই-ডি অফিসার ঘরে ঢুকত, তা হ'লে বিনাবাক্যব্যয়ে তোমাদের দুজনকে এক সঙ্গে চালান দিত। কি চক্রান্ত চলছিল? শুনি?

বিমান। চক্র ত' অনেক দিন থেকেই চলছে, এখন কি ক'রে তার অন্ত করা যায়—সেই চক্রান্ত চলছিল।

সুরেশ্বর। কি ঠিক হ'ল?

বিমান। স্ত্রী আর কন্যাকে নিয়ে প্রমদাচরণ বাবু এলেই ঠিক হবে।

সুরেশ্বর। কিন্তু কোনো মীমাংসাই এ বিষয়ে হবে না, যতক্ষণ না আর একটা কথার মীমাংসা হচ্ছে।

বিমান। কোন্ কথার?

সুরেশ্বর। বলেছি ত'—যতক্ষণ না নিঃসংশয়ে জানছি যে, সুমিত্রার সঙ্গে তোমার বিয়ে না হ'লে তুমি দুঃখিত হবে না।

বিমান। কি আশ্চর্য্য! আমি ত' সে কথা তোমাকে কতবার বলেছি।

স্বরেশ্বর। শুধু তুমি কেন, তোমার চক্রান্তের সহযোগিনীটিও আমাকে সে কথা অনেকবার বলেছে। কিন্তু, শুধু মুখের কথায় ত চিঁড়ে ভেজে না!

বিমান। দেখ স্বরেশ্বর, অনর্থক গোলযোগের সৃষ্টি কোরো না।

স্বরেশ্বর। [সহাস্যে] গোলযোগের সৃষ্টি তুমিই ত করছ!

বিমান। কি করলে তোমার মনে বিশ্বাস হবে শুনি?

স্বরেশ্বর। বিশ্বাস হবার আগে নিশ্চয় ক'রে তা বলা কঠিন।

বিমান। তোমার আচরণে একটুও মুগ্ধ হচ্ছিনে স্বরেশ্বর! এর দ্বারা তোমার একটুও মহত্ব প্রকাশ পাচ্ছে না!

স্বরেশ্বর। [হাসিমুখে] তবে কি প্রকাশ পাচ্ছে?

বিমান। বুদ্ধিহীনতা, ছেলেমানুষী! সুমিত্রার প্রতি তোমার কর্ত্তব্য কি এতই সামান্য মনে কর যে, আমার মনে আঘাত লাগবে কি লাগবে না, তার ওপর তোমার এতটা মনোযোগ দেওয়া চল্‌তে পারে?

স্বরেশ্বর। এ যুক্তি নতুন নয়, কাল রাত্রেও তুমি এই তর্ক চালিয়েছিলে।

বিমান। [ভূমিনিবদ্ধ দৃষ্টি স্মিতমুখ মাধবীর নিকট উপস্থিত হইয়া] মাধবী!

মাধবী। [চাহিয়া দেখিল]

বিমান। একটু আগে তোমার কাছে আমি এ বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলাম। স্বরেশ্বর নিজের মনে যে বিশ্বাস পেতে চায়, কিছুতেই আমি তাকে তা দিতে পারলাম না। এ দিকে প্রমদাবাবুদের আসবার সময় হ'য়ে এসেছে। এ সঙ্কটে আমি দেখছি, তোমার সহায়তা ভিন্ন আর অন্য উপায় নেই! সেই

সাহায্যের আশায় আমি একান্তভাবে তোমার হাতখানি প্রার্থনা করছি—

[মাধবীর ডান হাতের দিকে হস্তপ্রসারণ অকস্মাৎ—হাতে হাতে যোগ]

সুরেশ্বর। [সপুলকে] বেশ! বেশ! আমি ঠিক এইটেই ভাল ক'রে জানতে চাচ্ছিলাম। আমি আশীর্ব্বাদ করছি ভাই, তোমাদের এ মিলন সব দিক দিয়ে শুভ হোক্।

ষষ্ঠ দৃশ্য

[রাজপথ কক্ষ। কক্ষের দেওয়ালের বিভিন্ন দিকে লেখা—'আবার তোরা মানুষ হ', 'প'ড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে', 'বন্দেমাতরম্' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, জহরলাল, প্রমুখ মনীষীদের বড় বড় ছবি এবং রবীন্দ্রনাথের ছবির নীচে মর্ম্ম, গান্ধীর ছবির নীচে ধর্ম্ম, দশবন্ধুর ছবির নীচে ত্যাগ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ছবির নীচে মিলন, সুভাষ-চন্দ্রের ছবির নীচে কর্ম্ম, জহরলালের ছবির নীচে শক্তি ইত্যাদি লেখা। জাতীয় পতাকা প্রভৃতির দ্বারা ঘরটি সুশোভিত। অবনীশের সহিত প্রমদাচরণ, জয়ন্তী ও সুমিত্রা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছবিগুলি দেখিতেছেন।]

প্রমদা। বাঃ! চমৎকার! বিমান যে বলেছিলেন, দেবমন্দির! তা দেবমন্দিরই বটে! (দেওয়ালের লেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) 'আবার তোরা মানুষ হ!' সত্যি, পৃথিবীর জনসমাজে আবার আমাদের মানুষ হওয়া একান্তই দরকার হয়েছে!

সুমিত্রা। (দেওয়ালের আর এক দিক দেখাইয়া) এদিকে দেখ বাবা।

প্রমদা। 'পড়ে থাকা পিছে, ম'রে থাকা মিছে।'—তা'তে আর সন্দেহ নেই মা! Hopelessly আমরা পেছনে প'ড়ে আছি (রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখিয়া জয়ন্তীর প্রতি) এই মর্ম্ম কথাটির মর্ম্ম বুঝতে পারছ জয়ন্তী? ইনি হচ্ছেন কবি, তাই মর্ম্ম। কল্পনা এঁর সহচরী, তার সাহায্যে ইনি বিশ্বের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেখান। মাধুর্য্যের মধ্য দিয়ে ইনি নিখিল মানবের মিলন সাধন করেন। (মহাত্মা গান্ধীর চিত্রের প্রতি) এঁর মূলমন্ত্র হচ্ছে অহিংসা, তাই ইনি ধর্ম্ম। এঁর মতে যেদিন অহিংসা জগতের সমস্ত মানুষকে ধারণ করবে, সেদিন থেকে মানুষের মধ্যে আর কোনো বিবাদ-বিসম্বাদ থাকবে না। (মৌলানা আজাদের ছবি দেখাইয়া) ইনি হচ্ছেন মিলন, কারণ এঁকে আশ্রয় ক'রে হিন্দু-মুসলমান মিলিত হবার উপক্রম করেছে। (দেশবন্ধুর চিত্র দেখাইয়া) ইনি হচ্ছেন ত্যাগ। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে ইনি দেশের মঙ্গল সাধন করেছেন বলে, দেশ এঁকে বন্ধু বলে স্বীকার করে নিয়েছে। (নেতাজী সুভাষ বসুর ছবি দেখাইয়া) ইনি হচ্ছেন কর্ম্ম। আজীবন কর্ম্মের সাধনায় ইনি অদ্বিতীয় কর্ম্মবীর! সকলের উপর সমদৃষ্টি ব'লে ইনি নিখিল ভারতের আদর্শ। (জহরলালের ছবি দেখাইয়া) আর ইনি হচ্ছেন শক্তি। শক্তি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে ইনি আজ নিখিল ভারতের প্রধান কর্ণধার!

জয়ন্তী। সত্যি, কি সুন্দর!

প্রমদা। রাজপথ দেখেছ ত' জয়ন্তী? রাজপথের মাঝখানটা পাথর

বাঁধানো হয় ; তার দুধারে থাকে কাঁচা পথ ; তারও দুধারে গাছের সারির তলায় তলায় থাকে পায়ে হাঁটা পথ। এতগুলো পথের যেটা ধ'রেই তুমি চল না কেন, একই দিকে তুমি এগোবে। এদের বিষয়েও ঠিক সেই কথা খাটে। এদের মধ্যে যাঁকেই অনুসরণ কর না কেন, গতি তোমার একই দিকে অর্থাৎ পিছন দিক থেকে সামনের দিকে, হবে। দেশ ত' এক রকমে বড হয় না, দশ রকমে বড হয়।

[তারাসুন্দরী, সুরেশ্বর, বিমান ও মাধবীর প্রবেশ]

প্রমদা। (ব্যগ্রভাবে) এস, এস, সুরেশ্বর! জয় হোক তোমার! আমরা তোমার রাজপথের ধূলো নিয়ে মাথায় দিচ্ছিলাম!

সুরেশ্বর। (করযোড়ে) ও কথা ব'লে অপরাধী করবেন না। আপনাদের পায়ের ধূলো পেয়ে আমাদের রাজপথ আজ ধন্য হ'ল!

প্রমদা। (একটা পাত্র হইতে একগাছি দীর্ঘ গ'ড়ে মালা লইয়া) এস সুরেশ্বর! আমি তোমার জন্যে বিজয়-মাল্য এনেছি। (সুরেশ্বর আগাইয়া গিয়া মা'থা হেঁট করিল এবং মালা গ্রহণ করিয়া নত হইয়া প্রমদাচরণের পদধূলি গ্রহণ করিল। উঠিয়া দাঁড়াইতে প্রমদাচরণ তাহাকে বাহুবদ্ধ করিলেন। বাহুমুক্ত হইয়া সুরেশ্বর জয়ন্তীর পদধূলি গ্রহণ করিল)

জয়ন্তী। (সুরেশ্বরের মাথায় হাত দিয়া) বেঁচে থাক বাবা! দেশের মুখোজ্জ্বল করো। (সুমিত্রার প্রতি) প্রণাম কর্।

(সুমিত্রা নত হইয়া তারাসুন্দরী ও সুরেশ্বরকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল)

তারা। সকলে আশীর্ব্বাদ করে রাজরাণী হও ব'লে। আমি আশীর্ব্বাদ করি মা!—রাজপথচারিণী হও!

প্রমদা। শোনো সুরেশ্বর! তোমার স্বদেশমন্ত্রের বীজ ও পানবসন্তের বীজের চেয়েও ছোঁয়াচে! সুমিত্রার আক্রান্ত হওয়া ত' তুমি নিজের চোখেই দেখে গেছ্‌লে, তারপর সুমিত্রা থেকে আমি আক্রান্ত হলাম—শেষ পর্য্যন্ত সুমিত্রার মা'ও রেহাই পেলেন না।

[সকলের হাস্য]

আজ আমি তোমাদের সকলকে আমাদের বাড়ীতে সান্ধ্য-ভোজের নিমন্ত্রণ করে যাচ্ছি, সেখানে গিয়ে দেখবে, শুধু আইরীশ লিলেনের রুমালই নয়, বিদেশী কাপড়ের নাম-গন্ধ পর্য্যন্ত সে বাড়ী থেকে লোপ পেয়েছে। সুমিত্রার কল্যাণে আমরা খদ্দরের বালিসের ওয়াড় মাথায় দিয়ে সারারাত স্বাধীন-ভারতের স্বপ্ন দেখি, আর সকালে উঠে খদ্দরের পর্দ্দা সরিয়ে ভোরের সূর্য্যকে প্রণাম করি!

[ইত্যবসরে কানাই আসিয়া একটা হলদে রঙের কাগজ সুরেশ্বরকে দিয়াছে—সুরেশ্বর সেটা পাঠ করিতেছে।]

তারা। ঘোষ ম'শায়, আমার একটি আবেদন আছে।

প্রমদা। আবেদন কেন ব'লছেন? আদেশ বলুন।

তারা। আজ সন্ধ্যায় আপনার নিমন্ত্রণে সকলেই যাবে। কিন্তু তার আগে আজ এবেলা আপনাদের সকলকে আমাদের এখানে যা-হয় একটু কিছু খেয়ে যেতে হবে।

প্রমদা। (একটু চিন্তা করিয়া) আমার তা'তে বিশেষ আপত্তি নেই,—কিন্তু—

সুরেশ্বর। আমার পক্ষে একটা মস্ত বড় কিন্তু আছে। আমি আপনাদের দুটি ভোজেই অনুপস্থিত থাকব।

প্রমদা। (ব্যগ্রকণ্ঠে) কেন?

বিমান। (ব্যগ্রকণ্ঠে) কেন?

অবনীশ। (ব্যগ্রকণ্ঠে) কেন?

সুরেশ্বর। আমাকে জেলখানার ভোজে হাজির থাকতে হবে। আবার আমার ডাক এসেছে। (কাগজটি দেখাইয়া) নিমন্ত্রণ-পত্র,—warrant of arrest!

জয়ন্তী। (দুঃখদীর্ণ কণ্ঠে) সুরেশ্বর!—বাবা সুরেশ!

সুরেশ্বর। (হাসি মুখে) দুঃখ কিসের মা? এত' জেলের ডাক নয়।—এ দেশেরই ডাক। যে হাওয়া আপনাদের এখানে বইবে, জেলখানায় সেই হাওয়াই আমার গায়ে লাগবে, যে মাটিতে আপনারা এখানে চলাফেরা করবেন, দেশের সেই মাটিতেই আমি ওখানে আশ্রয় পাব। তবে দুঃখ কিসের? (কানাই-এর প্রতি) ভ্যান্ এসেছে কানাই?

কানাই। (বিষন্ন স্বরে) হঁ্যা দাদাবাবু, এসেছে। (চোখ মুছিল)

সুরেশ্বর। তবে আর কি! রথও এসে গেছে, বাঁশীর শব্দে রাজপথ মুখর ক'রে যাওয়া যাবে।

অবনীশ। সত্যিই এবার মাটী তেতে উঠ্ল সুরেশ্বর! সত্যি তেতে উঠ্ল! তোমার অনুমানই ঠিক।

সুরেশ্বর। (প্রমদাচরণের প্রতি) আপনার প্রতি আমার একটা অনুরোধ আছে।

প্রমদা। (চোখ মুছিয়া) বল বাবা?

সুরেশ্বর। দু'টি ভোজের কোনটিই আজ বাদ দেবেন না। দেহ আমার উপস্থিত না থাকলেও, অন্তর আমার উপস্থিত থাকবে। একটি আসন না-হয় আমার জন্যে খালিই রাখবেন। (বিমানের প্রতি ভাই বিমান!

বিমান। (আর্ত্ত কণ্ঠে) কি ভাই?

সুরেশ্বর। Better luck next time! আসছে বারে যেন না ফস্কায়। দুটি ভাই পাশাপাশি ব'সে যেন মার রান্না খেতে পারি।

বিমান। (সুরেশ্বরকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিল)

সুরেশ্বর। (তারাসুন্দরী, প্রমদাচরণ ও জয়ন্তীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া মাধবীর মাথাটা নাড়িয়া দিয়া বলিল) দুঃখ হচ্ছে না-কি মাধবী?

মাধবী। (পদধূলি গ্রহণ করিয়া মাথা নাড়িয়া জানাইল—না। ঝরঝর্ করিয়া চোখের জল ঝরিয়া পড়িল)

সুরেশ্বর। অত কষ্ট ক'রে রান্না-বান্না করলি—খাওয়াতে পারলি নে ব'লে দুঃখ হচ্ছে—না রে? (কানে কানে কি বলিল)

মাধবী। (আর্ত্তমুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—আচ্ছা)

সুরেশ্বর। (সুমিত্রার নিকটে উপস্থিত হইয়া) চল্লাম সুমিত্রা!

সুমিত্রা। (মৃদুস্বরে নতমুখে) আমাকে কিছু বলবে না?

সুরেশ্বর। কর্ম্মমুখর রাজপথে দাঁড়িয়ে সাহস সঞ্চয় করার চেষ্টা

কর, আজ যে পথ দুর্গম হয়ে উঠেছে—আগামী দিনে সে রাজপথকে সুগম করে তুলতে হলে চাই নিষ্ঠা, চাই ত্যাগ, চাই সাম্য মৈত্রী! সমবেত চেষ্টায় আমরা যদি এই কটি অতি প্রয়োজনীয় আদর্শ নিজেদের মধ্যে স্থাপন করতে পারি—তাহলে আমাদের পক্ষে স্বাধীনতালাভ অবশ্যম্ভাবী। কেউ তাকে আট্‌কে রাখতে পারবে না। (সহসা মোটরগাড়ীর হর্ণ বাজার শব্দ শোনা গেল) রাজপথে দাঁড়িয়ে জেলখানার ঐ যে গাড়ী আজ হর্ণ বাজিয়ে শাসাচ্ছে—সাম্যমৈত্রীর কল্যাণে একদিন সে পরাভব স্বীকার করবেই।

সুমিত্রা। আমাকে কিছু দিয়ে যাবে না ?

সুরেশ্বর। তোমাকে ? (একমুহূর্ত্ত ভাবিয়া) আচ্ছা, এই নাও। (গলা হইতে মালা খুলিয়া হাতে দিল)

জয়ন্তী। (সুমিত্রার হাত হইতে মালা লইয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিলেন)

[সুরেশ্বর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। সকলে সবিস্ময়ে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন রেডিওতে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত সুরু হইয়াছে।]

যবনিকা